"সূরাসমূহ আল-ফাতিহা, আন-নাস থেকে আদ-দুহা পর্যন্ত"

"সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা"

রোজয়িস্টে রিয়াদ জর্জ হুবার্ট

Table of Contents

ভূমিকা 6

২ .পরিচিতি 7

২.২ এই বইয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পাঠকবৃন্দ 7

২.৩ ব্যবহৃত পদ্ধতি ও সূত্রসমূহ 7

২.৪ সূরাসমূহের সারাংশ ও থিম 8

৩. সূরা আল-ফাতিহা, আন-নাস থেকে আদ-দুহা 10

৩.১ সূরা আল-ফাতিহা 10

৩.১.১ সূরা আল-ফাতিহার পরিচিতি 10

৩.১.২ সূরা ফাতিহার আয়াতসমূহ 11

৩.১.৩ সারসংক্ষেপ ও সংযোগ 19

৩.২ সূরা আন-নাস 21

৩.২.২ সূরা আন-নাসরে আয়াতসমূহ 22

৩.২.৩ সারসংক্ষপে ও সংযোগ 28

৩.৩ সূরা আল-ফালাক 30

৩.৩.২ সূরা আল-ফালাকরে আয়াতসমূহ 31

৩.৩.৩ সারসংক্ষপে ও সংযোগ 34

৩.৪.২ সূরা আল-ইখলাসরে আয়াতসমূহ 35

৩.৪.৩ সূরা আল-ইখলাসরে সারসংক্ষপে ও সংযোগ 40

৩.৫ সূরা আল-মাসাদ 41

৩.৫.২ সূরা আল-মাসাদরে আয়াতসমূহ 42

৩.৫.৩ সূরা আল-মাসাদরে সারসংক্ষপে ও সংযোগ 47

৩.৬ সূরা আন-নাসর 49

৩.৬.২ সূরা আন-নাসররে আয়াতসমূহ 50

৩.৬.৩ সূরা আন-নাসররে সারসংক্ষপে ও সংযোগ 53

৩.৭ সূরা আল-কাফরিূন 55

৩.৭.২ সূরা আল-কাফরিূনরে আয়াতসমূহ 55

৩.৭.৩ সারসংক্ষপে ও সংযোগ 60

৩.৮.১ সূরা আল-কাওসার: ভূমকিা 61

৩.৮.২ সূরা আল-কাওসার: আয়াতসমূহ 61

৩.৮.৩ সারাংশ ও সংযোগ 64

৩.৯ সূরা আল-মাউন 66
৩.৯.২ সূরা আল-মাউনরে আয়াতসমূহ 66
৩.৯.৩ সারসংক্ষপে ও পারস্পরকি সম্পর্ক 71
৩.১০ সূরা কুরাইশ 72
৩.১০.১ সূরার পরচিতি 72
৩.১০.২ সূরার আয়াতসমূহ 72
৩.১০.২ সূরার আয়াতসমূহ (অবশষ্টি) 73
৩.১০.৩ সারসংক্ষপে ও সংযোগ 76
৩.১১ সূরা আল-ফীল 77
৩.১১.২ সূরা আল-ফীল-এর আয়াতসমূহ 77
৩.১৬ সূরা আদয়িাত (Surah Al-'Adiyat) 110
৩.১৬.২ সূরা আদয়িাতরে আয়াতসমূহ (Verses of Surah Al-'Adiyat) 111
৩.১৬.২ সূরা আদয়িাতরে আয়াতসমূহ (চতুর্থ থকেে সপ্তম আয়াত) 113
৩.১৭ সূরা যলিযাল (Surah Az-Zalzalah) 121
৩.১৭.১ সূরার পরচিতি 121
৩.১৭.২ সূরা যলিযাল-এর আয়াতসমূহ 122
৩.১৮ সূরা আল-বাইয়্যনিাহ 129
৩.১৮.২ সূরা আল-বাইয়্যনিাহর আয়াতসমূহ 129
৩.১৯.২ সূরা আল-কদররে আয়াতসমূহ 138
৩.১৯.৩ সারাংশ এবং সম্পর্ক 143
৩.২০ সূরা আল-'আলাক 145
৩.২০.১ সূরা আল-'আলাক পরচিতি 145
৩.২০.২ সূরা আল-'আলাকরে আয়াতসমূহ 145
৩.২০.২ সূরা আল-'আলাকরে আয়াতসমূহ (চলমান) 148
৩.২০.৩ সারসংক্ষপে ও আন্তঃসূরার সংযোগ 160
৩.২১ সূরা আত্-তীন 162
৩.২১.২ সূরা আত্-তীন: আয়াতসমূহরে ব্যাখ্যা 162
৩.২১.৩ সারাংশ এবং সূরা আত্-তীন সংক্রান্ত সম্পর্ক 169
৩.২২.৩ সারাংশ এবং সংযোগ 178
চূড়ান্ত মন্তব্য 199
পরশিষ্টি 200

মূল শব্দাবলীর ব্যাখ্যা (Glossary of Key Terms) 200
তাফসিরবিদদের সংক্ষিপ্ত জীবনী (Biographies of Scholars) 200
তথ্যসূত্র (References) 201

ভূমিকা

আমার নাম রজিয়েস্ট রিয়াদ। একজন আলেম, হাফেজে কুরআন এবং ১৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইসলামী অধ্যয়নের শিক্ষক হিসেবে আমি প্রতিদিন কুরআন মুখস্থ করার সঙ্গে তার গভীর অর্থ অনুধাবনের মধ্যে একটি বড় ফাঁক দেখতে পাই। এই ফাঁক কেবল ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের সঙ্গে সংযোগকে সীমিত করে না, বরং অনেক তরুণের মধ্যে ইসলামী চর্চা ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল করে তোলে।

আমি নিজে যখন কুরআনের ছাত্র ছিলাম, তখন লক্ষ্য করতাম কিভাবে আমার সহপাঠীরা কুরআন মুখস্থ করত, এবং আজও মসজিদগুলো ঐতিহ্যবাহী এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে যাচ্ছে। এখন আমি যেসব স্কুলে পড়াই, সেখানে দেখি ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে—এর একটি কারণ হলো, কুরআনকে গভীরভাবে বোঝানোর মতো করে শেখানো হয় না। এর ফলে, অনেক তরুণ গভীরভাবে নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে না, এবং কুরআন তাদের কাছে একটি আধ্যাত্মিক পথনির্দেশনার চেয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবেই প্রতিভাত হয়।

আমি *Gardens of the Sincere* নামক একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, যা বিশ্বব্যাপী দাতব্য প্রকল্প পরিচালনা করে। আমার ভ্রমণকালে, যখন আমি মসজিদ নির্মাণ, কুরআন বিতরণ এবং মাদরাসা স্থাপনের কাজে যুক্ত ছিলাম, তখন লক্ষ্য করেছি যে তরুণ প্রজন্ম কুরআন শেখে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত অনুধাবন বা আধ্যাত্মিক গভীরতা অনেক সময়ই অনুপস্থিত থাকে। এর ফলে, ইসলাম তাদের কাছে এক ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, আর আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্যে কুরআনের মাধ্যমে যে বার্তা পৌঁছাতে চেয়েছেন, তার মর্ম তারা অনুধাবন করতে পারে না।

এই বইটি এই ফাঁক পূরণের ইচ্ছা থেকেই রচিত। আমি আশা করি প্রতিটি সূরার গভীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাঠকদের কুরআনের সঙ্গে একটি প্রামাণিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। কুরআন কেবল মুখস্থ করার একটি পাঠ্য নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত বার্তা, যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের জন্য পরিপূর্ণ হিকমাহ ও পথনির্দেশনা প্রদান করে। এই বইটি যেন সকল কুরআনের পথযাত্রীর জন্য উপলব্ধি ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে—এই আমার কামনা।

২ .পরিচিতি

২.১ তাফসীর কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

তাফসীর, অর্থাৎ কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, ইসলামী জ্ঞানের একটি অপরিহার্য অংশ। "তাফসীর" শব্দটি এসেছে আরবি "ফাসসারা" মূল শব্দ থেকে, যার অর্থ "ব্যাখ্যা করা"। তাফসীর আমাদেরকে কুরআনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তা বোঝাতে সহায়তা করে এবং আয়াতগুলোর অন্তর্নিহিত বার্তা ও হিকমাহ আবিষ্কার করার পথ উন্মোচন করে। আল্লাহর বাণী গভীর তাৎপর্যে পরিপূর্ণ, যা শুধু বাহ্যিক পাঠে ধরা পড়ে না। তাফসীর আমাদেরকে এই লুকায়িত রত্নসমূহ অন্বেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করে।

তাফসীর ছাড়া কুরআনের জটিল ভাষা ও বহুস্তরীয় অর্থ বোঝা অনেক মুসলমানের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কুরআন এক অনন্তকালীন জীবনপথের দিকনির্দেশনা, আর তাফসীর আমাদেরকে এই বার্তাকে আমাদের আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে সাহায্য করে।

২.২ এই বইয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পাঠকবৃন্দ

এই বইটি সংকলিত হয়েছে কুরআনের অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে আরও সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে, বিশেষত তাদের জন্য যারা গভীর উপলব্ধি খুঁজছেন। এটি সেই সকল পাঠকের জন্য, যারা কুরআনের সাথে একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান—হোক তিনি কুরআনের ছাত্র, শিক্ষক, অথবা সদ্য এই মহাপবিত্র গ্রন্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া কেউ।

সুরা আন-নাস থেকে সুরা আদ-দুহা পর্যন্ত প্রতিটি আয়াতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং সুরা আল-ফাতিহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সহ, এই বই পাঠককে কেবল আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বোঝাতে নয়, বরং এর আধ্যাত্মিক ও ঈমানী দিকগুলিও আবিষ্কার করতে সহায়তা করবে। এই গ্রন্থটি শুধুই একটি ব্যাখ্যামূলক কাজ নয়, বরং এটি একটি আমন্ত্রণ—কুরআনের বার্তাকে হৃদয়ে ধারণ করে তা অনুভব করার একটি পথ।

২.৩ ব্যবহৃত পদ্ধতি ও সূত্রসমূহ

এই বইটি সংকলনের সময়, কুরআনের একটি সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে বিভিন্ন শ্রদ্ধেয় ও প্রামাণ্য ক্লাসিক্যাল উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায়শই ব্যবহৃত উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- **তাফসীর ইবন কাসীর**: এর গ্রহণযোগ্যতা ও সহিহ হাদীসভিত্তিক ব্যাখ্যার জন্য সুপরিচিত।
- **আল-কুরতুবী**: আয়াতগুলোর ফিকহি (ইসলামী আইন) দিক এবং ভাষাগত বিশ্লেষণ প্রদান করে, যা

কুরআনের আইনগত ব্যাখ্যাকে সমৃদ্ধ করে।
• **ইবন ‘আশুর**: প্রেক্ষাপটভিত্তিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও থিমগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।
• **আর-রাজী**: কুরআনের দার্শনিক ও আকীদাগত (তাওহীদ, ইমান) বিষয়সমূহে মনোযোগী একটি উৎস।
• **আল-আলূসী**: ভাষাগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিককে গুরুত্ব দিয়ে একটি বিস্তৃত তাফসীর প্রদান করেছেন।
• **অন্যান্য ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক উৎস**: উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর পাশাপাশি আধুনিক তাফসীর ও অনুবাদসমূহও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে, যাতে এই ব্যাখ্যাগুলো বর্তমান সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক থাকে।

এই উৎসগুলো সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করা হয়েছে যাতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং গভীরতাসম্পন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়, যা ঐতিহ্য ও আধুনিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই সম্মান জানায়।

২.৪ সূরাসমূহের সারাংশ ও থিম

সুরা আন-নাস থেকে সুরা আদ-দুহা পর্যন্ত প্রতিটি সূরাই অনন্য কিছু বিষয় ও বার্তা বহন করে। নিচে প্রতিটি সূরার মূল বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সারাংশ দেওয়া হলো:

• **সুরা আন-নাস**: কুরআনের শেষ অধ্যায়, যা মন্দ থেকে আশ্রয় চাওয়ার ওপর কেন্দ্র করে এবং আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকারী হিসেবে বিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরে।
• **সুরা আল-ফালাক**: এটিও এক আশ্রয় প্রার্থনার সূরা, যা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব ধরনের মন্দ থেকে আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়ার শিক্ষা দেয়।
• **সুরা আল-ইখলাস**: সংক্ষিপ্ত কিন্তু শক্তিশালী এই সূরাটি আল্লাহর একত্বকে ঘোষণা করে এবং তাওহীদের সারকথা বহন করে।
• **সুরা আল-মাসাদ**: ইসলামের বার্তার বিরোধিতা ও ন্যায়ের চূড়ান্ত বিজয়ের ইতিহাসভিত্তিক দিকটি তুলে ধরে।
• **সুরা আন-নাসর**: বিজয় ও ঈমানের আনন্দ নিয়ে পর্যালোচনা করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও কৃতজ্ঞতার আহ্বান জানায়।
• **সুরা আল-কাওসার**: সবচেয়ে ছোট সূরাটি, আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কৃতজ্ঞতা ও ইবাদতের গুরুত্ব তুলে ধরে।
• **সুরা আল-মাউন**: সামাজিক ন্যায়বিচার ও অভাবীদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের আহ্বান জানায়।
• **সুরা কুরাইশ**: কুরাইশ গোত্রকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামতের স্মরণ করিয়ে দেয় এবং শুধু আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানায়।
• **সুরা আল-ফীল**: হাতির ঘটনার বর্ণনা করে এবং মক্কার পবিত্র নগরীর প্রতি আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ তুলে ধরে।
• **সুরা আল-হুমাযাহ**: পরনিন্দা ও অহংকারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং মন্দ কাজের পরিণতি তুলে ধরে।
• **সুরা আল-আসর**: ধৈর্য, সৎকর্ম ও সময়ের মূল্যকে গুরুত্ব দেয় এবং গাফলিতার পরিণতির ব্যাপারে

সতর্ক করে।

• **সুরা আত-তাকাসুর**: পার্থিব আনন্দ ও ধনসম্পদের মোহে বিভ্রান্ত না হওয়ার উপদেশ দেয়।

• **সুরা আল-কারিয়াহ**: কিয়ামতের দিন ও সেদিনের ভালো-মন্দ আমলের ফলাফল বর্ণনা করে।

• **সুরা আল-আদিয়াত**: মানুষের অকৃতজ্ঞতা তুলে ধরে এবং আল্লাহর বিচারব্যবস্থার কথা স্মরণ করায়।

• **সুরা আয-যালযালাহ**: কিয়ামতের ভূমিকম্পের বিবরণ দেয় এবং প্রতিটি ছোট আমলকেও গুরুত্ব দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

• **সুরা আল-বাইয়্যিনাহ**: খাঁটি দ্বীনের আহ্বান জানায় এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে।

• **সুরা আল-কদর**: মর্যাদাপূর্ণ লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব ও বরকতের বর্ণনা করে, যেদিন কুরআন নাজিল হয়েছিল।

• **সুরা আল-আলাক**: জ্ঞান, মানব সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও অহংকারের বিরুদ্ধে সতর্কতা প্রদান করে।

• **সুরা আত-তীন**: মানবজাতির সম্মানজনক সৃষ্টি এবং ঈমান ও সৎকর্মের পুরস্কার তুলে ধরে।

• **সুরা আশ-শারহ**: নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা দেয় এবং কষ্টের পর স্বস্তির বার্তা ও আল্লাহর অবিরাম সহায়তার কথা তুলে ধরে।

• **সুরা আদ-দুহা**: আল্লাহর দয়ার বার্তা দিয়ে শান্তি ও আশ্বাস প্রদান করে এবং তাঁর বান্দার প্রতি সদয় আচরণ তুলে ধরে।

• **সুরা আল-ফাতিহা**: কুরআনের সূচনা সূরা, যা ঈমানের মূল বক্তব্য তুলে ধরে—আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর দিকনির্দেশনার স্বীকৃতি এবং সঠিক পথে পরিচালনার প্রার্থনা।

৩. সূরা আল-ফাতিহা, আন-নাস থেকে আদ-দুহা

৩.১ সূরা আল-ফাতিহা

৩.১.১ সূরা আল-ফাতিহার পরিচিতি

নাম ও অর্থ
সূরা আল-ফাতিহাকে "আল-ফাতিহা" বলা হয় কারণ এটি কুরআনের প্রথম সূরা। "আল-ফাতিহা" শব্দের আক্ষরিক অর্থ "উদ্ঘাটন" বা "সূচনা," যা এই সূরার কুরআনের ভূমিকা হিসেবে অবস্থানকে নির্দেশ করে। এই সূরার অন্যান্য নামগুলোর মধ্যে রয়েছে **উম্মুল কিতাব** (গ্রন্থের জননী), **আস-সাব' আল-মাথানী** (সাত বারবার পাঠ করা আয়াত), এবং **আশ-শিফা** (আরোগ্য), কারণ এই সূরাটি মুসলমানদের ঈমান ও আত্মিক সুস্থতার কেন্দ্রবিন্দু।

আবস্থাপন ও অবতীর্ণ হওয়ার সময়
সূরা আল-ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগে, যখন নবী মুহাম্মদ (সা.) এখনো মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তবে কিছু আলেম মনে করেন এটি পরবর্তীতে মদিনায়ও অবতীর্ণ হয়েছিল। মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার দিকটি এই সূরার মৌলিক গুরুত্বকে তুলে ধরে, যেহেতু এটি ঈমানের ভিত্তি ও কুরআনিক বার্তার কেন্দ্র।

অবতীর্ণ হওয়ার কারণ (আসবাব আন-নুজুল)
সূরা আল-ফাতিহার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা নেই যা এর অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত। এই সূরাটি মুসলিমদের জন্য একটি দোয়া ও ঈমানের দিকনির্দেশনা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে—আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সরাসরি সংলাপ। এটি কুরআনের সারসংক্ষেপে হিসেবে বিবেচিত, যেখানে ইবাদত, দোয়া এবং আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্বের স্বীকৃতি রয়েছে।

মূল থিম ও বিষয়বস্তু
সূরা আল-ফাতিহা ইসলামের বিশ্বাসের সারকথা তুলে ধরে এবং কয়েকটি মূল থিম অন্তর্ভুক্ত করে, যা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সারাংশ:

১. **আল্লাহর প্রশংসা ও স্বীকৃতি**: সূরার সূচনা আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে হয়েছে—তিনি সকল জগতের প্রতিপালক (রাব্বুল আলামিন)। এটি তাঁর সর্বাত্মক কর্তৃত্ব ও সৃষ্টির প্রতি মমতার স্বীকৃতি।

২. **আল্লাহর গুণাবলি**: আল্লাহকে "আর-রাহমান" (পরম দয়ালু), "আর-রাহিম" (অত্যন্ত করুণাময়) এবং "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" (প্রতিফল দিবসের অধিপতি) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নামগুলো আল্লাহর দয়া ও ন্যায়বিচার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩. **সরাসরি দিকনির্দেশনার প্রার্থনা**: "আমাদের সরল পথে চালাও, তাদের পথ যাঁদের তুমি অনুগ্রহ করেছো, তাদের পথ নয় যাঁরা তোমার রোষানলে পড়েছে বা পথভ্রষ্ট হয়েছে"—এই আয়াতটি আল্লাহর পথনির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা এবং বান্দার তার প্রতি নির্ভরতার গুরুত্ব তুলে ধরে।

৪. **ইবাদত ও নির্ভরতার ধারণা**: "আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, এবং শুধুই তোমার কাছে সাহায্য চাই" এই আয়াতে তাওহীদের মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে—একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত ও সাহায্যের জন্য বান্দা মুখাপেক্ষী।

সারসংক্ষেপে, সূরা আল-ফাতিহা হলো প্রশংসার গান, ঈমান ও নির্ভরতার ঘোষণাপত্র এবং দিকনির্দেশনার প্রার্থনা। এই মূল বার্তাগুলোই এই সূরাকে মুসলমানদের দৈনন্দিন নামাজ ও আল্লাহর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপরিহার্য করে তুলেছে।

৩.১.২ সূরা ফাতিহার আয়াতসমূহ

আয়াত ১:
"الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
(আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন)
"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আলহামদ (الحمد):** "প্রশংসা" বা "স্তুতি" বোঝায়, যা কৃতজ্ঞতা এবং বিস্ময় দুই অর্থই বহন করে। এখানে এটি এমন নিখুঁত ও আন্তরিক প্রশংসাকে বোঝায়, যা একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য।
- **রব্ব (رب):** "প্রতিপালক" বা "পালনকর্তা" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যিনি সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব ও যত্ন রাখেন।
- **আলামীন (العالمين):** "জগৎসমূহ", যার মধ্যে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সমস্ত সৃষ্টিকুল অন্তর্ভুক্ত।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** আল্লাহই সকল কিছুর পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রব্ব, যিনি সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত।
- **আল-কুরতুবী:** "রব্ব" শব্দটি স্নেহপূর্ণ পরিচর্যার দিকটি তুলে ধরে; আল্লাহ দয়া ও মমতায় সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শন ও পালন করেন।
- **ইবন 'আশুর:** আল্লাহ সকল নিয়ামতের উৎস; প্রত্যেক সৃষ্টিই তাঁর দয়া ও পথনির্দেশনার ওপর নির্ভরশীল।

- **আর-রাযী:** এই আয়াত আমাদেরে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর প্রশংসা নির্দিষ্ট কোনো অনুগ্রহের জন্য নয় বরং সার্বজনীন।
- **আল-আলুসী:** "আলহামদ" শব্দটি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে; এটি একজন মুমিনের মধ্যে বিনয় ও আনুগত্যের বোধ জাগ্রত করে।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা (বিশ্বাসগত):** আল্লাহকে সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ইসলামের তাওহিদের মুল ভিত্তি। এই স্বীকৃতি বোঝায়, একমাত্র আল্লাহই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার যোগ্য, কারণ তিনিই সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান ও রক্ষণ করেন।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত আমাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত প্রতিটি অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে উৎসাহিত করে। আল্লাহর প্রশংসা করার মাধ্যমে আমরা জীবনের নিয়ামতগুলোর মূল্য বুঝতে শিখি এবং কৃতজ্ঞতাশীল মনোভাব গড়ে তুলি।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই প্রশংসা আমাদের প্রতিদিন আল্লাহর উপস্থিতি ও অভিভাবকত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সচেতনতা বিনয় বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে মজবুত করে তোলে। এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে আল্লাহকে কেন্দ্রে রাখার কথা মনে করিয়ে দেয়।

আয়াত ২:

"الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ"
(আর-রাহমানির-রাহিম)
"পরম দয়ালু, অতি দয়ালু।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আর-রাহমান (الرَّحْمَٰن):** সেই পরম দয়ালু সত্তা, যার দয়া সৃষ্টির প্রতিটি কিছুর ওপর বিস্তৃত—বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলের প্রতি।
- **আর-রাহিম (الرَّحِيم):** এমন এক দয়া, যা বিশেষভাবে মুমিনদের জন্য সংরক্ষিত, বিশেষত আখিরাতে।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** "আর-রাহমান" আল্লাহর সর্বজনীন দয়ার প্রকাশ, আর "আর-রাহিম" মুমিনদের প্রতি তাঁর বিশেষ ও চিরস্থায়ী দয়ার প্রতিফলন।
- **আল-কুরতুবী:** "আর-রাহমান" আল্লাহর সর্বব্যাপী দয়ালু প্রকৃতিকে বোঝায়, আর "আর-রাহিম" তাঁর মুমিনদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ নির্দেশ করে।
- **ইবন 'আশুর:** আল্লাহর দয়া মানুষের প্রতি তাঁর সম্পর্কের মূল ভিত্তি।
- **আর-রাযী:** এই দুটি নাম আল্লাহর ভালবাসা ও দয়ার মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য তুলে ধরে।
- **আল-আলুসী:** "আর-রাহমান" ও "আর-রাহিম" — এই দুটি নাম আল্লাহর দয়ার গভীরতা প্রকাশ করে, দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** আল্লাহর দয়া তাঁর অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান গুণ। এই আয়াত বোঝায়, আল্লাহর দয়া সীমাহীন এবং জীবনের প্রতিটি দিকেই বিদ্যমান।
- **আধ্যাত্মিকতা:** বিশেষ করে কঠিন সময়ে, এই আয়াত আশা ও শান্তির বার্তা বহন করে। এটি মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ সবসময় আমাদের পাশে আছেন, ভালোবাসা ও দয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

আল্লাহর দয়ার কথা স্মরণ আমাদের অন্যদের প্রতিও দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হতে অনুপ্রাণিত করে। এই আয়াত বারবার পাঠ করলে দুঃসময়ে ভরসা ও আশার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

আয়াত ৩:

"مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ"
(মালিকি ইয়াওমিদ-দীন)
"প্রতিফল দিবসের অধিপতি।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **মালিক (مالك):** "অধিপতি" বা "মালিক" — আল্লাহর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও মালিকানার ইঙ্গিত।
- **ইয়াওমুদ-দীন (يَوْمِ الدِّينِ):** "প্রতিফল দিবস" — সেই দিন, যেদিন প্রত্যেককে তাদের আমলের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** আল্লাহ হলেন চূড়ান্ত বিচারক; কিয়ামতের দিনে তিনি প্রতিটি ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারণে পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন।
- **আল-কুরতুবী:** এই বর্ণনা আল্লাহর ন্যায়বিচার এবং কেবল তাঁর বিচারিক ক্ষমতা তুলে ধরে।
- **ইবন ‘আশুর:** এই আয়াত দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব ও আখিরাতের গুরুত্ব মনে করিয়ে দেয়।
- **আর-রাযী:** প্রতিফল দিবসের উল্লেখে আমাদের দায়িত্বশীলতা ও নৈতিক জীবন যাপনে উৎসাহিত করে।
- **আল-আলুসী:** এই আয়াত আত্মসমালোচনা ও আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতির গুরুত্ব তুলে ধরে।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** প্রতিফল দিবসের বিশ্বাস মনে করিয়ে দেয় যে দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়; এর পর আছে আল্লাহর ন্যায়বিচারপূর্ণ বিচার। এটি ইসলামী বিশ্বাসের মূল অংশ।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি কাজের হিসাব আছে এবং আল্লাহ ন্যায্যভাবে আমাদের বিচার করবেন।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত আমাদের সচেতনভাবে ও দায়িত্ব নিয়ে জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করে, যেন আমরা সব সময় ন্যায়ের পথে চলি এবং আমাদের কাজকর্মে সততা ও নৈতিকতা বজায় রাখি।

আয়াত ৪:

"إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"
(ইয়্যাকা নাঅবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন)
“শুধু তোমারই ইবাদত করি, এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য চাই।”

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ইয়্যাকা (إِيَّاكَ):** “শুধু তোমাকেই” — একটি নির্দিষ্ট ও জোরালোভাবে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ইঙ্গিত।

- **নাঅবুদু (نَعْبُدُ):** "আমরা ইবাদত করি" — পূর্ণ আনুগত্য, ভালবাসা ও আত্মসমর্পণের প্রকাশ।
- **নাস্তাঈন (نَسْتَعِينُ):** "আমরা সাহায্য চাই" — আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার ও সহযোগিতা কামনার স্বীকৃতি।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই আয়াত আল্লাহর একত্ববাদের (তাওহিদ) পরিপূর্ণ প্রকাশ, যেখানে ইবাদত ও সাহায্য শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই নিবেদিত।
- **আল-কুরতুবী:** কেবল আল্লাহই ইবাদতের উপযুক্ত; অন্য কেউ নয়।
- **ইবন 'আশুর:** এই আয়াত মুমিনের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক নির্ধারণ করে—নির্ভরতা ও ইবাদতের ভিত্তিতে।
- **আর-রাযী:** এই বাক্যে ঈমানের সারমর্ম রয়েছে—শুধু আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা।
- **আল-আলুসী:** তিনি ব্যাখ্যা করেন, মুমিন তার শক্তি ও দুর্বলতার উভয় অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** এই আয়াত আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমানের মূল ঘোষণা। ইবাদত ও সাহায্য কেবল একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রাপ্য।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত পাঠের মাধ্যমে মুমিনের আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়; সে বুঝতে পারে, জীবনের প্রতিটি স্তরে সে আল্লাহরই মুখাপেক্ষী।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত আমাদের প্রতিটি কাজে আল্লাহকে অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং কষ্টের সময় কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি আমাদের শিখায়—সহায়তা, দিশা ও সমাধান একমাত্র আল্লাহর কাছেই।

আয়াত ৫:

"اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ"
(ইহদিনাস-সিরাতাল-মুস্তাকিম)
"আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর।"

• শব্দ বশি্লষেণ:

- **ইহদনিা (اهْدِنَا):** "আমাদরেকে দশিা দাও" — হদোয়তেরে জন্য প্রার্থনা ও সহায়তার অনুরো·ধ।
- **আস-সরিাত (الصِّرَاطَ):** "পথ" — সুস্পষ্ট, স্থরি ও নর্িভরযো·গ্য পথকে বো·ঝায়।
- **আল-মুস্তাকমি (الْمُسْتَقِيمَ):** "সরল" — সত্য, ন্যায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টরি দকিে নয়িে যায় এমন পথ।

• স্কলারদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই আয়াত নর্িভজোল তাওহদিরে প্রতফিলন; শুধু আল্লাহর কাছইে ইবাদত ও সাহায্য চাওয়ার সাথে সাথে, ন্যায়রে পথে দৃঢ় থাকার জন্য প্রার্থনা।
- **আল-কুরতুবী:** সরল পথ মানে আনুগত্যরে পথ, যা ঈমান ও সৎকর্মরে সমন্বয়ে গঠতি।
- **ইবন 'আশুর:** দনৈন্দনি জীবনে পথভ্রষ্টতা এড়াতে নয়িমতিভাবে আল্লাহর দকিনর্িদশেনার প্রয়ো·জনীয়তা তুলে ধরনে।
- **আর-রাযী:** সরল পথ বলতে এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনপথ বো·ঝায়, যা অতরিক্ততা ও অবহলোর মাঝামাঝি।
- **আল-আলুসী:** এটরি ব্যাখ্যায় উল্লখে করনে য,ে এটি আত্মকি ও ব্যবহারকিভাবে সঠকি পথে অটল থাকার আহ্বান।

• আকদিাগত ও আধ্যাত্মকি প্রতফিলন:

- **আকদিা:** আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মানুষ কখনো·ই প্রকৃত হদোয়তে পতেে পারে না—এটি ইসলামরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বশি্বাস।
- **আধ্যাত্মকিতা:** এই আয়াত বনিয় সৃষ্টি করে; একজন বশি্বাসী বুঝতে পার,ে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সে বভি্রান্ত হতে পার।ে

• দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত প্রতনিয়িত আল্লাহর কাছে দকিনর্িদশেনা চাওয়ার শকি্ষা দয়ে, যনে আমাদরে চন্তিা, কাজ ও সদি্ধান্ত সবই সত্য ও সৎপথরে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

আয়াত ৬:

"صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ"
(সিরাতাল-লাযীন আন্‌আমতা ‘আলাইহিম)
“তাদের পথ যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ।”

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **সিরাত (صِرَاطَ):** “পথ” — সত্য ও ন্যায়ের পথ, সঠিক ও সোজা পথ।
- **আল-লাযীনা (الَّذِينَ):** “যারা” — একটি নির্দিষ্ট ও সম্মানিত গোষ্ঠীর প্রতি ইঙ্গিত।
- **আন্‌আমতা (أَنْعَمْتَ):** “তুমি অনুগ্রহ করেছ” — আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া নিয়ামত, পথনির্দেশনা ও রহমত।
- **আলাইহিম (عليهم):** “তাদের উপর” — নবী, শহীদ ও সৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নির্দেশ।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এখানে সেইসব লোকদের বোঝানো হয়েছে, যাদের আল্লাহ হেদায়েত ও বরকত দান করেছেন — নবীগণ, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ।
- **আল-কুরতুবী:** যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন, তাদের পথ অনুসরণের গুরুত্ব এই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে।
- **ইবন ‘আশুর:** এটিকে দেখা হয়েছে সৎ ও সৎকর্মশীলদের অনুকরণ করার আহ্বান হিসেবে।
- **আর-রাযী:** আল্লাহ এখানে সঠিক পথের আদর্শ হিসেবে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীকে উল্লেখ করেছেন।
- **আল-আলুসী:** এই গোষ্ঠীকে মুমিনদের জন্য একটি আদর্শ ও অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** আল্লাহ বিশেষভাবে কিছু লোককে মানবতার পথপ্রদর্শক হিসেবে মনোনীত করেছেন।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের উৎসাহিত করা হয়েছে এই ধার্মিকদের চরিত্র, মূল্যবোধ ও আমলের সাথে নিজেদের সংযোগ স্থাপন করতে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

বিশ্বাসীরা যেন সৎ ও ধার্মিকদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে এবং তাদের নীতিগুলো নিজেদের দৈনন্দিন কাজ ও সিদ্ধান্তে প্রয়োগ করে—এই আয়াত সেই আহ্বান বহন করে।

আয়াত ৭:

"غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ"
(গাইরিল-মাগদুবি 'আলাইহিম ওয়ালা আদ-দাল্লীন)
"তাদের পথ নয় যাদের উপর ক্রোধ নেমেছে, এবং নয় পথভ্রষ্টদের।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **গাইরি (غَيْرِ):** "না" — বর্জনের জন্য ব্যবহৃত; যে পথ এড়ানো উচিত।
- **আল-মাগদুবি 'আলাইহিম (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ):** "যাদের উপর ক্রোধ নেমেছে" — যারা আল্লাহর হেদায়েত জানার পর তা ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করেছে।
- **ওয়ালা আদ-দাল্লীন (وَلَا الضَّالِّينَ):** "এবং নয় পথভ্রষ্টরা" — যারা অজ্ঞতার কারণে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** "মাগদুব" তারা, যারা জেনে শুনে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে; "দাল্লীন" তারা, যারা জানে না বলেই পথ হারিয়েছে।
- **আল-কুরতুবী:** এই আয়াত একটি দোয়া, যেন আমরা এ ধরনের ভুল থেকে বাঁচি — ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা কিংবা অজ্ঞতাজনিত বিচ্যুতি।
- **ইবন 'আশুর:** উভয় গোষ্ঠীই বিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবার্তা; যেন তারা সদা সরলপথে থাকবার সচেতনতা বজায় রাখে।
- **আর-রাযী:** জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অবাধ্য হওয়া আর অজ্ঞতা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য এবং উভয় পথই কীভাবে ক্ষতিকর — তা ব্যাখ্যা করেন।
- **আল-আলুসী:** এই আয়াতকে ব্যাখ্যা করেছেন একটি দোয়া হিসেবে, যাতে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেন।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** শুধুমাত্র আল্লাহই আমাদের ইচ্ছাকৃত পাপ ও অজান্তে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন।

- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিন যেন সর্বদা বিনয়ী থাকে, আল্লাহর দিকনির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করে এবং গাফেল বা অহঙ্কারী না হয়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত সতর্ক করে দেয় অহংকার বা অজ্ঞতার কারণে পথভ্রষ্ট না হতে। বিশ্বাসীদেরকে বলা হয়েছে, যেন তারা নিয়মিতভাবে নিজেদের বিশ্বাস ও আমল আল্লাহর নির্দেশনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে।

৩.১.৩ সারসংক্ষেপ ও সংযোগ

সূরা ফাতিহার সারসংক্ষেপ

সূরা আল-ফাতিহা, যা "আরম্ভ" বা "উদ্ঘাটন" নামে পরিচিত, কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা হিসেবে ইসলামী বিশ্বাসের সারাংশ বহন করে। এই সূরাটি কুরআনের প্রধান মূলনীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরে—আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস (তাওহিদ), তাঁর হিদায়াতের প্রতি নির্ভরতা, এবং সরল পথ অনুসরণ করার আহ্বান।

আল-ফাতিহা আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয়, তাঁর দয়া ও ন্যায়বিচারকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষার জন্য একটি দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়। এই সূরাটি মুমিনকে কেবলমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করতে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে এবং কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য ও দিকনির্দেশনা চাইতে উৎসাহিত করে।

এই সূরা তিনটি মূল সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেয়:

1. **আল্লাহর সাথে বিশ্বাসীর সম্পর্ক,**
2. **ব্যক্তিগত ঈমানের সাথে সম্পর্ক,**
3. **সৃষ্টিজগতের অন্যান্য অংশের সাথে সম্পর্ক।**

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং হিদায়াতের একমাত্র উৎস হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে, সূরা আল-ফাতিহা মুমিনকে আল্লাহর সঙ্গে একটি সচেতন ও একনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আহ্বান জানায়।

অন্যান্য সূরার সঙ্গে সম্পর্কের প্রতিফলন

সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের একটি ভূমিকা হিসেবে কাজ করে এবং কুরআনের জুড়ে যেসব মূল বিষয় আলোচিত হয়েছে তা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহর প্রশংসা ও

সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, যা আল-ফাতিহায় উচ্চারিত হয়েছে, কুরআনের অন্যান্য সূরায় আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আল-ফাতিহার কেন্দ্রীয় দোয়া —
"আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও (ইহদিনাস-সিরাতাল মুস্তাকীম)" —
পরবর্তী সূরাগুলোতে আল্লাহ মানুষকে যে নির্দেশাবলী, কাহিনী, ও বিধান দিয়েছেন, তার মাধ্যমে এই দোয়ার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

আল-ফাতিহা কুরআনের একেবারে শুরুতে অবস্থিত এবং এর পরপরই সূরা আল-বাকারা এসেছে। আল-ফাতিহায় যে হিদায়াত চাওয়া হয়েছে, তার সরাসরি উত্তর আসে সূরা বাকারা'র সূচনাতে:

"এই গ্রন্থ, যাতে কোনো সন্দেহ নেই—আল্লাহভীরুদের জন্য এটি হিদায়াত।"
(সূরা বাকারা ২:২)

এই সংযোগ বোঝায়, পুরো কুরআনই আল-ফাতিহার দোয়ার একটি জবাব। মুমিন যে "সরল পথ" কামনা করছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও দিকনির্দেশনা আল-বাকারা ও পরবর্তী সূরাগুলোতে দেয়া হয়েছে।

সূরা ফাতিহার আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

সূরা আল-ফাতিহার আয়াতগুলো বিষয়বস্তু ও অর্থগতভাবে একে অপরের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংযুক্ত। সূরাটি আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলীর স্বীকৃতি দিয়ে শুরু হয়—যিনি রব ও পরম দয়ালু।

এরপর **প্রতিফল দিবসের স্মরণ** করিয়ে দেয়া হয়, যা মুমিনের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে।

এরপর আসে —
"শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুই তোমার সাহায্য চাই" —
এই বক্তব্য আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা ও নির্ভরতার ভিত্তি স্থাপন করে।

সবশেষে, **সঠিক পথে হিদায়াতের** প্রার্থনা জানানো হয়, যা একটি সফল ও ধার্মিক জীবন যাপন করতে হলে অপরিহার্য।

এই গঠনতন্ত্র সূরা ফাতিহাকে প্রতিদিন পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ইবাদতের নবায়ন, হিদায়াতের জন্য দোয়া এবং আখিরাতের গন্তব্য স্মরণের একটি নিখুঁত রূপ করে তোলে।

৩.২ সূরা আন-নাস

৩.২.১ সূরা আন-নাস পরিচিতি

নাম ও অর্থ

"আন-নাস" শব্দটির অর্থ হলো “মানুষ” — যা নির্দেশ করে যে এই সূরাটি সমগ্র মানবজাতির প্রতি সম্বোধিত। এই সূরাটিকে “মানবজাতির সূরা” বলেও অভিহিত করা হয়, কারণ প্রতিটি আয়াতে “মানুষ” শব্দটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে, যা এর সার্বজনীন গুরুত্বকে তুলে ধরে।

নাজিল হওয়ার স্থান ও সময়

সূরা আন-নাস একটি মক্কী সূরা; অর্থাৎ, এটি ইসলামের প্রাথমিক সময়ে, যখন নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় ছিলেন, তখন নাজিল হয়। মক্কী সূরাগুলো সাধারণত খাঁটি তাওহিদের (আল্লাহর একত্ব) প্রতি আহ্বান এবং শত্রুতা ও নির্যাতনের সময়ে আল্লাহর আশ্রয়ের ওপর নির্ভরশীলতার বার্তা বহন করে।

নাজিলের কারণ (আসবাবুন নুযূল)

বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী, সূরা আন-নাস সূরা আল-ফালাক-এর সাথে “মুআউউযাতাইন” (দুই আশ্রয় প্রার্থনার সূরা) হিসেবে নাজিল হয়। এগুলো নবী করিম (সা.) এবং তাঁর উম্মতকে শয়তান ও শত্রুপক্ষের অদৃশ্য ক্ষতির প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য অবতীর্ণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায়ই এই সূরাটি শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং সূক্ষ্ম মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষার দোয়া হিসেবে পাঠ করতেন।

মূল প্রতিপাদ্য ও প্রধান বিষয়বস্তু

সূরা আন-নাসের মূল প্রতিপাদ্য হলো — আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, বিশেষ করে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অন্তরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য। এই সূরায় আল্লাহকে মানবজাতির **প্রভু (রব), রাজা (মালিক), এবং উপাস্য (ইলাহ)** হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর ওপর নির্ভর করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এটি সেই অভ্যন্তরীণ মন্দ প্রভাবগুলোর কথা বলে — যা প্রলোভন, কুবুদ্ধি এবং মনোজাগতিক চাপের মাধ্যমে মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে।

৩.২.২ সূরা আন-নাসের আয়াতসমূহ

আয়াত ১:

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ"
(কুল আউযু বিরাব্বিন-নাস)
"বলুন: আমি মানুষের রব্ব-এর আশ্রয় গ্রহণ করি।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **কুল (قُلْ):** "বলুন" — আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী (সা.)-কে সরাসরি আদেশ, এবং মুসলমানদের জন্য তা অনুসরণ করার আহ্বান।
- **আউযু (أَعُوذُ):** "আমি আশ্রয় গ্রহণ করি" — যা আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও তাঁর নিরাপত্তার স্বীকৃতি বোঝায়।
- **রব্ব (رَبِّ):** "প্রভু" বা "পালনকর্তা" — যিনি সৃষ্টিকে লালন-পালন করেন ও রক্ষা করেন।
- **আন-নাস (النَّاسِ):** "মানবজাতি" — সমগ্র মানব সম্প্রদায়কে বোঝায়।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, যিনি সমগ্র মানবজাতির রব্ব — এটি তাঁর পূর্ণ শক্তি ও রক্ষাকারী ক্ষমতার স্বীকৃতি।
- **আল-কুরতুবী:** এই আয়াত বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত হুমকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **ইবন 'আশুর:** আল্লাহ দুনিয়ার পাশাপাশি আত্মিক বিপদ থেকেও আমাদের রক্ষা করতে সক্ষম — এই বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন।
- **আর-রাযী:** এই আয়াত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে যেন তারা অনিশ্চয়তার সময়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে।
- **আল-আলুসী:** "রব্ব" শব্দটি আল্লাহর সর্বদা উপস্থিতি ও সুরক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করে।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** এই আয়াতে আল্লাহকে মানবজাতির চূড়ান্ত রক্ষক ও প্রভু হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এটি বিশ্বাস ও আনুগত্যের ভিত্তি।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত মুমিনকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সুরক্ষা ও প্রশান্তির জন্য সবসময় আল্লাহর আশ্রয় নেওয়া উচিত।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত বিশ্বাসীদের শিক্ষা দেয় যে, প্রতিদিনের জীবনে ভয় বা দুশ্চিন্তার মুহূর্তে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে এবং তাঁর উপর ভরসা রাখতে হবে।

আয়াত ২:

"مَلِكِ النَّاسِ"
(মালিকিন-নাস)
“মানবজাতির রাজা।”

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **মালিক (مَلِكِ):** “রাজা” বা “সার্বভৌম শাসক” — যিনি সকল কর্তৃত্ব ও শক্তির অধিকারী।
- **আন-নাস (النَّاسِ):** “মানবজাতি” — সকল মানুষকে বোঝায়।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** আল্লাহর রাজত্ব মানবজাতির উপর সর্বাত্মক এবং তিনি একমাত্র পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দান করতে পারেন।
- **আল-কুরতুবী:** এই উপাধি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং অন্য সব শক্তির ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে নির্দেশ করে।
- **ইবন ‘আশুর:** আল্লাহর রাজত্ব পার্থিব সমস্ত রাজা ও ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।
- **আর-রাযী:** “মালিক” শব্দটি বোঝায়, আল্লাহই একমাত্র আনুগত্যের যোগ্য।
- **আল-আলুসী:** আল্লাহর রাজত্ব নিরন্তর, নির্ভরযোগ্য এবং কোনো সময় বা স্থানের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়।

• আকদিাগত ও আধ্যাত্মকি প্রতফিলন:

- **আকদিা:** এই আয়াত আল্লাহর সর্বশক্তমিান ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজত্বরে স্বীকৃতি দয়ে — কউেই তাঁর উর্ধ্বে নয়।
- **আধ্যাত্মকিতা:** এই চতেনা মুমনিকে বনিয়ী করে তোলে এবং মনে করয়িে দয়ে, দুনয়িার কোনো শক্তইি চূড়ান্ত নয়, কবেল আল্লাহরই শাসন চরিন্তন।

• দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত মুমনিকে শখোয় — মানুষরে বা দুনয়িার কোনো ক্ষমতার ওপর নর্িভর না করে কবেলমাত্র আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে হবে।

আয়াত ৩:

"إِلَٰهِ النَّاسِ"
(ইলাহনি-নাস)
“মানবজাতরি উপাস্য।”

• শব্দ বশি্লষেণ:

- **ইলাহ (إِلَٰهِ):** “উপাস্য” বা “আরাধ্য” — একমাত্র সইে সত্তা, যনিি ইবাদত ও পূর্ণ আনুগত্যরে যোগ্য।
- **আন-নাস (النَّاسِ):** “মানুষ” — সকল মানবজাতরি প্রতি ইঙ্গতি।

• স্কলারদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** “ইলাহ” হসিবেে আল্লাহ হলনে একমাত্র সঠকি ইবাদতরে কন্দ্রেবন্দিু।
- **আল-কুরতুবী:** এই উপাধি আল্লাহর উপাসনার একচ্ছত্র অধকিারকে নর্িদশে করে।
- **ইবন ‘আশুর:** এই আয়াত আল্লাহ ও মানবজাতরি মধ্যে উপাসনাকন্দ্রেকি সম্পর্ক তুলে ধরে।
- **আর-রাযী:** আল্লাহই একমাত্র সইে সত্তা, যাঁর প্রতি আমরা পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারি।
- **আল-আলুসী:** এই আয়াতরে মাধ্যমে মানুষকে বোঝানো হয়ছে, তাদরে জীবন ও ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নবিদেতি হওয়া উচতি।

• আকদিাগত ও আধ্যাত্মকি প্রতফিলন:

- **আকদিা:** এই আয়াত তাওহদিরে স্পষ্ট ঘোষণা — আল্লাহই একমাত্র সঠকি উপাস্য এবং তাঁরই ইবাদত করা উচতি।
- **আধ্যাত্মকিতা:** এটি আল্লাহর সাথে একান্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহতি করে এবং অন্যান্য সব কছিুকে গৌণ করে তোলে।

• দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

বশ্বিাসীদরে উচতি তাদরে জীবন আল্লাহর ইবাদতে উৎসর্গ করা — প্রতটিি কাজ, সদ্ধিান্ত ও লক্ষ্য যনে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টরি উদ্দশ্যে হয়।

আয়াত ৪:

"مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ"
(মনি শাররলি-ওয়াসওয়াসলি-খান্নাস)
"ওয়াসওয়াসার (কুমন্ত্রণা দানকারী) সইে অশুভ সত্তার অনষ্টি থকে, যে আত্মগোপন করে।"

• শব্দ বশ্লিষেণ:

- **শার (شَرِّ):** "অশুভ" — যকোনো ক্ষতকির বষিয়।
- **ওয়াসওয়াস (وَسْوَاسِ):** "কুমন্ত্রণা দানকারী" — যে মানুষরে অন্তরে কুমন্ত্রণা ও প্রলোভন সঞ্চার করে।
- **খান্নাস (الْخَنَّاسِ):** "আত্মগোপনকারী" — যে তখনই সরে যায়, যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়।

• স্কলারদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** তনিি বলনে, এই ওয়াসওয়াসার অর্থ হলো শয়তান, যে মানুষরে অন্তরে কুমন্ত্রণা ফুঁকে দয়ে কন্তিু যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তখন পছিু হটে।
- **আল-কুরতুবী:** "খান্নাস" শব্দটি শয়তানরে স্বভাবকে বোঝায় — দুর্বল মুহূর্তে ফরিে আসে, কন্তিু আল্লাহর স্মরণে গায়বে হয়ে যায়।
- **ইবন 'আশুর:** কুমন্ত্রণার সূক্ষ্মতা ও ধীরে ধীরে ক্ষতকির প্রভাব বস্তিার করার প্রবণতা এই আয়াতে প্রতফিলতি।
- **আর-রাযী:** তনিি ব্যাখ্যা করনে যে শয়তানরে প্রভাব অদৃশ্য এবং তাই এটি মোকাবলো করা কঠনি।

- **আল-আলুসী:** তিনি বলেন, শয়তানের প্রভাব একমাত্র আল্লাহর স্মরণ ও আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিহত করা যায়।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** এই আয়াত শিক্ষা দেয় যে, এমনকি অদৃশ্য শত্রুদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকেও আল্লাহই একমাত্র রক্ষাকারী।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মনে করিয়ে দেয়, পাপের দিকে ধাবিত করার সূক্ষ্ম প্রলোভন থেকে বাঁচতে সব সময় আল্লাহর আশ্রয় নিতে হবে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত মুমিনকে সতর্ক করে — যেন তারা নিয়মিতভাবে আল্লাহর স্মরণে থাকে এবং আত্মিক সুরক্ষার জন্য দোয়া পড়ে।

আয়াত ৫:

"الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ"
(আল্লাযী ইউওয়াসউইসু ফী সুদূরিন-নাস)
“যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।”

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ইউওয়াসউইসু (يُوَسْوِسُ):** “কুমন্ত্রণা দেয়” — শয়তানের নীরবভাবে মনের ভেতর খারাপ চিন্তা প্রবেশ করানো।
- **সুদূর (صُدُورِ):** “অন্তর” — মানুষের ভেতরের অংশ, যেখানে অনুভব ও চিন্তা গঠিত হয়।
- **আন-নাস (النَّاسِ):** “মানুষ” — সকল মানবজাতি।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** শয়তান মানুষের অন্তরে সরাসরি কুমন্ত্রণা সঞ্চার করে।

- **আল-কুরতুবী:** এই আয়াত বোঝায়, শয়তান মানুষের অভ্যন্তরীণ দিককে লক্ষ্য করে পথভ্রষ্ট করে।
- **ইবন 'আশুর:** "অন্তর" শব্দের ব্যবহার শয়তানের প্রভাবের গভীরতা ও সূক্ষ্মতাকে তুলে ধরে।
- **আর-রাযী:** মানুষের জীবনে এই কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই একটি অবিরাম সংগ্রাম।
- **আল-আলুসী:** এই কুমন্ত্রণা প্রায়শই এত সূক্ষ্ম হয় যে তা সহজে বোঝা যায় না।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** মানুষের ভিতর থেকেই অনেক সময় পাপের সূচনা হয়, এবং শুধুমাত্র আল্লাহই এই প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারেন।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত হৃদয় পরিশুদ্ধ করার এবং চিন্তাধারায় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত আমাদেরকে আত্মবিশ্লেষণে উৎসাহিত করে — যেন আমরা আমাদের চিন্তা ও অনুভূতি পরিশুদ্ধ করি এবং আল্লাহর স্মরণ ও দোয়ার মাধ্যমে কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচি।

আয়াত ৬:

"مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ"
(মিনাল-জিন্নাতি ওয়ান-নাস)
"জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আল-জিন্নাহ (الْجِنَّةِ):** "জিন" — অদৃশ্য আত্মিক সত্তা যারা মানুষের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।
- **আন-নাস (النَّاسِ):** "মানুষ" — অর্থাৎ, মানুষ থেকেও কুমন্ত্রণা আসতে পারে।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** কুমন্ত্রণা শুধু শয়তান বা জিনের কাছ থেকেই নয়, বরং মানুষ থেকেও আসতে পারে।
- **আল-কুরতুবী:** এই আয়াত শিক্ষা দেয়, অনিষ্টের উৎস একাধিক হতে পারে; বিশ্বাসীদের উচিৎ সব ধরনের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।
- **ইবন 'আশুর:** দৃশ্যমান ও অদৃশ্য — উভয় ধরনের প্রভাব সম্পর্কে সতর্কতা প্রদান।
- **আর-রাযী:** মানুষকে বলা হয়েছে, যেন তারা সব ধরনের (মানুষ ও জিন) কুমন্ত্রণা সম্পর্কে সতর্ক থাকে।
- **আল-আলুসী:** সব ধরনের মন্দ ও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** আল্লাহ সব ধরনের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা দান করেন — তা হোক জিনের, বা মানুষের মাধ্যমে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** সব সময় আল্লাহর সাহায্য কামনা করা উচিত, যেন আমরা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বিভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকি।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয় — শুধু অদৃশ্য নয়, বরং দৃষ্টিগোচর প্রভাব থেকেও রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া জরুরি।

৩.২.৩ সারসংক্ষেপ ও সংযোগ

সূরা আন-নাসের সারসংক্ষেপ

সূরা আন-নাস একটি দোয়া — যা মানবজাতিকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অশুভ প্রভাব থেকে সুরক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা দেয়। এই সূরায় আল্লাহকে মানুষের **প্রভু (রব), রাজা (মালিক)** ও **উপাস্য (ইলাহ)** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে — বোঝানো হয়েছে, কেবল তিনিই শয়তানের কুমন্ত্রণা, ক্ষতিকর চিন্তা এবং জিন ও মানুষের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।

এই সূরা বিশ্বাসীদের শেখায়, অন্তরের গোপন ও সূক্ষ্ম মন্দ প্রভাব থেকেও রক্ষার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। এটি হৃদয়ে প্রবেশকারী ক্ষতিনা ও কুমন্ত্রণা প্রতিরোধের জন্য একটি আত্মিক ঢাল হিসেবে কাজ করে।

অন্যান্য সূরার সাথে সম্পর্কের প্রতিফলন

সূরা আন-নাস ও সূরা আল-ফালাক মিলে গঠিত হয়েছে **"মু'আউউইযাতাইন"** — আশ্রয় প্রার্থনার দুই সূরা।

- **সূরা আল-ফালাক** মূলত বাহ্যিক বিপদ থেকে সুরক্ষার জন্য দোয়া — যেমন সৃষ্টিজগতের ক্ষতি, জাদু, হিংসা ইত্যাদি।
- **সূরা আন-নাস** এর বিপরীতে অভ্যন্তরীণ বিপদ — যেমন, শয়তানের কুমন্ত্রণা, চিন্তার দুর্বলতা ও অন্তরের ফিতনা — এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার দোয়া।

উভয় সূরার মিলিত বার্তা হলো — আল্লাহকেই একমাত্র রক্ষাকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর আশ্রয় কামনা করা।

সূরা আন-নাসের আয়াতসমূহের পারস্পরিক সংযোগ

সূরা আন-নাসের আয়াতগুলো একটির পর একটি ধারাবাহিকভাবে গড়ে উঠেছে — আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার গুরুত্বকে আরও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরার জন্য।

- শুরুতে আল্লাহকে মানুষের **রব্ব, মালিক ও ইলাহ** হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে — এই তিনটি গুণ আল্লাহর সর্বাত্মক রক্ষাকর্তা হওয়ার পরিচয় বহন করে।
- এরপর দোয়া করা হয়েছে সেই শয়তান ও কুমন্ত্রণাকারী প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, যা মানুষের অন্তরে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে।

এই কাঠামো সূচিত করে — আল্লাহই একমাত্র নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের উৎস, যিনি মুমিনদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিটি শত্রুর বিপরীতে রক্ষা করেন।

৩.৩ সূরা আল-ফালাক

৩.৩.১ সূরা আল-ফালাক পরিচিতি

নাম ও অর্থ

"আল-ফালাক" শব্দের অর্থ হলো "ভোরের আলো" বা "প্রভাতকালীন আলো উদিত হওয়া।" "ফালাক" এমন একটি শব্দ যা অন্ধকার ভেদ করে উদিত আলোকে বোঝায়—এটি আশার, মুক্তির এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সূরাটি **"ভোরের সূরা"** নামেও পরিচিত, কারণ এটি একটি দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়, যেখানে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

নাজিল হওয়ার স্থান ও সময়

সূরা আল-ফালাক একটি **মক্কী সূরা** — অর্থাৎ, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন এটি অবতীর্ণ হয়েছিল। মক্কী সূরাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো — ঈমান মজবুত করা এবং চ্যালেঞ্জিং সময়ে আল্লাহর রক্ষাকারী সত্তার প্রতি ভরসা সৃষ্টি করা।

নাজিলের কারণ (আসবাবুন নুযূল)

বর্ণিত হয়েছে যে, **সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস** একসঙ্গে নাজিল হয়েছিল — যা **"মুআউউযাতাইন"** (দুটি আশ্রয় প্রার্থনার সূরা) নামে পরিচিত। হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে, এই সূরাটি তখন অবতীর্ণ হয়েছিল যখন নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে হিংস্রতা ও ক্ষতিকর শক্তি সক্রিয় ছিল। তখন আল্লাহ তাঁকে সব ধরণের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেন।

মূল প্রতিপাদ্য ও প্রধান বিষয়বস্তু

সূরা আল-ফালাকের মূল প্রতিপাদ্য হলো — আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ ও সুরক্ষার প্রার্থনা। মুমিনদের বলা হয়েছে, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অনিষ্ট — যেমন অন্ধকারের ভয়, হিংসা, জাদু এবং সৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব — এসব থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

এই সূরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর একচ্ছত্র রক্ষাকর্তা হওয়ার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করে — বিশেষত সেই অনিষ্ট থেকে যা সুক্ষ্ম, অদৃশ্য, বা হঠাৎ করে মানুষকে আঘাত করতে পারে।

৩.৩.২ সূরা আল-ফালাকের আয়াতসমূহ

আয়াত ১:

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ"
(কুল আউযু বিরাব্বিল-ফালাক)
"বলুন: আমি ফালাক (ভোরের আলো) প্রভুর নিকট আশ্রয় চাই।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **কুল (قُلْ):** "বলুন" — আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী (সা.)-কে একটি আদেশ এবং সকল মুমিনের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশ।
- **আউযু (أَعُوذُ):** "আমি আশ্রয় চাই" — আল্লাহর ওপর ভরসা ও সুরক্ষার অনুরোধ।
- **রব্ব (رَبِّ):** "প্রভু" — সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকারী ও পালনকর্তা।
- **আল-ফালাক (الْفَلَقِ):** "ভোরের আলো" — যা অন্ধকার ভেদ করে আসে; আশার, মুক্তির ও নতুন শুরুর প্রতীক।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** "ফালাক" আল্লাহর সৃষ্টির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার সামর্থ্যকে বোঝায়।
- **আল-কুরতুবী:** ভোরের আলো হচ্ছে আল্লাহর দয়া ও হিদায়াতের সূচনা — আল্লাহ আলো ও অন্ধকার উভয়ের প্রভু।
- **ইবন 'আশুর:** "ভোরের আলো" নিরাপত্তা ও আশার প্রতীক; দুশ্চিন্তার সময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।
- **আর-রাযী:** ফালাক আল্লাহর সৃজনশীল শক্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করার ক্ষমতার প্রতিচ্ছবি।
- **আল-আলুসী:** ভোর নতুন আশার দিগন্ত উন্মোচন করে; এতে আল্লাহর সুরক্ষা প্রার্থনার গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকদিা:** আল্লাহ আলো ও অন্ধকাররে স্রষ্টা এবং তনিইি সকল অনষ্টি থকেে রক্ষা করতে সক্ষম।
- **আধ্যাত্মকিতা:** ভোর নতুন দনিরে প্রতীক; আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া শান্তি ও ভরসার উৎস।

• দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত মুমনিদরে শখোয় — প্রতটিি দনি যনে আল্লাহর উপর নর্িভরতার সাথে শুরু হয়। এটি ভয় ও দুশ্চন্তিার সময়ে আল্লাহর স্মরণে আত্মকি শান্তি এনে দয়ে।

আয়াত ২:

"مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"
(মনি শাররি মা খালাক)
"তনিি যা সৃষ্টি করছেনে, তার অনষ্টি থকেে।"

• শব্দ বশি্লষেণ:

- **মনি শাররি (مِنْ شَرِّ):** "অশুভ থকেে" — সকল সম্ভাব্য ক্ষতরি বরিুদ্ধে আশ্রয় প্রার্থনা।
- **মা খালাক (مَا خَلَقَ):** "যা তনিি সৃষ্টি করছেনে" — মানুষ, প্রাণী ও অন্যান্য সৃষ্টকিুলসহ সবকছিু অন্তর্ভুক্ত।

• স্কলারদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব ধরনরে ক্ষতকিরি সৃষ্টরি বপিরীতে সাধারণ রক্ষার দোয়া।
- **আল-কুরতুবী:** সৃষ্টি নজিইে খারাপ নয়, বরং কছিু সৃষ্টরি মধ্য থকেে অনষ্টি হতে পার।ে
- **ইবন 'আশুর:** এই দোয়া যে কোনো ক্ষতকিরি প্রভাব — এমনকি প্রকৃতরি দকি থকেওে — রক্ষা পাওয়ার আকুতি।
- **আর-রাযী:** অনষ্টি দুনয়িার পরীক্ষার অংশ; রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর সহায়তা আবশ্যক।
- **আল-আলুসী:** আল্লাহর রক্ষা সবধরনরে ক্ষতি থকেে সুরক্ষা দতিে পার — যা ক্ষণস্থায়ী ও অস্থায়ী।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** আল্লাহই সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক এবং অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার একমাত্র উৎস।
- **আধ্যাত্মিকতা:** বিশ্বাসী বুঝতে পারে, আল্লাহর সাহায্যই চূড়ান্ত আশ্রয় — সৃষ্টিজগতের বিপদের মধ্যেও।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত মানুষকে শেখায় — দুর্যোগ, রোগ, হিংসা বা অদৃশ্য ক্ষতির মুহূর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করতে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে।

আয়াত ৩:

"وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ"
(ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব)
"রাতের অন্ধকার যখন নেমে আসে, তার অনিষ্ট থেকে।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **মিন শাররি (مِنْ شَرِّ):** "অশুভ থেকে" — নির্দিষ্ট ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষার দোয়া।
- **গাসিক (غَاسِقٍ):** "অন্ধকার" বা "রাত্রি" — যা নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়ের প্রতীক।
- **ইযা ওয়াকাব (إِذَا وَقَبَ):** "যখন নেমে আসে" — যখন রাত পূর্ণভাবে ছেয়ে যায় বা গভীর হয়।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষতি — শয়তানি প্রভাব, অপরাধ, পশুর আক্রমণ ইত্যাদি।
- **আল-কুরতুবী:** রাতের অন্ধকারে অনেকে অনিষ্টমূলক কাজ করে — তাই এই সময়ে আল্লাহর সুরক্ষার দোয়া জরুরি।
- **ইবন 'আশুর:** রাতের সময় মানুষের দুর্বলতা ও ভয় বেশি হয় — এই দোয়া সেই নিরাপত্তাহীনতার সময়ে রক্ষা পাওয়ার জন্য।
- **আর-রাযী:** অদৃশ্য শক্তির কার্যকলাপ রাতের বেলায় বৃদ্ধি পায়; এই আয়াতে তার প্রতিকার চাওয়া হয়েছে।

- **আল-আলুসী:** সূক্ষ্ম ও লুকানো বিপদের প্রতি সজাগ থেকে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতার গুরুত্ব।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** আল্লাহর রক্ষা এমন জায়গায় প্রযোজ্য যেখানে মানুষ নিজে সচরাচর অসহায় — যেমন গভীর রাতের ভয়।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত আশ্বাস দেয় যে, অন্ধকারের মধ্যেও আল্লাহর রক্ষা সবসময় বিদ্যমান।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত মুমিনদের শেখায় — অজানা, অদৃশ্য ও রাতের অনিষ্টকে ভয় না পেয়ে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখা উচিত।

৩.৩.৩ সারসংক্ষেপ ও সংযোগ

সূরা আল-ফালাকের সারসংক্ষেপ

সূরা আল-ফালাক একটি দোয়া — যা বিভিন্ন ধরনের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার আহ্বান জানায়। এর মধ্যে রয়েছে:

- সৃষ্টির ক্ষতি,
- রাতের অন্ধকারের হুমকি,
- জাদু-টোনা,
- এবং হিংসুকের হিংসা।

এই সূরাটি শিক্ষা দেয় যে, এসব অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। মুমিন যদি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে শারীরিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকেই নিরাপদ থাকতে পারে।

অন্যান্য সূরার সঙ্গে সম্পর্কের প্রতিফলন

সূরা আল-ফালাক সূরা আন-নাস-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে গঠন করছে **“মু‘আউউয়িযাতাইন”** — অর্থাৎ, দুইটি আশ্রয় প্রার্থনার সূরা।

- **সূরা আল-ফালাক** আমাদের বাহ্যিক হুমকি — যেমন রাতের ভয়, জাদু এবং হিংসা — থেকে রক্ষা চাওয়ার শিক্ষা দেয়।
- **সূরা আন-নাস** আলোকপাত করে অভ্যন্তরীণ ফিতনা ও শয়তানের কুমন্ত্রণার ওপর।

এই দুটি সূরা একসাথে একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মরক্ষার বার্তা দেয় — বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার দিক নির্দেশনা দেয়। এটি আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

সূরা আল-ফালাকের আয়াতসমূহের পারস্পরিক সংযোগ

এই সূরার আয়াতগুলো একটির পর একটি ধারাবাহিকভাবে গড়ে উঠেছে:

1. শুরুতে সব ধরণের অনিষ্ট থেকে সামগ্রিক আশ্রয় চাওয়া হয়েছে,
2. তারপর উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষ কিছু হুমকি — যেমন রাতের অন্ধকার, জাদু, এবং হিংসা।

এই গঠনতন্ত্র নির্দেশ করে, আল্লাহর রক্ষা আমাদের জীবনের সব দিককে ঘিরে রয়েছে — দৃশ্যমান ও অদৃশ্য, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিটি বিপদের বিরুদ্ধে। মুমিন আল্লাহর উপর ভরসা করে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে।

৩.৪.২ সূরা আল-ইখলাসের আয়াতসমূহ

আয়াত ১:

"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"
(কুল হুয়াল্লাহু আহাদ)
“বলুন: তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।”

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **কুল (قُلْ):** “বলুন” — আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী (সা.)-কে নির্দেশ, যা মুমিনদের প্রতি আহ্বানও বহন করে।
- **হুয়া (هُوَ):** “তিনি” — আল্লাহর অস্তিত্ব ও উপস্থিতিকে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে।
- **আল্লাহ (اللَّهُ):** একমাত্র সত্য উপাস্য ও সৃষ্টিকর্তার নাম।

- **আহাদ (أَحَدٌ):** “অদ্বিতীয়” — সংখ্যাগত এক নয়, বরং এমন এককত্ব যা তুলনাহীন ও অনন্য।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** “আহাদ” শব্দটি আল্লাহর অনন্যত্ব ও তুলনাহীনতার বহিঃপ্রকাশ; তিনি একমাত্র এবং তাঁর মতো কেউ নেই।
- **আল-কুরতুবী:** আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে কেউ শরিক নয়; তিনি এককভাবে অনন্য।
- **ইবন ‘আশুর:** “আহাদ” বোঝায়, আল্লাহ কেবল একমাত্র নন, বরং কল্পনার ঊর্ধ্বে থাকা সত্তা।
- **আর-রাযী:** তিনি ব্যাখ্যা করেন, আল্লাহর এই অনন্য গুণ মানুষকে কোনো রূপ বা ধারণা থেকে মুক্ত করে।
- **আল-আলুসী:** “আহাদ” শব্দটি আল্লাহর একত্ব, পবিত্রতা ও অংশীদারিত্ব থেকে মুক্তির এক সুস্পষ্ট ঘোষণা।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** এই আয়াত ইসলামী তাওহিদের মূল ভিত্তি স্থাপন করে; এতে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত।
- **আধ্যাত্মিকতা:** একজন মুমিন যখন বুঝে নেয় যে একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট, তখন সে অন্যের ওপর নির্ভরতা ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্বে আত্মনিয়োগ করে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত মানুষকে শেখায় — একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে এবং দুনিয়ার কোনো শক্তির উপর নির্ভর না করতে। এটি একনিষ্ঠ ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা গড়ে তোলে।

আয়াত ২:

"اللَّهُ الصَّمَدُ"
(আল্লাহুস্-সামাদ)
“আল্লাহ — তিনি সর্বনির্ভরযোগ্য।”

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আল্লাহ (ٱللَّهُ):** একমাত্র সত্য উপাস্য ও প্রভু।
- **আস-সামাদ (ٱلصَّمَدُ):** "সর্বনির্ভরযোগ্য," "স্বয়ংসম্পূর্ণ," যার কাছে সবাই প্রয়োজনের সময় ফিরে যায়।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** আল্লাহ চিরস্থায়ী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাঁর কোনো চাহিদা নেই, বরং সমস্ত সৃষ্টি তাঁর ওপর নির্ভরশীল।
- **আল-কুরতুবী:** "আস-সামাদ" অর্থ—তিনি এমন এক সত্তা যিনি পরিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত এবং কারো উপর নির্ভরশীল নন।
- **ইবন 'আশুর:** আল্লাহ সকল প্রয়োজনে একমাত্র উৎস; তাঁর কাছেই মানুষ আশ্রয় চায়।
- **আর-রাযী:** আল্লাহ পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চাহিদা মুক্ত।
- **আল-আলুসী:** আল্লাহর সামাদীয় গুণ তাঁর চূড়ান্ত পূর্ণতা, নির্ভরতাহীনতা এবং সৃষ্টি কর্তৃক নির্ভরযোগ্যতা প্রতিফলিত করে।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** এই আয়াত আল্লাহর নির্ভরতাহীন ও পূর্ণ সত্তাকে তুলে ধরে; সবকিছু তাঁর ওপর নির্ভর করে, কিন্তু তিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিন বুঝতে পারে—আল্লাহ সবসময় শোনেন, এবং সব চাহিদার উত্তম জবাবদাতা।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত মুমিনদের শেখায় — মানুষ, ধনসম্পদ বা অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভর না করে কেবল আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা ও ভরসা রাখতে।

আয়াত ৩:

"لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ"
(লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ)
"তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **লাম ইয়ালিদ (لَمْ يَلِدْ):** “তিনি জন্ম দেননি” — আল্লাহর কোনো সন্তান নেই।
- **ওয়া লাম ইউলাদ (وَلَمْ يُولَدْ):** “তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি” — আল্লাহর কোনো সূচনা নেই; তিনি সৃষ্ট নন।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** আল্লাহর কোনো সন্তান, উত্তরসূরি বা পারিবারিক সম্পর্ক নেই। তিনি সৃষ্টির গণ্ডির বাইরে।
- **আল-কুরতুবী:** এই আয়াত আল্লাহকে মানবিক বৈশিষ্ট্য, বংশ বা জন্ম থেকে মুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করে।
- **ইবন ‘আশুর:** আল্লাহ কোনো দেহ বা পারিবারিক সত্তার অংশ নন — তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন।
- **আর-রাযী:** আল্লাহর কোনো তুলনা নেই; তিনি জন্ম ও মৃত্যু থেকে মুক্ত।
- **আল-আলুসী:** আল্লাহ কোনো সৃষ্ট বা পারিবারিক সত্তা নন; তিনি শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** আল্লাহ সব ধরনের মানবিক বা পার্থিব বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত। তিনি চিরন্তন, শাশ্বত এবং স্রষ্টা।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত আল্লাহর পবিত্রতা ও অনন্যত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করে, যা ঈমানকে বিশুদ্ধ করে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত বিশ্বাসীদের হুঁশিয়ার করে — যেন তারা আল্লাহকে মানবিক ধারণায় কল্পনা না করে। বরং তাঁকে সর্বোচ্চ পবিত্র ও অনন্য হিসেবে চেনা উচিত।

আয়াত ৪:

"وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ"
(ওয়ালাম ইয়াকুন লাহু কুফুওয়াঁ আহাদ)
“এবং তাঁর কোনো সমতুল্য কেউ নেই।”

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **লাম ইয়াকুন (لَمْ يَكُنْ):** "কেউ নেই" — নিশ্চিতভাবে অস্বীকার, যে আল্লাহর কোনো সমান বা তুল্য নেই।
- **লাহু (لَهُ):** "তাঁর জন্য" — এখানে নির্দেশ আল্লাহর প্রতি।
- **কুফুওয়াঁ (كُفُوًا):** "সমতুল্য," "সদৃশ" বা "সমপর্যায়ে কেউ"।
- **আহাদ (أَحَدٌ):** "কেউ" — যেকোনো ব্যক্তি বা সত্তাকে বোঝায়, এখানে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম বোঝাতে ব্যবহৃত।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** আল্লাহর সত্তা, গুণ, ও কার্যকলাপে কোনো তুলনা নেই — তিনি সর্বাংশে অনন্য।
- **আল-কুরতুবী:** আল্লাহর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী, সহযোগী বা গুণসম্মত সমতা নেই।
- **ইবন 'আশুর:** আল্লাহর অনন্যত্ব এতটাই চূড়ান্ত যে কোনো তুলনা বা সাদৃশ্যের স্থানই নেই।
- **আর-রাযী:** আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক থেকে মুক্ত।
- **আল-আলুসী:** এই আয়াত আল্লাহর একত্ব ও পবিত্রতা সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করে।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** আল্লাহ তুলনাহীন; তাঁর কোনো সমান নেই। তিনি সৃষ্টিজগতের ঊর্ধ্বে, সম্পূর্ণ অনন্য ও স্বতন্ত্র।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই উপলব্ধি একজন মুমিনকে আল্লাহর প্রতি খাঁটি, একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ ইবাদতের দিকে পরিচালিত করে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত বিশ্বাসীদের তাওহিদের ওপর অটল রাখে এবং তাদের বিশ্বাসকে শিরক ও ভুল ধারনা থেকে রক্ষা করে। এটি শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা ও ভরসার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩.৪.৩ সূরা আল-ইখলাসের সারসংক্ষেপ ও সংযোগ

সূরা আল-ইখলাসের সারসংক্ষেপ

সূরা আল-ইখলাস ইসলামী তাওহিদের একটি শক্তিশালী ঘোষণা। এই সূরাটি আল্লাহর একত্ব, অনন্যতা ও চিরন্তন সত্তার ঘোষণা দেয়। এতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কোনো অংশীদার, সন্তান বা সমতুল্য কেউ নেই।
এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর সূরা সকল প্রকার শিরক ও আল্লাহর সঙ্গে অন্য কিছুকে যুক্ত করার প্রবণতাকে অস্বীকার করে এবং বিশুদ্ধ ঈমানের ভিত্তি স্থাপন করে।

অন্যান্য সূরার সঙ্গে সম্পর্কের প্রতিফলন

সূরা আল-ইখলাস অন্যান্য তাওহিদ-ভিত্তিক সূরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এটি তাওহিদের সারসংক্ষেপ হিসেবে কাজ করে এবং প্রায়ই **সূরা আল-ফালাক** ও **সূরা আন-নাস**-এর সঙ্গে একত্রে পাঠ করা হয়:

- **সূরা ফালাক** ও **সূরা আন-নাস** মুমিনদের শারীরিক ও আত্মিক অনিষ্ট থেকে রক্ষার দোয়া।
- **সূরা আল-ইখলাস** আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠতার দৃঢ় ঘোষণা।

এই তিনটি সূরা একত্রে পাঠ করলে একটি পূর্ণাঙ্গ রক্ষাকবচ ও তাওহিদের পুনঃনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

সূরা আল-ইখলাসের আয়াতসমূহের পারস্পরিক সংযোগ

এই সূরার চারটি আয়াত একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো অনুসরণ করে:

1. প্রথম আয়াত আল্লাহর একত্বের ঘোষণা,
2. দ্বিতীয় আয়াত আল্লাহর স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিবরণ,
3. তৃতীয় আয়াত তাঁর জন্ম ও জন্মদানের অস্বীকৃতি,
4. চতুর্থ আয়াত তাঁর তুলনাহীনতা এবং অনন্যত্বের চূড়ান্ত ঘোষণা।

এই কাঠামো ইসলামী বিশ্বাসের সারকথা তুলে ধরে — **বিশুদ্ধ তাওহিদ**, যা মুমিনের ঈমানের মূল ভিত্তি।

৩.৫ সূরা আল-মাসাদ

৩.৫.১ সূরা আল-মাসাদের পরিচিতি

নাম ও অর্থ

“আল-মাসাদ” শব্দের অর্থ হলো **"খর্জুর পাতার রশি"** বা **"বাঁকা পাকানো দড়ি"**। এই সূরাটি **“সূরা আল-লাহাব”** নামেও পরিচিত — যা রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা **আবু লাহাবের** নামে নামকরণ করা হয়েছে, যিনি ইসলামের অন্যতম কট্টর বিরোধী ছিলেন।

“মাসাদ” শব্দটি এই সূরার শেষে আয়াতে উল্লেখিত সেই খর্জুর পাতার দড়ির দিকে ইঙ্গিত করে, যা আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় পড়ানো হবে — এটি তাদের শাস্তির প্রতীক।

নাজিল হওয়ার স্থান ও সময়

সূরা আল-মাসাদ একটি **মক্কী সূরা** — যা ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন নবী করিম (সা.) তাঁর নবুয়তের বার্তা প্রচার শুরু করেন। তখন মুসলিম সম্প্রদায় ছিল অল্পসংখ্যক, দুর্বল ও চাপের মুখে; পারিবারিক সদস্য এবং গোত্রপতি শ্রেণির মানুষরা যেমন **আবু লাহাব**-ও ছিল তীব্র বিরোধিতাকারী।

নাজিলের কারণ (আসবাবুন নুযূল)

এই সূরাটি নাজিল হয়েছিল **আবু লাহাবের প্রকাশ্য শত্রুতা** এবং **অশালীন আচরণের** প্রতিক্রিয়ায়।

যখন নবী মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর একত্ব ও বিচার দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে সবাইকে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান করেন, তখন **আবু লাহাব বিদ্রূপ ও গালিগালাজ** করে।
সূরা আল-মাসাদ নাজিল হয় এই প্রেক্ষাপটে — যাতে আল্লাহ তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত শাস্তি ঘোষণা করেন, কারণ তারা সক্রিয়ভাবে নবী (সা.)-এর বার্তা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল।

মূল প্রতিপাদ্য ও প্রধান বিষয়বস্তু

- সূরা আল-মাসাদ আলোকপাত করে এই সত্যের ওপর যে, **সম্পদ ও দুনিয়ার শক্তি অনন্ত নয়**, এবং যদি তা **সত্য ও আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে**, তাহলে তা মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে।
- এই সূরার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, **রাসূল (সা.)-এর আত্মীয়তা কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে না** যদি সে আল্লাহর বার্তার বিরোধিতা করে।
- সূরাটি এই মূলনীতিকে জোর দিয়ে তুলে ধরে যে, **মানুষের পরিত্রাণ নির্ভর করে তার কাজ ও নিয়তের উপর**, না যে তার সামাজিক অবস্থান, সম্পদ, বা বংশগত পরিচয় কত উচ্চতর।

৩.৫.২ সূরা আল-মাসাদের আয়াতসমূহ

আয়াত ১:

"تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ"
(তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিঁ ওয়াতাব্ব)
"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **তাব্বাত (تَبَّتْ):** "ধ্বংস হোক" — সম্পূর্ণ পতন বা বিলুপ্তি বোঝায়।
- **ইয়াদা (يَدَا):** "দুই হাত" — তার কাজ, শক্তি বা প্রভাবের প্রতীক।
- **আবি লাহাব (أَبِي لَهَبٍ):** "আবু লাহাব" — নবী মুহাম্মদের (সা.) চাচা, যার নামের অর্থ "আগুনের জনক"; তাঁর আগ্রাসী ও শত্রুতাপূর্ণ চরিত্রের প্রতিফলন।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** "তার হাত ধ্বংস হোক" মানে, তার যাবতীয় প্রচেষ্টা ও ইসলামবিরোধী কাজ ব্যর্থ হবে।
- **আল-কুরতুবী:** এই আয়াত তাঁর কর্ম ও পরিণতির প্রতি অভিশাপ ও শাস্তির ঘোষণা।
- **ইবন 'আশুর:** এটি আবু লাহাবের কৃতকর্মের পাশাপাশি তার প্রতিপত্তির ব্যর্থতা তুলে ধরে।
- **আর-রাযী:** "হাত ধ্বংস হওয়া" মানে তার সকল পরিকল্পনা, সম্পদ ও শক্তি নিষ্ফল হবে।
- **আল-আলুসী:** এটি স্পষ্ট করে দেয় — আল্লাহর বিরুদ্ধে শত্রুতা চালিয়ে যাওয়া বৃথা এবং ধ্বংস অনিবার্য।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** আল্লাহর বার্তার বিরোধিতা, যত শক্তিশালীই হোক না কেন, ধ্বংস ডেকে আনে। সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের পরিণতি ভয়াবহ।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় — প্রকৃত সাফল্য আন্তরিকতা ও সৎ কর্মে নিহিত, শক্তি বা সম্পদে নয়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত সতর্ক করে দেয় যেন কেউ ক্ষমতা, সম্পদ বা প্রভাব ব্যবহার করে আল্লাহর সত্য বার্তার বিরোধিতা না করে। এটি সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকে কাজ করার অনুপ্রেরণা দেয়।

আয়াত ২:

"مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ"
(মা আগনাআ আনহু মালুহু ওয়া মা কাসাব)
“তার সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে, তা কিছুই তার কোনো কাজে আসেনি।”

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **মা আগনা (مَا أَغْنَىٰ):** “সাহায্য করেনি” — কোনো উপকারে আসেনি।
- **মালুহু (مَالُهُ):** “তার সম্পদ” — আবু লাহাবের বিপুল ধন-সম্পদ।
- **ওয়া মা কাসাব (وَمَا كَسَبَ):** “এবং যা সে উপার্জন করেছে” — তার প্রভাব, মর্যাদা ও কর্ম।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** তার ধন-সম্পদ, যা সে গর্ব করে বেড়াতো, তা শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেনি।
- **আল-কুরতুবী:** পার্থিব সম্পদ চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে না।
- **ইবন ‘আশুর:** এই আয়াত সতর্কবার্তা যে, দুনিয়ার প্রতিপত্তি ও অর্জন আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে না।
- **আর-রাযী:** সম্পদ যদি আল্লাহর পথে ব্যয় না হয়, তবে তা মূল্যহীন।
- **আল-আলুসী:** সম্পদ ও কৃতিত্ব যদি ঈমান ও সৎকর্মবিহীন হয়, তবে তা আত্মার মুক্তির জন্য কোনো মূল্য রাখে না।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** ইসলাম শিক্ষা দেয় — নাজাত নির্ভর করে ঈমান ও সৎকর্মের ওপর, ধন বা ক্ষমতার ওপর নয়।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত মুমিনদের আল্লাহর ওপর ভরসা এবং ভালো কাজে সম্পদ ব্যবহার করার উৎসাহ দেয়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত মুসলমানদের উৎসাহিত করে — সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যবহার করতে, আর কেবল দুনিয়ার সফলতা অর্জনে না ব্যয় করতে।

আয়াত ৩:

"سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ"
(সায়াসলা নারান যা-তা লাহাব)
"সে শিগগিরই প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **সায়াসলা (سَيَصْلَىٰ):** "প্রবেশ করবে" বা "পুড়বে" — নিশ্চিত ভবিষ্যৎ শাস্তির নির্দেশ।
- **নারান (نَارًا):** "আগুন" — জাহান্নামের আগুন বোঝানো হয়েছে।
- **যা-তা লাহাব (ذَاتَ لَهَبٍ):** "প্রজ্বলিত শিখা বিশিষ্ট" — প্রচণ্ড জ্বালা ও ভয়াবহ আগুন।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই আগুন আবু লাহাবের জন্য নির্ধারিত এক কঠোর ও স্থায়ী শাস্তি।
- **আল-কুরতুবী:** "লাহাব" শব্দ তার নামের সাথে মিল রেখেছে — প্রতীকী ও ব্যক্তিগত বার্তা বহন করে।
- **ইবন 'আশুর:** এটি অন্যদের জন্য সতর্কবার্তা, যারা আল্লাহর বার্তার বিরোধিতা করে।
- **আর-রাযী:** এই আগুন আবু লাহাবের পাপের পরিমাণ ও প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি।
- **আল-আলুসী:** আল্লাহর ইনসাফ কেমন পরিপূর্ণ — এই আয়াত তার একটি জীবন্ত উদাহরণ।

• আকদিাগত ও আধ্যাত্মকি প্রতফিলন:

- **আকদিা:** আল্লাহর বচিার অটল; যারা সত্য প্রত্যাখ্যান কর, তাদরে জন্য কঠনি প্রতফিল রয়ছে।
- **আধ্যাত্মকিতা:** আখরিাতরে শাস্তরি বাস্তবতা স্মরণ করয়িে দয়ে — ঈমান ও সততার পথ ছাড়া মুক্তি নইে।

• দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত মুমনিদরে সতর্ক করে — যনে তারা আল্লাহর বরিুদ্ধাচরণ না করে এবং সবসময় সত্যরে পথে থাকে।

আয়াত ৪:

"وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ"
(ওয়ামরআতুহু হাম্মালাতাল-হাতাব)
"আর তার স্ত্রী — সে আগুনরে ইন্ধন বহনকারী।"

• শব্দ বশি্লষেণ:

- **ওয়ামরআতুহু (وَامْرَأَتُهُ):** "তার স্ত্রী" — আবু লাহাবরে স্ত্রী; ইসলাম ও নবী (সা.)-এর বরিুদ্ধে তীব্র শত্রুতা পোষণ করত।
- **হাম্মালাতাল-হাতাব (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ):** "আগুনরে কাঠ বহনকারী" — এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ছে, যা তার অপপ্রচার, চক্রান্ত ও শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়।

• স্কলারদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** তার আগুন বহনরে প্রতীকী অর্থ — সে ইসলামরে বরিুদ্ধে শত্রুতা ছড়াতো ও নবী (সা.)-এর প্রতি বদ্বিষে জাগাতো।
- **আল-কুরতুবী:** এই বাক্যাংশটি তার অপবাদ ও ইসলামকে ক্ষতগ্রিস্ত করার প্রচষ্টোকে নর্দিশে কর।
- **ইবন 'আশুর:** এটি তার স্বামীর শত্রুতায় সহায়তার ইঙ্গতি বহন কর; সে নজিওে অপরাধে অংশীদার।
- **আর-রাযী:** "অগ্নকিাঠ বহনকারী" তার কুদৃষ্ট ও কুপরকিল্পনার প্রতীক।
- **আল-আলুসী:** এই কাঠ আগুনরে ইন্ধন — তার কু-কর্ম ও বদ্বিষেরে প্রতকিী ফল।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** এই আয়াত শিক্ষা দেয় — সামাজিক মর্যাদা বা আত্মীয়তা কাউকে জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা করতে পারে না।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি গীবত, অপবাদ ও দুশ্চিন্তামূলক কাজ থেকে বিরত থাকার সতর্কতা দেয়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় — কেবল অন্যায় কর্মকাণ্ড নয়, সেইসব কর্মকাণ্ডে সহায়তা করাও শাস্তিযোগ্য। সমাজে অপবাদ ছড়ানো, বিদ্বেষ সৃষ্টি করা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

আয়াত ৫:

"فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ"
(ফী জীদিহা হাবলুম্ মিন মাসাদ)
“তার গলায় একটি পাকানো খর্জুর পাতার রশি থাকবে।”

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ফী জীদিহা (فِي جِيدِهَا):** “তার গলায়” — গলায় রশি পরানো হবে; এটি অপমান ও শাস্তির চিহ্ন।
- **হাবলুম্ মিন মাসাদ (حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ):** “পাকানো খর্জুর পাতার রশি” — শাস্তির রূপক প্রতীক; কঠিনতা ও অপমানের নির্দেশনা বহন করে।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই রশি তার কু-কর্ম ও বিদ্বেষমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতীকী ফল — জাহান্নামে তার শাস্তির চিহ্ন।
- **আল-কুরতুবী:** এটি তার দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের শারীরিক ও আত্মিক পরিণতির চিত্র তুলে ধরে।
- **ইবন ‘আশুর:** এই রশি তার সচেতনভাবে করা মন্দ কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত।
- **আর-রাযী:** রশির শাস্তি নির্দেশ করে যে, প্রতিটি পাপের একটি ন্যায়সঙ্গত পরিণাম রয়েছে।
- **আল-আলুসী:** এই রশি রূপকভাবে তার কাজ ও ফলাফলকে একত্রে যুক্ত করে।

• **আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:**

- **আকিদা:** আল্লাহর বিচার অবশ্যম্ভাবী — কেউ আল্লাহর দ্বীনকে অপমান করলে তা থেকে বাঁচার উপায় নেই।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত আমাদেরকে অন্তর ও মুখের সব খারাপ কাজ থেকে সতর্ক করে — যেন আমরা কাউকে কষ্ট না দিই।

• **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:**

এই আয়াত মনে করিয়ে দেয় — গীবত, অপবাদ, ও শত্রুতামূলক কাজের ফল ভয়াবহ। বিশ্বাসীকে উচিত মানুষের ক্ষতি না করে, ন্যায় ও সততার পথে চলা।

৩.৫.৩ সূরা আল-মাসাদের সারসংক্ষেপ ও সংযোগ

সূরার সারসংক্ষেপ

সূরা আল-মাসাদ আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আল্লাহর ঘোষণা — যারা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি চরম শত্রুতা প্রদর্শন করেছিল।

এই সূরা স্পষ্ট করে দেয়, **সম্পদ, ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা কোনো কাজে আসে না** যদি তা আল্লাহর দীন ও সত্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।

এটি সতর্কবার্তা — যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যদের বিভ্রান্ত করে তাদের জন্য পরিণতি অত্যন্ত কঠিন।

অন্যান্য সূরার সঙ্গে সম্পর্কের প্রতিফলন

সূরা আল-মাসাদ-এর বার্তা অন্য সূরাগুলোর দয়া ও হিদায়াতের আলোচনার বিপরীতে এক কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরে।

এটি আল্লাহর দীন ও নবীর (সা.) প্রতি শত্রুতার পরিণতি সম্পর্কে কঠিন সতর্কবার্তা দেয়।

বিষয়বস্তুতে এটি **সূরা আল-ফালাক** ও **সূরা আল-ইখলাস**-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত — যেগুলো **শয়তানি ফিতনা থেকে সুরক্ষা** এবং **আন্তরিক ঈমান** বজায় রাখার গুরুত্ব বোঝায়।

আল-মাসাদ সেই বিপদগামীদের শাস্তির উদাহরণ — যারা অহংকার, বিদ্বেষ এবং গর্বের মাধ্যমে সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল।

সূরার আয়াতসমূহের পারস্পরিক সংযোগ

এই সূরার আয়াতগুলো একটি ধারাবাহিক কাঠামো অনুসরণ করে:

1. প্রথমে **আবু লাহাবের ধ্বংস ও ব্যর্থতা** ঘোষণা,
2. এরপর **তার সম্পদের অসারতা**,
3. তারপর **তার জাহান্নামে শাস্তির দৃশ্য**,
4. পরে **তার স্ত্রীর শত্রুতা ও অপবাদ ছড়ানো**,
5. সর্বশেষে **তার শাস্তির প্রতীকী রশি** উল্লেখ করা হয়েছে।

এই গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে এই শিক্ষা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে — **আল্লাহর বিচার অনিবার্য**, আর **কারো ক্ষমতা বা প্রভাব সেই বিচারের মুখোমুখি হতে পারে না।**

৩.৬ সূরা আন-নাসর

৩.৬.১ সূরা আন-নাসররে পরচিতিি

নাম ও অর্থ

“আন-নাসর” শব্দরে অর্থ হলো **"সাহায্য"** বা **"বজিয়"**।
এই সূরাটি **“সূরা আল-ফাতহ”** নামওে পরচিতি, কারণ এটি আল্লাহর সাহায্য ও ইসলামরে বজিয়রে ঘোষণা প্রদান কর।ে

সূরা আন-নাসর ইসলামী দাওয়াত ও নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মশিনরে সফলতা ও পরপিূর্ণতা উদযাপন কর।ে

নাজলি হওয়ার স্থান ও সময়

এই সূরাটি **মাদানী সূরা**, অর্থাৎ মদনিায় অবস্থানকালে নাজলি হয়ছে।ে

এটি নবী (সা.)-এর ইন্তকিালরে খুব কাছাকাছি সময়ে নাজলি হয়ছেলি এবং অনকে আলমে একে **শষে সম্পূর্ণ নাজলি হওয়া সূরা** হসিবেে চহ্নিতি করনে।ে

সূরাটি নবী (সা.)-এর মশিনরে সমাপ্তি এবং ইসলামরে চূড়ান্ত বজিয়রে ঘোষণা বহন কর।ে

নাজলিরে কারণ (আসবাবুন নুযূল)

সূরা আন-নাসর অবতীর্ণ হয় **মক্কা বজিয়রে** পরে — যা ইসলামরে শক্তশিালী প্রতষ্ঠিার ঘোষণা দয়ে।ে

এই সময়ে, ইসলাম আর শুধু মুষ্টমিয়ে অনুসারীদরে ধর্ম ছলি না — বরং **মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবশে করতে শুরু করে** এবং মক্কার শত্রুতাও প্রায় শষে হয়ে যায়।

এই সূরার মাধ্যমে জানানো হয় য,ে **ইসলামরে মশিন সফল হয়ছে**ে এবং আল্লাহর সাহায্যে বজিয় অর্জতি হয়ছে।ে

মূল প্রতপিাদ্য ও প্রধান বষিয়বস্তু

- **ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়** এবং আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণাই এই সূরার মূল বার্তা।
- এতে নবী (সা.)-কে এবং মুসলিমদের বলা হয়েছে, এই সফলতার পর **আল্লাহর প্রশংসা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন**।
- এটি শিক্ষা দেয়, **সফলতার পর বিনয়, কৃতজ্ঞতা এবং আত্মসমালোচনা অপরিহার্য**।
- এই সূরাটি নবী (সা.)-এর মিশনের সমাপ্তির ঘনিষ্ঠ ঘোষণা হওয়ায়, এতে একটি **বিদায়মূলক বার্তা**-ও নিহিত রয়েছে।

৩.৬.২ সূরা আন-নাসরের আয়াতসমূহ

আয়াত ১:

"إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ"
(ইযা জা'আ নাসরুল্লাহি ওয়াল-ফাতহ)
"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ইযা (إِذَا):** "যখন" — একটি সময়সূচক শব্দ, যা অদূর ভবিষ্যতে ঘটনার নিশ্চিততা প্রকাশ করে।
- **জা'আ (جَاءَ):** "আসবে" — ঘটনার নিশ্চিত আগমনকে বোঝায়।
- **নাসরুল্লাহি (نَصْرُ اللَّهِ):** "আল্লাহর সাহায্য" — নবী (সা.) ও মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিজয় ও সহায়তা।
- **আল-ফাতহ (الْفَتْحُ):** "বিজয়" — প্রধানত **মক্কা বিজয়** বোঝানো হয়েছে; বিস্তৃত অর্থে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও জয়।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই আয়াতের সাহায্য ও বিজয় দ্বারা বোঝানো হয়েছে **মক্কা বিজয়** এবং ইসলামের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা।
- **আল-কুরতুবী:** এই বিজয় নবী (সা.)-এর ধৈর্য, কষ্ট ও প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার।
- **ইবন 'আশুর:** আল্লাহর সাহায্য এসেছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে; এ আয়াত মনে করিয়ে দেয়, চূড়ান্ত সাহায্য একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই আসে।
- **আর-রাযী:** বিজয় একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার ফসল; মানবিক প্রচেষ্টার চেয়েও আল্লাহর সহায়তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
- **আল-আলুসী:** এটি শুধু একটি পার্থিব বিজয় নয়, বরং ইসলামের সত্যতার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ।

• আকদিাগত ও আধ্যাত্মকি প্রতফিলন:

- **আকদিা:** সত্যকিার বজিয় একমাত্র আল্লাহর সাহায্যরে মাধ্যমে অর্জতি হয়; মানব প্রচষ্টো একমাত্র মাধ্যম মাত্র।
- **আধ্যাত্মকিতা:** বজিয়রে সময় আল্লাহর অনুগ্রহরে স্মরণ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জরুরি।

• দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত আমাদরে শখোয় — প্রতটিি সফলতার পছেনে আল্লাহর করুণা আছে। তাই অহংকার নয়, বরং বনিয় ও কৃতজ্ঞতা থাকা উচতি।

আয়াত ২:

"وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا"
(ওয়া রাআইতান্-নাসা ইয়াদখুলুনাফী দ্বীনলি্লাহি আফওয়াজা)
“তুমি দখেবে মানুষ দলবদ্ধভাবে আল্লাহর দীন গ্রহণ করছে।”

• শব্দ বশি্লষেণ:

- **রাআইতা (رَأَيْتَ):** “তুমি দখেবে” — নবী (সা.)-কে উদ্দশে করে বলা; দৃশ্যমান বাস্তবতার ইঙ্গতি।
- **আন-নাস (النَّاسَ):** “মানুষ” — যারা আগে ইসলাম থকেে দূরে ছলি, এখন তারা দলে দলে দ্বীন গ্রহণ করছে।
- **ইয়াদখুলুন (يَدْخُلُونَ):** “প্রবশে করছে” — অর্থাৎ ইসলাম কবুল করছে।
- **আফওয়াজা (أَفْوَاجًا):** “দলবদ্ধভাবে” — একা নয়, বরং গ্রুপ বা গোত্রভত্তিকি ইসলামে প্রবশে।

• স্কলারদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** মক্কা বজিয়রে পরে মানুষ ইসলামে দলে দলে প্রবশে করতে থাকে — এই আয়াত তার প্রতচ্ছিবি।
- **আল-কুরতুবী:** এটা আল্লাহর আশীর্বাদ — নবী (সা.)-এর দাওয়াতরে সফলতা এবং ইসলামরে গৌরবময় প্রতষ্ঠিা।
- **ইবন ‘আশুর:** আল্লাহর প্রতশ্রিুতি অনুযায়ী ইসলাম বজিয়ী হবে — এ আয়াত তার পূর্ণতা।

- **আর-রাযী:** বজিয়রে মূল কারণ সামরকি শক্তি নয়, বরং আল্লাহর হদিায়াত — যা হৃদয়কে পরবির্তন করে।
- **আল-আলুসী:** মানুষ ইসলামরে সত্যতা, সরলতা এবং ঐশী বার্তার কারণইে ইসলামে প্রবশে করে; আল্লাহ তাদরে অন্তর খুলে দনে।

• আকদিাগত ও আধ্যাত্মকি প্রতফিলন:

- **আকদিা:** প্রকৃত বজিয় হলো — যখন মানুষ হৃদয় থকেে সত্য গ্রহণ করে। এটি শুধু ভৌত জয় নয়, বরং আধ্যাত্মকি বজিয়।
- **আধ্যাত্মকিতা:** ধর্য় ও আস্থা নয়িে কাজ করলে আল্লাহ ফল দনে; তার পরকিল্পনা ধীরে হলওে অচল নয়।

• দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত আমাদরে শকি্ষা দয়ে — সাফল্য তাড়াতাড়ি না এলওে ধর্য় ও সততার মাধ্যমে ফল আসবইে। আল্লাহর প্রতি আস্থা ও কৃতজ্ঞতা থাকা জরুরি।

আয়াত ৩:

"فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا"
(ফাসাব্বহি্ বহিামদি রাব্বকিা ওয়াস্তাগফরিহু, ইন্নাহু কানা তাওয়াবা)
“তাহলে তুমি তোমার প্রতপিালকরে প্রশংসাসহ পবত্রিতা ঘোষণা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নশ্চিয়ই তনিি তওবা গ্রহণকারী।”

• শব্দ বশি্লষেণ:

- **ফাসাব্বহি (فَسَبِّحْ):** “তাহলে পবত্রিতা ঘোষণা করো” — আল্লাহর মহত্ব ও গুণগান করা।
- **বহিামদি রাব্বকিা (بِحَمْدِ رَبِّكَ):** “তোমার প্রতপিালকরে প্রশংসাসহ” — কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর মর্যাদা স্বীকৃতরি সঙ্গে।
- **ওয়াস্তাগফরিহু (وَاسْتَغْفِرْهُ):** “তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো” — বনিয় ও আত্ম-সমালোচনার চর্চা।
- **তাওয়াবা (تَوَّابًا):** “অনবরত তওবা গ্রহণকারী” — আল্লাহর একটি গুণ, যা তাঁর সীমাহীন দয়ার প্রতীক।

• স্কলারদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** বিজয়ের পরে নবী (সা.)-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে — গর্ব নয়, বরং কৃতজ্ঞতা ও ক্ষমা চাওয়া জরুরি।
- **আল-কুরতুবী:** সাফল্যের মুহূর্তেও আল্লাহর স্মরণ ও আত্মবিবেচনা জরুরি; এটি একটি চিরন্তন পাঠ।
- **ইবন 'আশুর:** প্রশংসা ও ক্ষমা প্রার্থনার এই নির্দেশে আমাদের মনে করিয়ে দেয় — সফলতাও আত্মিক শুদ্ধতার জন্য এক উপলক্ষ।
- **আর-রাযী:** সাফল্যের গৌরবে আত্মতুষ্ট না হয়ে, আল্লাহর দয়ার কাছে ফিরে আসাটাই সত্যিকারের ঈমানদারির পরিচয়।
- **আল-আলুসী:** সাফল্যের পর তওবা চাওয়া হলো আত্ম-শুদ্ধির চূড়ান্ত রূপ — কারণ আমরা সবসময়ই আল্লাহর দয়ার মুখাপেক্ষী।

• আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকিদা:** আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা ও ক্ষমা চাওয়া — এটি সব স্তরের মানুষের জন্য প্রযোজ্য, এমনকি নবী (সা.)-এর জন্যও।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত মুমিনদের মনে বিনয় ও কৃতজ্ঞতার বীজ বপন করে — সাফল্যের মধ্যেও আত্মসমালোচনা থাকা আবশ্যক।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত আমাদের শেখায় — সাফল্য, পদোন্নতি, বা বিজয় পাওয়ার পর অহংকারে না ভেসে, আল্লাহর প্রশংসা ও ক্ষমা প্রার্থনায় ব্যস্ত থাকা উচিত। এটি আত্মা পরিশুদ্ধ ও আল্লাহর দয়ার অধিকারী করে তোলে।

৩.৬.৩ সূরা আন-নাসরের সারসংক্ষেপ ও সংযোগ

সূরার সারসংক্ষেপ

সূরা আন-নাসর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াতের সফলতা ও ইসলামের বিজয়ের ঘোষণা দেয়।

এই সূরার মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইসলামের বিজয় **আল্লাহর সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে** — কেবল মানবিক প্রচেষ্টায় নয়।

এটি মুমিনদের শিক্ষা দেয় যে, সাফল্যের মুহূর্তেও বিনয়, কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর কাছে তওবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই সূরাটি নবী (সা.)-এর মিশনের পরিপূর্ণতা এবং তাঁর ইহলোক ত্যাগের পূর্বাভাস হিসেবেও অনেকে আলেম ব্যাখ্যা করেছেন।

অন্যান্য সূরার সঙ্গে সম্পর্কের প্রতিফলন

সূরা আন-নাসর এর বার্তা **সূরা আল-ফাতিহ**-এর সঙ্গে মিল আছে — উভয়েই **আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের** কথা বলে।

এছাড়া, এই সূরাটি আমাদের শিক্ষা দেয় **আল্লাহর প্রতি আস্থা ও ধৈর্য** বজায় রাখলে, শেষ পর্যন্ত তিনি সফলতা দান করেন — যেমনটি **সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক ও আন-নাস**-এ বিশ্বাস ও সুরক্ষার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

সূরার আয়াতসমূহের পারস্পরিক সংযোগ

এই সূরার তিনটি আয়াত একটি সুসংগঠিত ধাপে গঠিত:

1. প্রথম আয়াতে **আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের ঘোষণা**,
2. দ্বিতীয় আয়াতে **মানুষের দলবদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণের দৃশ্য**,
3. তৃতীয় আয়াতে **আল্লাহর প্রশংসা ও তওবা করার নির্দেশ**।

এই কাঠামো স্পষ্ট করে যে, **বিজয়ের আসল মালিক আল্লাহ**, এবং সত্যিকারের সফলতা কেবল তাঁকেই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করার মাধ্যমে আসে।

৩.৭ সূরা আল-কাফিরূন

৩.৭.১ সূরা আল-কাফিরূনের পরিচিতি

নাম ও অর্থ
সূরাটির নাম **আল-কাফিরূন**, যার অর্থ "অবিশ্বাসীরা"। এই সূরাটি ইসলাম ও আল্লাহর একত্ব অস্বীকারকারীদের—কাফিরদের—উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি একটি স্পষ্ট ঘোষণাপত্র, যা বিশ্বাসীদের ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাস ও উপাসনার ব্যবধান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

অবস্থান ও অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল
সূরা আল-কাফিরূন একটি মাক্কী সূরা, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সময়ে, কুরাইশ নেতারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বিভিন্ন রকমের আপোষমূলক প্রস্তাব দিতে শুরু করেন, যাতে দ্বীনের মূল বার্তাকে দুর্বল করা যায়। এই সূরাটি ঐসব প্রস্তাবের জবাবে নাযিল হয়, যাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তিপূজার সঙ্গে কোনো আপোষ গ্রহণযোগ্য নয়—even শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিনিময়েও নয়।

নাজিল হওয়ার কারণ (আসবাব আন-নুযূল)
এই সূরাটি তখন নাজিল হয়, যখন কুরাইশ নেতারা প্রস্তাব দেন যে, মহানবী (সা.) মাঝে মাঝে তাদের দেবতাদেরও উপাসনা করুন, বিনিময়ে তারা ইসলামকে গ্রহণ করবে। এ প্রস্তাবের কঠোর প্রত্যাখ্যান হিসেবে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়, যা স্পষ্টভাবে মুসলমানদের ও কাফিরদের বিশ্বাসের মধ্যে সীমারেখা টেনে দেয়।

মূল বিষয় ও বার্তা
সূরা আল-কাফিরূন একটি জোরালো ঘোষণা—আল্লাহর প্রতি খাঁটি ও একনিষ্ঠ উপাসনার। এতে বলা হয়েছে, মুসলিমরা তাদের ঈমানে কোনো আপোষ করতে রাজি নয় এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পারস্পরিক উপাসনার কোনো সুযোগ নেই। এই সূরাটি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, ইসলাম একটি একনিষ্ঠ ধর্ম—আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু উপাসনার কোনো স্থান এতে নেই।

৩.৭.২ সূরা আল-কাফিরূনের আয়াতসমূহ

আয়াত ১:

"قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ"
(কুল্ ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন)
“বলুন: হে কাফিরগণ!”

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Qul (قُلْ):** "বলুন"—এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি নির্দেশ, যাতে তিনি স্পষ্টভাবে মুশরিকদের প্রতি বিশ্বাসীদের অবস্থান ব্যক্ত করেন।
- **Ya ayyuhā (يَا أَيُّهَا):** "হে"—শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একটি গম্ভীর ও গুরুত্ববহ সম্বোধন।
- **Al-Kaafiroon (الْكَافِرُونَ):** "অবিশ্বাসীরা"—এখানে তা মক্কার কুরাইশ মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত করে, যারা আল্লাহর একত্ব অস্বীকার করত।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসীর:** এই আয়াত কুরাইশদের পক্ষ থেকে উপাসনায় আপোষমূলক প্রস্তাবের সরাসরি ও দৃঢ় প্রত্যাখ্যান।
- **আল-কুরতুবি:** এটি মুসলমান ও কাফিরদের বিশ্বাসগত পার্থক্যকে চিহ্নিত করে, যেখানে আপোষের কোনো স্থান নেই।
- **ইবনে আশুর:** এই আয়াত মুসলিমদের স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের ঈমানকে অবিশ্বাসীদের থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে।
- **আর-রাজি:** এই বাক্যটি আল্লাহর একত্ববাদে অটল থাকার প্রতীক এবং আল্লাহর সঙ্গে শরিক করার বিরুদ্ধে সতর্কতা।
- **আল-আলুসি:** "হে কাফিরগণ" সম্বোধনটি দুই দলের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন তৈরি করে, একটি নির্ধারিত সীমারেখা টেনে দেয়।

আকীদাগত ও আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** এই আয়াত আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ঈমানের গুরুত্ব তুলে ধরে এবং মুশরিক বিশ্বাসের সঙ্গে ইসলামিক অনুশীলনের মিশ্রণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে।
- **আত্মিকতা:** বিশ্বাসীদের আল্লাহর প্রতি খাঁটি আনুগত্য বজায় রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কোনো আপোষ ছাড়াই।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুসলমানদের বিশ্বাসে অটল থাকতে উৎসাহিত করে এবং ইসলামি মূল্যবোধ লঙ্ঘনকারী চাপ বা প্রলোভন থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে।

আয়াত ২:

"لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ"
(লা আ'বুদু মা তা'বুদুন)
"আমি উপাসনা করি না তাদের, যাদের তোমরা উপাসনা কর।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Lā a‘budu (لَا أَعْبُدُ):** “আমি উপাসনা করি না”—এখানে জোরালোভাবে অস্বীকার করা হয়েছে যে, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করবেন।
- **Mā ta‘budūn (مَا تَعْبُدُونَ):** “তোমরা যাদের উপাসনা কর”—কুরাইশদের মূর্তি ও মিথ্যা উপাস্যদের বোঝানো হয়েছে।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসীর:** এটি স্পষ্ট ও চূড়ান্ত অস্বীকৃতি—আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু উপাসনার প্রস্তাবকেই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।
- **আল-কুরতুবি:** এটি নবী (সা.)-এর একত্ববাদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার প্রমাণ।
- **ইবনে আশুর:** ইসলামের একত্ববাদের প্রতি স্পষ্ট ঘোষণা এবং মুশরিকতার সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান।
- **আর-রাজি:** এই আয়াত ইসলামের সঙ্গে কুরাইশদের মূর্তিপূজার মৌলিক অসামঞ্জস্য তুলে ধরে।
- **আল-আলুসি:** এই আয়াত মুসলমানদের অবিশ্বাসীদের ধর্মীয় অনুশীলন থেকে আলাদা করে দেয়।

আকীদাগত ও আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** এই আয়াত ইসলামি ইবাদতের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা জোরালোভাবে তুলে ধরে।
- **আত্মিকতা:** এটি বিশ্বাসীদের ঈমানে দৃঢ় থাকতে এবং ইসলামকে অন্য মতাদর্শের সঙ্গে মেশানো থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুসলমানদের সচেতন ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ইবাদতের পদ্ধতি বেছে নিতে উৎসাহিত করে এবং ইসলামি মূল্যবোধ থেকে আপোষ না করার শিক্ষা দেয়।

আয়াত ৩:

"وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ"
(ওয়া লা আনতুম ‘আবিদুনা মা আ‘বুদ)
“আর তোমরা উপাসনা করো না তাঁর, যাঁর আমি উপাসনা করি।”

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Wala antum (وَلَا أَنتُمْ):** “আর তোমরা না”—এটি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের উপাসনার পার্থক্যকে জোরালোভাবে তুলে ধরে।
- **‘Abidoona (عَابِدُونَ):** “উপাসনাকারী”—অবিশ্বাসীদের উপাসনার অভাব বা তাদের আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার ঘাটতির দিকটি বোঝায়।
- **Ma a‘bud (مَا أَعْبُدُ):** “যাঁর আমি উপাসনা করি”—আল্লাহ, একমাত্র উপাস্য, যাঁর প্রতি ইসলামী উপাসনা নিবেদিত।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসীর:** এই আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার করা হয়েছে যে অবিশ্বাসীরা আল্লাহর প্রতি আন্তরিক উপাসনার অধিকারী নয়।
- **আল-কুরতুবি:** এটি ইসলামি তাওহীদ এবং বহুঈশ্বরবাদী উপাসনার মাঝে মৌলিক বৈপরীত্য তুলে ধরে।
- **ইবনে আশূর:** এটি বিশ্বাসীদের ও অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসগত সীমারেখা স্পষ্ট করে দেয়।
- **আর-রাজি:** এই আয়াত কুরাইশদের মনোভাব ও আল্লাহর একত্ব অস্বীকারের প্রত্যাখ্যান।
- **আল-আলুসি:** ইসলামী বিশ্বাসের সঙ্গে মিথ্যা মতাদর্শের আপোষের বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা।

আকীদাগত ও আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** ইসলামে উপাসনা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য—এটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এই আয়াতে।
- **আত্মিকতা:** এটি মুসলমানদের আন্তরিক ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে উদ্বুদ্ধ করে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত বিশ্বাসীদের ঈমান ও উপাসনাগত বিশুদ্ধতা রক্ষায় অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আপোষ থেকে বিরত রাখে।

আয়াত ৪-৫:

"وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ - وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ"
(ওয়া লা আনা ‘আবিদুন মা ‘আবদতুম – ওয়া লা আনতুম ‘আবিদূনা মা আ‘বুদ)
“আর আমি উপাসনা করব না তাদের, যাদের তোমরা উপাসনা করো; আর তোমরাও উপাসনা করবে না তাঁর, যাঁর আমি উপাসনা করি।”

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Wala ana (وَلَا أَنَا):** “আর আমি না”—বিশ্বাসীদের দৃঢ় অবস্থান প্রকাশ করে।
- **Ma ‘abadtum (مَّا عَبَدتُّمْ):** “তোমরা যাদের উপাসনা করো”—অবিশ্বাসীদের মিথ্যা দেবতাদের বোঝানো হয়েছে।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসীর:** এই আয়াতগুলো আপোষের কোনো সুযোগ নেই—এটি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়।
- **আল-কুরতুবি:** বিশ্বাসীদের ইবাদতে অটলতা ও পার্থক্য জোরালোভাবে ফুটে ওঠে।
- **ইবনে আশূর:** আয়াতের পুনরাবৃত্তি ইসলামী তাওহীদের অদ্বিতীয়তা এবং আপোষহীনতা জোরালো করে।
- **আর-রাজি:** এটি ইসলামি তাওহীদকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে, বহুঈশ্বরবাদ থেকে।
- **আল-আলুসি:** বিশ্বাসীদের আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসনায় দৃঢ়তা ও প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে।

আকীদাগত ও আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** ইসলামী উপাসনা শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে এবং এতে কোনো আপোষ নেই—এই বার্তা বহন করে।
- **আত্মিকতা:** মুসলমানদের একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতে অটল থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুসলমানদেরকে সামাজিক চাপ বা জনপ্রিয় সংস্কৃতির কারণে ঈমানের সাথে আপোষ না করতে উৎসাহিত করে।

আয়াত ৬:

"لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ"
(লাকুম দীনুকুম ওয়া লিইয়াদীন)
“তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম।”

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Lakum (لَكُمْ):** “তোমাদের জন্য”—দুই দলের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন নির্দেশ করে।
- **Deenukum (دِينُكُمْ):** “তোমাদের ধর্ম”—মুশরিকদের বহুঈশ্বরবাদী বিশ্বাসকে বোঝায়।
- **Waliya deen (وَلِيَ دِينِ):** “আর আমার জন্য আমার ধর্ম”—ইসলামের একত্ববাদভিত্তিক বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসীর:** এই আয়াত মুসলিমদের ও অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য ঘোষণা করে।
- **আল-কুরতুবী:** এটি বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রতিফলন, যেখানে কোনো জবরদস্তি নেই।
- **ইবনে আশূর:** ইসলাম ও বহুঈশ্বরবাদের মধ্যে মৌলিক অমিলকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।
- **আর-রাজি:** ইসলামকে পৃথক ও আপোষহীন আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে।
- **আল-আলুসি:** এই আয়াত বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা রক্ষার গুরুত্ব এবং পারস্পরিক স্বীকৃতির বার্তা দেয়।

আকীদাগত ও আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ও একনিষ্ঠ ধর্ম, এটি জোর দিয়ে ঘোষণা করে।
- **আত্মিকতা:** এই আয়াত অন্যদের বিশ্বাসকে সম্মান করার কথা বলে, তবে নিজের ঈমানের ব্যাপারে কঠোর থাকারও শিক্ষা দেয়।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন তারা তাদের ইসলামি মূল্যবোধ দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন, অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান করলেও।

৩.৭.৩ সারসংক্ষেপ ও সংযোগ

সূরার সারসংক্ষেপ

সূরা আল-কাফিরূন হল ঈমান ও ইবাদতের ব্যাপারে যেকোনো ধরনের আপোষকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা। এটি আল্লাহর প্রতি একত্ববাদী বিশ্বাসকে জোর দেয় এবং যৌথ উপাসনার কোনো প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে। এই সূরাটি মুসলমানদের তাদের বিশ্বাসে অটল থাকার শিক্ষা দেয় এবং তাদেরকে তাদের ঈমানে দৃঢ় থাকার জন্য উৎসাহিত করে।

অন্যান্য সূরার সাথে সম্পর্কের প্রতিফলন

সূরা আল-কাফিরূনের বার্তা সূরা আল-ইখলাস-এর মতো অন্যান্য সূরার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেটি একইভাবে আল্লাহর একত্বকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরে। উভয় সূরাই মুসলমানদের সতর্ক করে দেয় যেন তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে এবং তাদের ইবাদতে অটল থাকে।

সূরা আল-কাফিরূনের আয়াতগুলোর পারস্পরিক সংযোগ

সূরা আল-কাফিরূনের আয়াতগুলো একটি পুনরাবৃত্তিমূলক এবং জোরালো কাঠামো অনুসরণ করে, যা ইসলামী তাওহীদের সঙ্গে বহুঈশ্বরবাদ থেকে পৃথকীকরণকে আরও মজবুতভাবে তুলে ধরে। প্রতিটি আয়াত পূর্ববর্তীটির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়ায়, বিশ্বাসীদের দৃঢ় অবস্থান এবং তাদের ঈমানের সাথে আপোষ না করার সিদ্ধান্তকে আরও জোরালো করে।

৩.৮.১ সূরা আল-কাওসার: ভূমিকা

নাম ও অর্থ

"আল-কাওসার" শব্দের অর্থ হলো "প্রাচুর্য" বা "বিপুল নিয়ামত।" এই সূরায় এটি বিশেষভাবে রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার দানকৃত অসংখ্য নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক ও দুনিয়াবি উভয় ধরনের অনুগ্রহ। অনেকে তাফসিরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আল-কাওসার" জান্নাতে রাসূল (সা.)-এর জন্য বরাদ্দকৃত একটি বিশেষ নদী বা হাউজের নাম।

নাজিলের স্থান ও সময়

সূরা আল-কাওসার মক্কায় অবতীর্ণ হয়, এমন একটি সময়কালে যখন রাসূল (সা.) নানা কষ্ট ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল নবীকে সান্ত্বনা দেওয়া ও সাহস জোগানো, যখন তিনি তাঁর কওমের অবিশ্বাস ও উপহাসের মুখোমুখি হতেন।

নাজিলের কারণ (আসবাব আন-নুজুল)

এই সূরাটি তখন নাজিল হয় যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শত্রুরা তাঁর সন্তানদের মৃত্যু নিয়ে তাঁকে উপহাস করত এবং বলত যে তিনি "বংশবিচ্ছিন্ন" বা "অবংশীয়" হয়ে গেছেন। এদের দাবি ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোনো উত্তরাধিকার থাকবে না। এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাঁর মর্যাদা ও প্রাপ্ত নিয়ামতের কথা তুলে ধরে শত্রুদের চূড়ান্ত পরিণতির পূর্বাভাস দিয়েছেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বার্তা

সূরা আল-কাওসার রাসূল (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর অগণিত নিয়ামত ও মর্যাদার ঘোষণা দেয়। এটি শোকর আদায়ের প্রতীক হিসেবে সালাত ও কোরবানির নির্দেশ দেয় এবং একই সঙ্গে নবী ও মুসলিমদের মনে করিয়ে দেয় যে, ইসলামের শত্রুরা শেষে পর্যন্ত অপমানিত ও পরাজিত হবে।

৩.৮.২ সূরা আল-কাওসার: আয়াতসমূহ

আয়াত ১: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ"

(Inna a'taynaaka al-kawthar)
"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Inna (إِنَّا):** “নিশ্চয়ই আমরা,” – আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃঢ় ঘোষণা ও নিশ্চিত বার্তা।
- **A’taynaaka (أَعْطَيْنَاكَ):** “আমরা আপনাকে দান করেছি,” – সরাসরি নবী (সা.)-কে প্রদত্ত এক বিশিষ্ট নিয়ামত।
- **Al-Kawthar (الْكَوْثَرَ):** “কাওসার,” – বিপুল নিয়ামত, যার মধ্যে রয়েছে জান্নাতের বিশেষ নদী ও দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত অনুগ্রহ।

● আলিমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** “আল-কাওসার” হলো জান্নাতে রাসূল (সা.)-এর জন্য নির্ধারিত একটি নদী এবং তাঁর প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত নিয়ামতের প্রতীক।
- **আল-কুরতুবি:** কাওসার সমস্ত ধরনের নিয়ামতকে অন্তর্ভুক্ত করে—আধ্যাত্মিক, পার্থিব ও চিরস্থায়ী—যা নবী (সা.)-কে তাঁর সম্মানিত অবস্থানের কারণে দান করা হয়েছে।
- **ইবন ‘আশুর:** এটি শুধু বস্তুগত প্রাচুর্য নয়, বরং নবুয়তের মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বকেও নির্দেশ করে।
- **আর-রাযী:** এই আয়াতে নবী (সা.)-এর অনন্য অবস্থান এবং তাঁর বিশিষ্ট উত্তরাধিকার ও সম্মান প্রকাশ পেয়েছে।
- **আল-আলুসি:** কাওসার দ্বারা বোঝানো হয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব নিয়ামত, যা আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে দান করেছেন।

● আকীদা ও আত্মিক উপলব্ধি:

- **আকীদা:** এই আয়াত আল্লাহর দয়ালুতা ও যাঁদের তিনি পছন্দ করেন, তাঁদের প্রতি তাঁর অফুরন্ত অনুগ্রহের ঘোষণা।
- **আত্মিকতা:** এটি বিশ্বাসীদের আল্লাহর অশেষ রহমত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং ঈমান ও সবরের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে শেখায়।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুসলমানদের আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনুপ্রাণিত করে এবং সেই নিয়ামতকে কল্যাণে ব্যবহার করার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে।

আয়াত ২: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"

(Fa-salli li-rabbika wanhar)
“অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার জন্য সালাত আদায় করুন এবং কোরবানি করুন।”

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Fa-salli (فَصَلِّ):** “অতএব সালাত আদায় করুন,” – নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান।
- **Li-rabbika (لِرَبِّكَ):** “আপনার প্রতিপালকের জন্য,” – একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে ইবাদতের নির্দেশ।

- **Wanhar (وَانْحَرْ):** "এবং কোরবানি করুন," – ইবাদতের অংশ হিসেবে কোরবানি করা, যা কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের প্রতীক।

● আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে সালাত ও কোরবানির মাধ্যমে, যা সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইবাদতের প্রতীক।
- **আল-কুরতুবি:** এই আয়াত সরাসরি এমন ইবাদত করতে বলছে, যা নিয়ামতের জন্য শোকর আদায়ের প্রকাশ।
- **ইবন 'আশুর:** সালাত ও কোরবানি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও একনিষ্ঠতা প্রকাশের প্রতীকী কাজ।
- **আর-রাযী:** এগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কার্যকর পদ্ধতি।
- **আল-আলুসি:** ইবাদতের এই কর্মগুলো হৃদয়ের একনিষ্ঠতার পরিচয় বহন করে এবং আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত।

● আকীদা ও আত্মিক উপলব্ধি:

- **আকীদা:** এই আয়াত বোঝায় যে, শোকর ও ইবাদতের সর্বোত্তম রূপ হলো সালাত ও কোরবানি—একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে।
- **আত্মিকতা:** এটি স্মরণ করিয়ে দেয়, নিয়ামতের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানেই প্রকৃত ইবাদত।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে সালাত, কোরবানি, এবং অন্য ইবাদতের মাধ্যমে—বিশেষত যখন কষ্টে দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করে।

আয়াত ৩: "إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ"

(Inna shani-aka huwa al-abtar)
"নিশ্চয়ই, আপনার শত্রুই হলো সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Inna (إِنَّ):** "নিশ্চয়ই," – আল্লাহর ঘোষণার দৃঢ়তা ও সত্যতা নিশ্চিত করা।
- **Shani-aka (شَانِئَكَ):** "আপনার শত্রু," – যাঁরা নবী (সা.)-কে ঘৃণা করে এবং বিরোধিতা করে, তাদের বোঝানো হয়েছে।
- **Huwa al-abtar (هُوَ الْأَبْتَرُ):** "সে-ই হলো কাটা পড়া," – অর্থাৎ সে-ই উত্তরাধিকারহীন, সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, এবং যার কোনো স্থায়ী প্রভাব বা মর্যাদা নেই।

• আলিমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই আয়াত নবীকে সান্ত্বনা দেয়, তাঁর শত্রুরা চক্রান্ত করলেও তারা ব্যর্থ হবে এবং তাদের অপমানিত পরিণতির নিশ্চয়তা দেয়।
- **আল-কুরতুবি:** "আবতার" শব্দটি এমন কাউকে বোঝায় যার কোনো স্থায়ী প্রভাব, নাম কিংবা উত্তরাধিকার নেই।
- **ইবন ‘আশুর:** নবী (সা.)-এর চিরন্তন উত্তরাধিকার ও প্রভাব এবং তাঁর শত্রুদের ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের মধ্যে এক স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।
- **আর-রাযী:** আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা করা ব্যর্থতার প্রতীক এবং তা চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।
- **আল-আলুসি:** সত্যের শত্রুরা প্রতিটি দিক থেকে ‘কাটা পড়া’—আধ্যাত্মিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং চিরস্থায়ীভাবে।

• আকীদা ও আত্মিক উপলব্ধি:

- **আকীদা:** এই আয়াতে আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতা কতটা মূল্যহীন ও ধ্বংসাত্মক তা প্রকাশ পেয়েছে।
- **আত্মিকতা:** বিশ্বাসীদেরকে আশ্বস্ত করে যে, যারা সত্যের পথে থাকে, তাদের জন্য পরাজয় নয়—বরং সম্মান ও বিজয়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুসলমানদেরকে ধৈর্য ও স্থিরতায় উদ্বুদ্ধ করে, যেন তারা বিরোধিতা বা কটূক্তির মুখেও আল্লাহর উপর আস্থা রাখে এবং সত্যে অবিচল থাকে।

৩.৮.৩ সারাংশ ও সংযোগ

• সূরার সারাংশ:

সূরা আল-কাওসার নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দানকৃত অগণিত নিয়ামত ও বিশেষ মর্যাদার ঘোষণা। এতে তাঁর প্রতি শোকর আদায় করার নির্দেশ এবং তাঁর শত্রুদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এটি নবী ও বিশ্বাসীদেরকে আশ্বস্ত করে এবং তাদের ধৈর্য ও একনিষ্ঠতায় উদ্বুদ্ধ করে।

• অন্যান্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক:

এই সূরাটি সেই সব সূরার সঙ্গে সম্পৃক্ত যেগুলোতে নবী (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর সহানুভূতি ও সান্ত্বনার বার্তা রয়েছে, যেমন **সূরা আদ-দুহা**। উভয় সূরাই নবী (সা.)-কে আশ্বস্ত করে এবং তাঁর মিশনের গুরুত্ব ও স্থায়িত্বকে তুলে ধরে, এমনকি বিরোধিতা বা দুঃসময়েও।

• সূরা আল-কাওসারের আয়াতগুলোর পরস্পর সংযোগ:

এই সূরার তিনটি আয়াত একটি ধারাবাহিক ও অর্থবহ বিন্যাসে সাজানো:

1. **আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল নিয়ামতের ঘোষণা।**
2. **এই নিয়ামতের শোকর স্বরূপ ইবাদত ও কোরবানির আহ্বান।**
3. **শত্রুদের পরিণাম হিসেবে চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা ও অপমানের ঘোষণা।**

এই কাঠামো ঈমানদারদের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রতিষ্ঠিত করে:
* আল্লাহর অনুগ্রহ,
* সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন,
* এবং ধৈর্যসহকারে বিরোধিতার মোকাবেলায় বিজয়ের প্রতিশ্রুতি।

৩.৯ সূরা আল-মাউন

৩.৯.১ সূরার পরিচিতি

● নাম ও অর্থ:

“আল-মাউন” শব্দটির অর্থ হলো “ছোট ছোট সহায়তা” বা “সাধারণ সহানুভূতি।”
এটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সদ্ব্যবহারের দৈনন্দিন দিকগুলো বোঝায়—যেমন দরিদ্রকে প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া, মানুষের উপকারে আসা, এবং সহানুভূতির ছোট ছোট কাজ। এই সূরাটি দেখায়, আসল ধর্মপরায়ণতা শুধু ইবাদতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের প্রতি সদাচরণেও প্রকাশ পায়।

● নাজিলের স্থান ও সময়:

সূরা আল-মাউন মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, ইসলামের শুরুর দিকে, যখন কুরআনের বার্তাগুলো মানুষের ঈমান, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছিল।

● নাজিলের কারণ (আসবাবুন নুযুল):

এই সূরাটি এমন লোকদের প্রতি নিন্দাস্বরূপ অবতীর্ণ হয় যারা নামাজ পড়লেও বাস্তব জীবনে অসহায়দের প্রতি দয়াশীল নয়, এবং এতিম ও গরীবদের সাহায্য করে না। এটি ধর্মীয় দায়িত্বে অবহেলা ও মানবিক দায়িত্বে অনাসক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর নিন্দা প্রকাশ করে।

● মূল বার্তা ও থিম:

সূরা আল-মাউন মানুষকে মনে করিয়ে দেয়—সত্যিকার ঈমান ও ধর্মীয় অনুশীলন শুধু বাহ্যিক রীতিনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাতে থাকতে হবে আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ।
এ সূরা তীব্রভাবে সমালোচনা করে তাদের, যারা নামাজ পড়ে লোক দেখানোর জন্য, কিন্তু দুঃস্থদের সাহায্য করে না।
আসল ধর্ম সে-ই, যা অন্তর থেকে আসে এবং মানুষের মধ্যে দয়া ও সহানুভূতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

৩.৯.২ সূরা আল-মাউনের আয়াতসমূহ

আয়াত ১:

"أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ"
(Ara-ayta alladhee yukadhibu bid-deen)
“আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে ধর্মকে অস্বীকার করে?”

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **أَرَأَيْتَ (আরা'আইতা):** “আপনি কি দেখেছেন?” — একটি প্রশ্ন যা মনোযোগ আকর্ষণ করে।
- **يُكَذِّبُ (ইউকাযযিবু):** “অস্বীকার করে” — ধর্ম বা বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাস বোঝায়।

- بِالدِّينِ **(বিদ-দীন):** “ধর্ম” বা “বিচার” — আল্লাহর প্রতি ঈমান, নৈতিকতা, ও আখেরাতে জবাবদিহিতার প্রতি বিশ্বাস বোঝায়।

● তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসির:** এই আয়াত তাদের কথা বলছে যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, ফলে তাদের মধ্যে দয়া ও নৈতিকতার অভাব দেখা যায়।
- **কুরতুবী:** এটি মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করে যারা মুখে ঈমানের দাবি করে কিন্তু ইসলামের নৈতিক শিক্ষা মানে না।
- **ইবনে আশুর:** এই আয়াত এমন মানুষদের বাস্তবতা তুলে ধরে, যারা ধর্মীয় নীতিগুলো পালন করে না।
- **আর-রাজি:** তারা আল্লাহর নৈতিক নির্দেশ অস্বীকার করে, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বহীনতা দেখা দেয়।
- **আল-আলূসী:** এ আয়াত ধর্মীয় দায়িত্ব উপেক্ষার পরিণতি এবং ইসলামের নৈতিক শিক্ষা অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি।

● আকীদা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** সত্যিকারের ধর্ম কেবল বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়—এতে থাকতে হবে নৈতিক দায়িত্ববোধ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের উচিত ঈমানকে অন্তরে ধারণ করা এবং জীবনে সেই অনুযায়ী কাজ করা।

● বাস্তব জীবনে প্রভাব:
এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈমান শুধু মুখের কথা নয়, বরং জীবনে নৈতিকতা ও সহমর্মিতার প্রকাশ থাকা আবশ্যক।

আয়াত ২:

"فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ"
(Fadhalika alladhee yadu'u al-yateem)
“সেই তো সে ব্যক্তি, যে এতিমকে তাড়িয়ে দেয়।”

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- فَذَٰلِكَ **(ফাযালিকা):** “সেই তো,” পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।
- يَدُعُّ **(ইয়াদু’উ):** “তাড়িয়ে দেয়” বা “অবহেলা করে”—দয়াহীন আচরণ বোঝায়।
- الْيَتِيمَ **(আল-ইয়াতীম):** “এতিম”—সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও সহায়সম্বলহীন ব্যক্তি।

● তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসির:** এতিমদের প্রতি অবহেলা নৈতিক দুর্বলতা এবং ইসলামের মূল নীতির প্রতি উদাসীনতার পরিচয়।

- **কুরতুবি:** যারা মুখে ধর্মের দাবি করে কিন্তু অসহায়দের প্রতি দয়াশীল নয়, এ আয়াত তাদের সমালোচনা করে।
- **ইবন আশুর:** সমাজে যারা এতিমদের সুরক্ষা দেয় না, তারা ইসলামের সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করে।
- **আর-রাজি:** এতিমদের অবহেলা আসলে একটি বৃহত্তর নৈতিক পতনের প্রতীক।
- **আল-আলুসী:** বিশ্বাসীদের জন্য দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি দয়া দেখানো ঈমানের মৌলিক চাহিদা।

● আকীদা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** ইসলামে এতিমদের যত্ন নেওয়া এক ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত মুমিনদের অন্তরে সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে।

● বাস্তব জীবনে প্রভাব:
এই আয়াত বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দেয় যে সমাজের দুর্বলদের পাশে দাঁড়ানো ঈমানের প্রকাশ—এটি কেবল ইবাদতের বিষয় নয়, বরং মানবিকতারও দাবি।

আয়াত ৩:

"وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ"
(Wala yahuddu 'ala ta'aamil-miskeen)
“এবং সে মিসকিনকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না।”

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **يَحُضُّ (ইয়াহুদ্দু):** “উৎসাহিত করে” — ভালো কাজে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা বোঝায়।
- **طَعَامِ (তা'আম):** “খাদ্য” — মানুষের মৌলিক চাহিদা বোঝায়।
- **الْمِسْكِينِ (আল-মিসকিন):** “গরিব” বা “অসহায়,” যাদের সাহায্য প্রয়োজন।

● তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** যারা গরিবদের সাহায্য করে না এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করে না, তারা আত্মকেন্দ্রিক ও নির্দয়।
- **কুরতুবি:** সমাজের দুর্বলদের প্রতি দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।
- **ইবন আশুর:** ইসলামের নৈতিক কাঠামোর অংশ হলো দান ও সাদাকায় উৎসাহ দেওয়া।
- **আর-রাজি:** গরিবদের উপেক্ষা করা মানুষের নৈতিকতা ও আত্মার দুর্বলতা প্রকাশ করে।
- **আল-আলুসী:** সমাজে উদারতা ও সহানুভূতির সংস্কৃতি গড়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

● আকীদা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** ইসলাম দান ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের উপর গুরুত্ব দেয়।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুমিনদের দয়াশীলতা ও সমাজকল্যাণে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা দেয়।

● বাস্তব জীবনে প্রভাব:
মুমিনদের উচিত শুধু নিজেরাই সাহায্য করা নয়, বরং অন্যদেরও দানের কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

আয়াত ৪–৫:

"فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ"
(Fa wailun lil-musallin – Alladheena hum 'an salatihim sahoon)
"অতএব ধ্বংস তাদের জন্য, যারা নামায পড়ে, অথচ তারা নিজেদের নামায থেকে উদাসীন।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **وَيْلٌ (ওয়াইল):** "ধ্বংস" বা "শাস্তি," ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত।
- **الْمُصَلِّينَ (আল-মুসাল্লিন):** "যারা নামায পড়ে।"
- **سَاهُونَ (সাহূন):** "অবহেলাকারী," যারা মনোযোগহীন বা গাফিল।

● তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** যারা নামাযকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা মনে করে, মনোযোগ ও আন্তরিকতা ছাড়াই পড়ে।
- **কুরতুবি:** নামাযকে অন্তরের উপস্থিতি ও নিষ্ঠার সঙ্গে আদায় করা আবশ্যক।
- **ইবন আশুর:** নামাযে গাফিলতা আল্লাহর সাথে সংযোগহীনতার প্রতীক।
- **আর-রাজি:** বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা যদি আন্তরিকতা না থাকে, তবে তা অর্থহীন।
- **আল-আলূসী:** নামায একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, খাঁটি মনে আদায় করা জরুরি।

● আকীদা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** ইবাদত হতে হবে আন্তরিক ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত মনোযোগ, খুশু (ভক্তি) এবং আত্মিক সংযোগের দিকে আহ্বান করে।

● বাস্তব জীবনে প্রভাব:
নামাযে খুশু, খুজু এবং সময়মত আদায়ের জন্য মুমিনদের সচেতন থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আয়াত ৬:

"الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ"
(Alladheena hum yuraoon)
"যারা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- يُرَاءُونَ **(ইউরা'উন):** "লোক দেখানো," অর্থাৎ ইবাদত কেবল মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য করা।

● তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** যারা ইবাদতকে লোক দেখানোর মাধ্যম বানিয়েছে, তারা মুনাফিকের মতো আচরণ করে।
- **কুরতুবি:** ইবাদত খাঁটি নিয়তের সঙ্গে কেবল আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত।
- **ইবন আশুর:** এটি সতর্কতা দেয় যে ধর্মীয় কাজকে যেন দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য ব্যবহার না করা হয়।
- **আর-রাজি:** সত্যিকারের তাকওয়া হলো এমন ইবাদত যা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।
- **আল-আলুসী:** যে ইবাদতে খাঁটি নিয়ত নেই, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

● আকীদা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** ইখলাস (খাঁটি নিয়ত) ছাড়া ইবাদতের কোন মূল্য নেই।
- **আধ্যাত্মিকতা:** ইবাদতের মাধ্যমে অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

● বাস্তব জীবনে প্রভাব:
মুমিনদের উচিত নিজেদের কাজের নিয়ত সবসময় যাচাই করা—আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই যেন সব ইবাদত হয়।

আয়াত ৭:

"وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ"
(Wa yamna'oon al-ma'oon)
"এবং তারা ছোটখাটো সাহায্য করতেও বাধা দেয়।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- يَمْنَعُونَ **(ইয়ামনাআ'উন):** "তারা বিরত থাকে" বা "প্রতিরোধ করে," বোঝায় সাহায্য করতে অনিচ্ছুক হওয়া।
- الْمَاعُونَ **(আল-মা'উন):** "সাধারণ উপকার" বা "ছোটখাটো সহায়তা," যেমন পাত্র ধার দেওয়া, পানি দেওয়া, বা সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস।

● তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** যারা সাধারণ মানবিক সহায়তা করতেও কৃপণতা করে, তাদের সমাজে দায়িত্ববোধ নেই।
- **কুরতুবি:** এটি নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক দায়িত্বহীনতার প্রকাশ।
- **ইবন আশুর:** তিনি একে আত্মকেন্দ্রিকতা ও লোভের প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন।
- **আর-রাজি:** ছোট ছোট সহানুভূতিপূর্ণ কাজগুলো প্রকৃত তাকওয়ারই অংশ।
- **আল-আলুসী:** সমাজে ঐক্য ও সহমর্মিতার ভিত্তি হলো পারস্পরিক সাহায্য।

● আকীদা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** প্রকৃত ধর্মপরায়ণতা কেবল নামায বা রোজায় নয়, বরং দয়ার আচরণেও প্রকাশ পায়।

- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুমিনকে হৃদয়বান হতে এবং ছোট সহানুভূতির কাজেও অগ্রসর হতে উৎসাহিত করে।

● বাস্তব জীবনে প্রভাব:
এই আয়াত মনে করিয়ে দেয়—সামান্য সাহায্য করাও ঈমানের প্রকাশ, এবং ছোট উপকারগুলোকেও অবহেলা করা ঠিক নয়।

৩.৯.৩ সারসংক্ষেপ ও পারস্পরিক সম্পর্ক

● সূরার সারাংশ:
সূরা আল-মা'উন মানুষকে বলে যে কেবল বাহ্যিক ইবাদত যথেষ্ট নয়; প্রকৃত ঈমান এমন যা দয়া, আন্তরিকতা এবং সমাজসেবার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এটি ভণ্ডামি ও লোক দেখানো ধর্মাচরণকে তীব্রভাবে নিন্দা করে।

● অন্যান্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক:
এই সূরাটি সূরা আল-ইনসান ও সূরা আল-বালাদের মতো সূরাগুলোর সাথে মিল রয়েছে, যেখানে সামাজিক দায়িত্ব, গরিবদের সহায়তা এবং নৈতিকতা বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবে কুরআনের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়—যেখানে ব্যক্তিগত ইবাদতের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনকেও ঈমানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

● আয়াতগুলোর আন্তঃসংযোগ:
সূরার প্রতিটি আয়াত একে অপরকে সম্পূরক করে। শুরুতে ঈমান অস্বীকারকারী ও সমাজবিমুখ আচরণকে চিহ্নিত করা হয় এবং ধীরে ধীরে তা লোক দেখানো ইবাদত ও সাধারণ সহানুভূতির অভাবে গড়ায়। এটি বোঝায় যে ঈমান এবং ভালো চরিত্র একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৩.১০ সূরা কুরাইশ

৩.১০.১ সূরার পরিচিতি

নাম ও অর্থ:
"কুরাইশ" হলো নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধর গোত্রের নাম, যারা মক্কার প্রভাবশালী উপজাতি ছিল। এই সূরাটি কুরাইশ গোত্রকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ, যেখানে আল্লাহ্ তাদের উপর দানকৃত নিয়ামত ও নিরাপত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অবতীর্ণের স্থান ও সময়:
সূরা কুরাইশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এটি ইসলামের শুরুর সময়ের সূরাগুলোর মধ্যে একটি, যখন নবী করিম (সা.) নিজ গোত্রকে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন।

অবতীর্ণের কারণ (আসবাবুন-নুযুল):
এই সূরাটি নাজিল হয় কুরাইশদের আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে—বিশেষ করে তাদের বাণিজ্যিক নিরাপত্তা ও কা'বাঘরের দায়িত্ব পালন থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে। এটি মূলত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান।

মূল বার্তা ও থিম:
সূরা কুরাইশ আল্লাহর দানকৃত নিরাপত্তা, ঐক্য ও বাণিজ্যিক সাফল্যের কথা তুলে ধরে। এই নিয়ামতগুলোর স্বীকৃতি স্বরূপ কুরাইশদের উচিত ছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। এটি মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি কোনো নিশ্চয়তা নয়—বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিশেষ দান, যার কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ থাকা আবশ্যক।

৩.১০.২ সূরার আয়াতসমূহ

আয়াত ১: "لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ"

(Li-eelaafi Quraysh)
"কুরাইশের ঐক্য ও নিরাপত্তার জন্য।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **لِإِيلَافِ (লি-ঈলাফি):** "ঐক্যের জন্য" বা "নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য।" এটি বোঝায় কুরাইশদের জন্য আল্লাহর দেওয়া শান্তি ও সুবিধা।
- **قُرَيْشٍ (কুরাইশ):** মক্কার বিখ্যাত গোত্র, যারা কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ করত এবং আরবদের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে ছিল।

● তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসরি:** আল্লাহ্ কুরাইশদরে তাদরে বাণজি্যকি ভ্রমণ এবং স্থতিশিীলতা স্মরণ করয়িে দয়িছেনে, যনে তারা কৃতজ্ঞ হয়।
- **কুরতুবি:** তনিি উল্লখে করনে, আল্লাহ্ তাদরে মক্কার মর্যাদা ও কা'বার হফোজতরে কারণে যে সম্মান ও নরিাপত্তা দয়িছেনে তা তাদরে মনে রাখা উচতি।
- **ইবন আশুর:** এই আয়াত কুরাইশদরে প্রতি দায়ত্বি্ববো·ধ জাগয়িে তো·লে যনে তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
- **আর-রাজি:** "ঈলাফ" শব্দটি কুরাইশদরে ঐক্য এবং সম্মানজনক মর্যাদাকে বো·ঝায়।
- **আল-আলুসী:** তনিি বলনে, আল্লাহর দওেয়া এই নরিাপত্তা ও সম্মান কো·নো·ো কৃতত্বি নয়, বরং আল্লাহর করুণা, যার জন্য শুকরয়িা আদায় করা আবশ্যক।

● আকীদা ও আধ্যাত্মকি দৃষ্টভিঙ্গি:

- **আকীদা:** এই আয়াত বুঝয়িে দয়ে—সকল নরিাপত্তা ও কল্যাণ আল্লাহর পক্ষ থকেইে আস।ে
- **আধ্যাত্মকিতা:** আল্লাহর দয়া ও রজিকিরে ওপর নরি্ভরতা রাখা এবং কৃতজ্ঞ থাকা ঈমানরে পরচিয়।

● বাস্তব জীবনে প্রভাব:
এই আয়াত মুসলমানদরে শখোয়, আল্লাহর দওেয়া শান্তি, সুরক্ষা, ও জীবকিা কৃতজ্ঞতার দাবি রাখ।ে এটি কৃতজ্ঞচত্তি একমাত্র আল্লাহর ইবাদতরে দকিে আহ্বান কর।ে

৩.১০.২ সূরার আয়াতসমূহ (অবশষ্টি)

আয়াত ২: "إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ"

(Eelaafihim rihlat ash-shita’i was-sayf)
“তাদরে শীত ও গ্রীষ্মরে সফররে জন্য ঐক্য ও নরিাপত্তা দান করা হয়ছেলি।”

● শব্দ বশি্লষেণ:

- **إِيلَافِهِمْ (ঈলাফহিমি):** “তাদরে ঐক্য” বা “তাদরে নরিাপত্তা,” যা আল্লাহ তাদরে বাণজি্যকি সফরে দান করছেনে।
- **رِحْلَةَ (রহিলাত):** “ভ্রমণ” বা “সফর,” যা কুরাইশরা বাণজি্যরে জন্য করত।
- **الشِّتَاءِ (আশ-শতিাঈ):** “শীতকাল,” কুরাইশদরে ইয়ামানরে দকিে সফররে সময়।
- **وَالصَّيْفِ (ওয়াস-সাইফ):** “গ্রীষ্মকাল,” কুরাইশদরে সরিয়িার দকিে সফররে সময়।

● তাফসরিবদিদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসরি:** কুরাইশদরে বাণজি্যকি সমৃদ্ধি আল্লাহর অনুগ্রহইে সম্ভব হয়ছেলি, কারণ তনিি তাদরে যাত্রাকে নরিাপদ করছেনে।
- **কুরতুবি:** এই সফরগুলো·ো কুরাইশদরে অর্থনতৈকি উন্নয়নরে পছেনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমকিা রখেছে, যা আল্লাহর বশিষে নয়িামত।

- **ইবন আশুর:** এই আয়াতে আল্লাহর প্রতি কুরাইশদের দায়িত্ববোধ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান আছে।
- **আর-রাজি:** এই সফরগুলো তাদের বেঁচে থাকার মাধ্যম ছিল, যা কৃতজ্ঞতা দাবি করে।
- **আল-আলূসী:** একটি অনিরাপদ এলাকায় এমন নিরাপদ বাণিজ্যিক সফর আল্লাহর কুদরতের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

● আকীদা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** আল্লাহ চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেও নিরাপত্তা ও সুযোগ দান করতে পারেন।
- **আধ্যাত্মিকতা:** জীবনের সুযোগ-সুবিধা ও সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকে—এবং তা কৃতজ্ঞতার দাবি রাখে।

● বাস্তব জীবনে প্রভাব:
এই আয়াত মানুষকে শেখায় যে নিজের সফলতা ও নিরাপত্তা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই অর্জিত হয়, এবং এই উপলব্ধি মানুষের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ও ইবাদতের মনোভাব সৃষ্টি করে।

আয়াত ৩: "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ"

(Falya'budoo rabba hadha al-bayt)
"অতএব তারা যেন এই ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **فَلْيَعْبُدُوا (ফাল-ইয়া'বুদু):** "তারা যেন ইবাদত করে," নির্দেশনা কুরাইশদের উদ্দেশ্যে।
- **رَبَّ (রাব্বা):** "প্রতিপালক," যিনি সবকিছু রক্ষা ও পরিচালনা করেন।
- **هٰذَا الْبَيْتِ (হাযাল বাইত):** "এই ঘরের," অর্থাৎ কা'বা শরীফ, ইসলামের পবিত্র কেন্দ্র।

● তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** আল্লাহ এই আয়াতে কুরাইশদের তাঁর নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে কেবল তাঁরই ইবাদতের আহ্বান জানাচ্ছেন।
- **কুরতুবি:** কা'বার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কুরাইশদের উচিত আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ইবাদত করা।
- **ইবন আশুর:** এই আয়াত তাদের মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকে।
- **আর-রাজি:** কা'বার মর্যাদা ও ঐতিহাসিকতা আল্লাহর অনুগ্রহের স্মারক—যা একনিষ্ঠ ইবাদতের দাবি রাখে।
- **আল-আলূসী:** আল্লাহর দানকৃত সম্মান ও নিরাপত্তার প্রতিদান হতে পারে কেবল আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদত।

● আকীদা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- **আকীদা:** সকল নয়িামতরে উৎস আল্লাহ, আর এই উপলব্ধি ইবাদতরে ভত্তিি।
- **আধ্যাত্মকিতা:** সত্যকিাররে কৃতজ্ঞতা হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদতরে মাধ্যমে প্রকাশ।

● বাস্তব জীবনে প্রভাব:
এই আয়াত বশ্বিাসীদরে মনে করয়িে দয়ে, জীবনরে প্রতটিি দান—নরিাপত্তা, শান্তি, জীবকিা—আল্লাহর পক্ষ থকেইে আস।ে আর এর প্রতদিান একমাত্র তাঁরই ইবাদত।

আয়াত ৪: "الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ"

(Alladhi at’amahum min joo’in wa aamanahum min khawf)
“যনিি তাদরেকে ক্ষুধা থকেে খাদ্য দয়িছেনে এবং ভয় থকেে নরিাপত্তা দয়িছেনে।”

● শব্দ বশ্লিষেণ:

- **الَّذِي (আল্লাযী):** “যনিি,” আল্লাহর প্রতি ইঙ্গতি।
- **أَطْعَمَهُم (আত্ব‘আমাহুম):** “খাদ্য দয়িছেনে,” অর্থাৎ জীবকিা দান করছেনে।
- **مِّن جُوعٍ (মনি জু‘ইন):** “ক্ষুধা থকে,ে” দারদ্রি্য ও অভাব থকেে রক্ষা।
- **وَآمَنَهُم (ওয়া আমানাহুম):** “নরিাপত্তা দয়িছেনে,” শান্তি ও স্থতিশিীলতা দান।
- **مِّنْ خَوْفٍ (মনি খাওফ):** “ভয় থকে,ে” শত্রুতা, লুটপাট, ও বশৃিঙ্খলা থকেে রক্ষা।

● তাফসরিবদিদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসরি:** কুরাইশ গোত্ররে চারপাশে অস্থরিতা থাকলওে আল্লাহ তাদরে খাদ্য ও নরিাপত্তা দয়িছেনে।
- **কুরতুবি:** এই দানগুলো আল্লাহর কৃপা, যা তাঁর ইবাদতরে জন্য অনুপ্রাণতি কর।ে
- **ইবন আশুর:** আল্লাহ মানুষরে মৌলকি প্রয়োজন পূরণ কর,ে যা কৃতজ্ঞতা দাবি কর।ে
- **আর-রাজি:** খাদ্য ও নরিাপত্তা আল্লাহর রহমতরে নদির্শন, যা মূর্তপিূজার বপিরীতে তাওহীদরে পথে ডাক।ে
- **আল-আলূসী:** এই আয়াতে আল্লাহর অব্যাহত তত্ত্বাবধান ও দয়ার স্মারক রয়ছে।ে

● আকীদা ও আধ্যাত্মকি দৃষ্টভিঙ্গি:

- **আকীদা:** জীবনরে মৌলকি চাহদিা পূরণরে একমাত্র উৎস আল্লাহ।
- **আধ্যাত্মকিতা:** এ আয়াত কৃতজ্ঞতা, ধর্যৈ, ও নর্িভরতার চর্চা শখোয়।

● বাস্তব জীবনে প্রভাব:
এই আয়াত মানুষকে শখোয় যে খাদ্য, নরিাপত্তা ও শান্তি—সব আল্লাহর দান। এসব নয়িামতরে স্বীকৃতি হচ্ছে একমাত্র তাঁর ইবাদত করা।

৩.১০.৩ সারসংক্ষেপ ও সংযোগ

সূরার সারসংক্ষেপ:

সূরা কুরাইশ কুরাইশ গোত্রকে তাদের ওপর আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ও স্থিতিশীলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ তাদের ডেকেছেন যেন তারা কা'বার প্রভুর ইবাদত করে এবং তাঁর দেওয়া নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই সূরা তাওহীদের আহ্বান এবং কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দেয়।

অন্যান্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক:

সূরা কুরাইশ সরাসরি সূরা ফীলের সঙ্গে সংযুক্ত। সূরা ফীল আল্লাহর কা'বার রক্ষার ঘটনা বর্ণনা করে, আর সূরা কুরাইশ আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের জন্য কুরাইশদের ইবাদতের আহ্বান করে। এই দুই সূরা একত্রে আল্লাহর কুদরত ও করুণার প্রতিচ্ছবি।

আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক:

আয়াতগুলো একটি সুন্দর ধারাবাহিকতায় গঠিত—আল্লাহ প্রথমে কুরাইশদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সাফল্যের কথা বলেন, এরপর তাঁদের একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানান। এটি শেখায়, নিয়ামতের স্বীকৃতি মানে একনিষ্ঠ ইবাদত।

৩.১১ সূরা আল-ফীল

৩.১১.১ সূচনাপর্ব: সূরা আল-ফীল

নাম ও অর্থ
"আল-ফীল" অর্থ "হাতি"। এই নামটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে, যেখানে আবিসিনিয়ার রাজা আব্রাহা একদল সৈন্য এবং হাতি নিয়ে কা'বা ধ্বংস করতে মক্কায় আক্রমণ চালায়। এই ঘটনাটি "হাতির বছর" নামে পরিচিত, যা ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ অলৌকিকভাবে আব্রাহার সেনাবাহিনী ধ্বংস করে তাঁর পবিত্র ঘর কা'বা রক্ষা করেন।

নাজিলের স্থান ও সময়
সূরা আল-ফীল একটি মক্কি সূরা, যা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়। এটি কুরাইশ গোত্রকে আল্লাহর অলৌকিক রক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আল্লাহর সর্বশক্তিমানের পরিচয় তুলে ধরে।

নাজিলের কারণ (আসবাব আন-নুজুল)
এই সূরাটি নাজিল হয়েছিল কুরাইশদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ কীভাবে অলৌকিকভাবে আব্রাহার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। এটি একদিকে যেমন একটি সতর্কবার্তা, তেমনি মক্কা ও কা'বার জন্য আল্লাহর প্রদত্ত সুরক্ষার প্রতি কৃতজ্ঞতার আহ্বান।

মূল বিষয়বস্তু ও বার্তা
সূরা আল-ফীল আল্লাহর সর্বশক্তিমানের পরিচয় দেয় এবং এই সত্য তুলে ধরে যে, আল্লাহ তাঁর পবিত্র ঘর ও মক্কাকে রক্ষা করতে সক্ষম। হাতিওয়ালা বাহিনীর কাহিনী থেকে বোঝা যায়, পার্থিব শক্তি ও সামরিক ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছার সামনে তুচ্ছ। এই সূরা কুরাইশদের আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং একমাত্র তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে আহ্বান জানায়।

৩.১১.২ সূরা আল-ফীল-এর আয়াতসমূহ

আয়াত ১:

"أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ"
(আলম তরাই কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বি-আসহাবিল ফীল)
"তুমি কি দেখোনি, তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালা বাহিনীর সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন?"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আলম তরাঃ (أَلَمْ تَرَ):** "তুমি কি দেখোনি?" — একটি অলঙ্কারময় প্রশ্ন যা শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে।
- **কাইফা ফা'আলা (كَيْفَ فَعَلَ):** "কীভাবে তিনি ব্যবহার করলেন," এখানে আল্লাহর হস্তক্ষেপে বোঝানো হয়েছে।
- **রাব্বুকা (رَبُّكَ):** "তোমার প্রতিপালক," যিনি রক্ষাকারী ও পালনকর্তা।

- **বি-আসহাবিল ফীল (بِأَصْحَابِ الْفِيلِ):** "হাতিওয়ালা বাহিনী," যারা আব্রাহার সেনাবাহিনী ছিল, এবং হাতিসহ এসেছিল কা'বা ধ্বংস করতে।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসীর:** আল্লাহ কীভাবে আব্রাহার বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়ে বলেন—এটি কা'বার প্রতি আল্লাহর সুরক্ষার প্রমাণ এবং যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাদের পরিণতি কেমন হতে পারে।
- **আল-কুরতুবি:** এই আয়াত আল্লাহর শক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় এবং কুরাইশদের প্রতি আহ্বান জানায় যেন তারা আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে ও শুধু তাঁকেই ইবাদত করে।
- **ইবনে আশুর:** এই অলঙ্কারময় প্রশ্ন কুরাইশদেরকে 'হাতির বছর'-এর ঘটনাটি চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আল্লাহর করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
- **আর-রাজী:** এই ঘটনা একটি অলৌকিক নিদর্শন, যা আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তা ও ন্যায়বিচার তুলে ধরে।
- **আল-আলূসী:** আল্লাহর এই হস্তক্ষেপ কা'বার পবিত্রতা ও একত্ববাদের সত্যতা নিশ্চিত করে।

আকীদা ও আধ্যাত্মিক চিন্তন:

- **আকীদা:** এই আয়াত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর পবিত্রতাকে রক্ষা করার সক্ষমতা তুলে ধরে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি ঈমানদারদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার গুরুত্ব—যিনি প্রকৃত নিরাপত্তা ও অনুগ্রহ দানকারী।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত ঈমানদারদের উৎসাহ দেয় আল্লাহকে চূড়ান্ত রক্ষাকারী হিসেবে স্বীকার করতে এবং বিপদের সময় তাঁর দিকেই ফিরে যেতে।

আয়াত ২:

"أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ"
(আলম ইয়াজ'আল কাইদাহুম ফি তাদলীল)
"তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি?"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আলম ইয়াজ'আল (أَلَمْ يَجْعَلْ):** "তিনি কি করেননি"—এটি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি।
- **কাইদাহুম (كَيْدَهُمْ):** "তাদের কৌশল," আব্রাহার কা'বা ধ্বংসের পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত।
- **ফি তাদলীল (فِي تَضْلِيلٍ):** "ভ্রান্ততায় ফেলে দেন," অর্থাৎ আল্লাহ তাদের পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিরর্থক করে দেন।

তাফসীরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসীর:** আল্লাহ আব্রাহার কা'বা আক্রমণের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেন, যা তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের প্রকাশ।
- **আল-কুরতুবি:** এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়—আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হতে পারে না।
- **ইবনে আশুর:** অলৌকিকভাবে আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা ভেঙে দেন, যা কা'বার রক্ষায় তাঁর সামর্থ্য প্রমাণ করে।
- **আর-রাজী:** আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো মানবিক পরিকল্পনা টিকে থাকতে পারে না।
- **আল-আলূসী:** তাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতা শিক্ষা দেয়—আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ অপমান ও পরাজয়ের পথ।

আকীদা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ:

- **আকীদা:** আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তা প্রমাণ করে যে, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হতে পারে না।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত মুমিনদের আশ্বস্ত করে—পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, আল্লাহর বিচার চূড়ান্ত।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুসলিমদেরকে আল্লাহর ন্যায়বিচারের উপর ভরসা রাখতে উৎসাহিত করে এবং আশ্বস্ত করে যে, আল্লাহ তাদের রক্ষা করতে সক্ষম।

আয়াত ৩:

"وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ"
(ওয়া আর্সালা 'আলাইহিমি তাইরান আবাবীল)
"তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়া আর্সালা (وَأَرْسَلَ):** "এবং তিনি প্রেরণ করেছিলেন"—আল্লাহর সরাসরি হস্তক্ষেপে নির্দেশ করে।
- **'আলাইহিমি (عَلَيْهِمْ):** "তাদের ওপর," অর্থাৎ আব্রাহার সেনাবাহিনীর ওপর।
- **তাইরান (طَيْرًا):** "পাখি," যাদের আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করেন।
- **আবাবীল (أَبَابِيلَ):** "ঝাঁকে ঝাঁকে," পাখিদের সংখ্যাগত ও দলবদ্ধ আগমন বোঝায়।

তাফসীরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসীর:** আল্লাহ পাখিদের ব্যবহার করে তাদের ধ্বংস করেন, যারা ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করেছিল।
- **আল-কুরতুবি:** এই পাখিগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ছোট প্রাণীকেও বড় বাহিনী ধ্বংসে ব্যবহার করতে পারেন।

- **ইবনে আশুর:** এটি আল্লাহর অস্বাভাবিক ও অলৌকিক রক্ষার ক্ষমতা প্রমাণ করে।
- **আর-রাজী:** পাখিদের ব্যবহার আল্লাহর সৃষ্টির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত।
- **আল-আলূসী:** পাখিদের দল এতটাই ভীতিকর ছিল যে, এটি আল্লাহর অলৌকিক রক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

আকীদা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ:

- **আকীদা:** আল্লাহ সবচেয়ে ক্ষুদ্র সৃষ্টিকেও বিশাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন, যা তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রমাণ।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত মুমিনদের হৃদয়ে বিস্ময় ও ঈমান জাগায়, আল্লাহ যে যেকোনো উপায়ে সাহায্য করতে পারেন।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহর সাহায্য অনেক সময় অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে আসতে পারে—তাই তাঁর উপর বিশ্বাস রাখা জরুরি।

আয়াত ৪:

"تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ"
(তারমীহিম বি-হিজারাতিম মিন সিজ্জীল)
“যা তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল কঠিন পাথরের আকারে।”

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **তারমীহিম (تَرْمِيهِمْ):** “তাদেরকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করছিল”—আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ বা শাস্তির নির্দেশনা।
- **বি-হিজারাতিন (بِحِجَارَةٍ):** “পাথর দ্বারা,” যা তাদের ধ্বংসের মাধ্যম ছিল।
- **মিন সিজ্জীল (مِّن سِجِّيلٍ):** “জ্বালানো কঠিন কাঁকর বা পোড়া মাটি,” যা পাথরের ঘনত্ব ও ধ্বংসক্ষমতা নির্দেশ করে।

তাফসীরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসীর:** পাথরগুলো ছোট হলেও আল্লাহর ইচ্ছায় তা অত্যন্ত বিধ্বংসী হয়ে ওঠে।
- **আল-কুরতুবি:** এসব পাথরের ব্যবহার দেখায়, আল্লাহর শক্তির সামনে দুনিয়ার শক্তি কত অসহায়।
- **ইবনে আশুর:** আল্লাহ দুর্বল উপাদান দিয়েও বিরাট ধ্বংস সাধন করতে পারেন।
- **আর-রাজী:** পাথরের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহর শাস্তির নিখুঁততা প্রকাশ করে।
- **আল-আলূসী:** এই পাথর ছিল আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

আকীদা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ:

- **আকীদা:** আল্লাহ অত্যন্ত সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করেই শক্তিশালী বাহিনীকে পরাজিত করতে পারেন।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের মনে এই আয়াত আল্লাহর ন্যায়বিচার ও দুশমনের পরিণতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি জাগায়।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুমিনদের বিনয়ী হতে শেখায় এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করার শিক্ষা দেয়—তাঁরই হাতে রক্ষা ও প্রতিশোধ।

ভাষ্য ৫: "فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ" (Faja'alahum ka'asfin ma'kool)
"এবং তিনি তাদেরকে খাওয়া চাষী মরিচের মতো করে ফেলেছেন।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ফজাআলাহুম (فَجَعَلَهُمْ):** "এবং তিনি তাদেরকে তৈরি করেছেন," যা আল্লাহর সরাসরি কাজ নির্দেশ করে।
- **কা'আসফিন (كَعَصْفٍ):** "যেমন মরিচ," যা ভঙ্গুরতার চিত্র ফুটিয়ে তোলে।
- **মাআকুল (مَّأْكُولٍ):** "খাওয়া," যা কিছু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস বা ভক্ষণ করা বোঝায়।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনু কাথির:** এই আয়াতটি আবরাহার সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ ধ্বংসের চিত্র অত্যন্ত জীবন্তভাবে তুলে ধরে।
- **আল-কুরতুবি:** এটি আল্লাহর শক্তির সামনে দুনিয়ার শক্তির তুচ্ছতার প্রতীক।
- **ইবনু আশুর:** খাওয়া মরিচের সাথে তুলনা করে পরাজিতদের সম্পূর্ণ অসহায়ত্ব তুলে ধরা হয়েছে।
- **আর-রাযি:** এই চিত্রকল্পটি আল্লাহর শাস্তির সম্পূর্ণতা নির্দেশ করে।
- **আল-আলুসি:** এই রূপকটি আল্লাহর বিরুদ্ধে অবাধ্যতা করার বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা প্রদান করে।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **তাত্ত্বিক:** এই আয়াতটি আল্লাহর ক্ষমতার মাধ্যমে সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুদেরও শূন্যে পরিণত করার ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের আল্লাহর ন্যায় এবং শক্তিতে বিশ্বাস রাখতে উৎসাহিত করা হয়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মানবতাকে আল্লাহর সর্বশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বীকারোক্তির প্রতি উদ্দীপিত করে।

৩.১১.৩ সারাংশ এবং সংযোগ

সূরা আল-ফিলের সারাংশ:
সূরা আল-ফিল আল্লাহর চমকপ্রদ রক্ষা করার ঘটনা বর্ণনা করে, যেখানে আল্লাহ আবরাহার সেনাবাহিনী থেকে কাবাকে রক্ষা করেন। এটি আল্লাহর সমস্ত শক্তির প্রমাণ, যা দেখায় যে কোন দুনিয়াভিত্তিক শক্তি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। এই সূরা আল্লাহর কর্তৃত্বকে স্বীকার করার আহ্বান জানায় এবং কৃতজ্ঞতা ও উপাসনার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাতে উৎসাহিত করে।

অন্যান্য সূরার সাথে সংযোগ:
সূরা আল-ফিল সূরা কুরাইশের সাথে সম্পর্কিত, কারণ উভয়ই কাবা এবং কুরাইশের উপর আল্লাহর বরকত ও রক্ষার কথা তুলে ধরে। একসাথে, এগুলি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং একমাত্র আল্লাহর উপাসনার গুরুত্বের স্মরণ করিয়ে দেয়।

আয়াতের মধ্যে সম্পর্ক:
আয়াতগুলির মধ্যে একটি যৌক্তিক পরিসমাপ্তি রয়েছে: আল্লাহর প্রশ্ন, তাঁর হস্তক্ষেপ, শাস্তির উপায় এবং আবরাহার সেনাবাহিনীর ধ্বংস। এই সূরা আল্লাহর সর্বোচ্চ শক্তি এবং তাঁর পবিত্র গৃহের সুরক্ষার বার্তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

৩.১২ সূরা আল-হুমাজাহ

৩.১২.১ সূরা আল-হুমাজাহর পরিচিতি

নাম এবং অর্থ:
"আল-হুমাজাহ" শব্দটির অর্থ "নিন্দুক" বা "অবজ্ঞাকারী," এবং এটি তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে যারা malicious গসপি, তাচ্ছল্য বা ক্ষতি করার মাধ্যমে অন্যদের অবমাননা করে। এই সূরা এমন তুচ্ছ আচরণের বিরুদ্ধে এবং তাদের কঠোর পরিণতির বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

প্রকাশের স্থান এবং সময়:
সূরা আল-হুমাজাহ একটি মক্কী সূরা, যা প্রেরণার প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু মক্কার সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা যেমন অহংকার, ধনসম্পদে অতিরিক্ত আসক্তি, এবং অন্যদের প্রতি অবজ্ঞা প্রতিফলিত করে।

প্রকাশের কারণ (আসবাস আন-নুজুল):
এই সূরা মক্কায় এমন কিছু ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া হিসেবে অবতীর্ণ হয় যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাচ্ছল্য করত এবং সমাজের দুর্বল সদস্যদের হেয় করত। এটি এমন আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কতা প্রদান করে এবং অহংকার ও গীবত করার আধ্যাত্মিক পরিণতির ওপর জোর দেয়।

প্রধান থিম এবং বার্তা:
সূরা আল-হুমাজাহ গীবত, গসপি এবং বস্তুগত ধনসম্পদের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসার ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক করে। এটি তাদেরকে নিন্দা করে যারা অন্যদের অপমান করে অথবা তাদের ধনসম্পদকে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবহার করে এবং এমন ব্যক্তিদের জন্য কঠোর শাস্তির পূর্বাভাস দেয়। সূরাটি পরকালে এই ব্যক্তিদের জন্য অপেক্ষমাণ শাস্তি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে।

৩.১২.২ সূরা আল-হুমাজাহর আয়াতসমূহ

আয়াত ১: "وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ" (Wailun likulli humazatin lumazah)
"অকল্যাণ প্রতি স্ল্যান্ডার এবং তাচ্ছল্যকারী ব্যক্তির জন্য।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়াইলুন (وَيْلٌ):** "অকল্যাণ" বা "শাপ," এটি এমন আচরণকারী ব্যক্তির জন্য কঠোর সতর্কতা বা অভিশাপ।
- **লিকুল্লি (لِّكُلِّ):** "প্রতি," এটি এমন সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যারা এই ধরনের আচরণ প্রদর্শন করে।

- **হুমাজাহ (هُمَزَةٍ):** "স্ল্যান্ডার," যা অন্যদের কথা দ্বারা অবমাননা বা নিন্দা করার প্রতি ইঙ্গিত করে।
- **লুমাজাহ (لُّمَزَةٍ):** "তাচ্ছিল্যকারী," যা অন্যদের হেনস্থা বা অবমাননা করার জন্য অঙ্গভঙ্গি বা কার্যকলাপের মাধ্যমে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে নির্দেশ করে।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনু কাথির:** এই আয়াতটি সতর্ক করে যে, যারা অন্যদের ক্ষতি করে কথাবার্তা বা কাজের মাধ্যমে, আল্লাহ তাদের এই আচরণ অপছন্দ করেন।
- **আল-কুরতুবি:** "হুমাজাহ" মৌখিক অপমানকে নির্দেশ করে, যখন "লুমাজাহ" অঙ্গভঙ্গি বা শারীরিক অবজ্ঞা সম্বন্ধে।
- **ইবনু আশুর:** এই আয়াতটি অহংকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারকে সমালোচনা করে যা অন্যদের অবমাননা করতে ব্যবহৃত হয়।
- **আর-রাযি:** এটি ইসলামিক নৈতিক মানদণ্ডের প্রতি জোর দেয় যা অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির দাবি করে।
- **আল-আলুসি:** তিনি জোর দেন যে এই ধরনের আচরণ শুধুমাত্র সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং আত্মাকে দূষিত করে।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **তাত্ত্বিক:** এই আয়াতটি সঠিক নৈতিক আচরণ এবং অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাকে বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিপাদন করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুমিনদের তাদের কথাবার্তা ও কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখার এবং অন্যদের প্রতি মর্যাদার সাথে আচরণ করার জন্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মুমিনদের গীবত, অপমান এবং অন্যদের ক্ষতি করার আচরণ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। এটি আত্মসংযম এবং নেতিবাচক অভ্যাসের পরিশুদ্ধির প্রতি আহ্বান জানায়।

আয়াত ২: "الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ" (Alladhee jama’a maalaw wa ‘addadah)
"যে ব্যক্তিটি সম্পদ সংগ্রহ করে এবং তা গুণে গুণে রাখে।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আল্লাযী (الَّذِي):** "যে," এটি আগের আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদের প্রতি নির্দেশ করে।
- **জমা' (جَمَعَ):** "সংগ্রহ করে," যা সম্পদ সঞ্চয় করার প্রতি অদৃশ্য আকর্ষণ বা আসক্তি নির্দেশ করে।

- **মাল (مَالًا):** "সম্পদ," এটি ভৌত সম্পদ বা ধন-সম্পদকে বোঝায়।
- **ওয়া 'অদ্দাদাহু (وَعَدَّدَهُ):** "এবং গুণে গুণে রাখে," যা সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ বোঝায়।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনু কাথির:** এই আয়াতটি তাদের সমালোচনা করে যারা স্বার্থপরভাবে সম্পদ সংগ্রহ করে, সামাজিক দায়িত্বগুলি উপেক্ষা করে।
- **আল-কুরতুবি:** এটি সম্পদের সঞ্চয় করার অহংকার এবং গর্বকে তুলে ধরে, যা সম্পদকে ভালো কাজে ব্যবহার না করে।
- **ইবনু আশুর:** সম্পদ গুণে গুণে রাখার মানে হল বস্তুগত বিষয়ের প্রতি অন্ধ ভালোবাসা এবং এর পার্থিব প্রকৃতির প্রতি অবহেলা।
- **আর-রাযি:** এই আয়াতটি সেসব মানুষদের বিরুদ্ধে শাস্তির আহ্বান জানায় যারা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের চেয়ে সম্পদকে বেশি মূল্য দেয়।
- **আল-আলুসি:** এটি সম্পদকে মিথ্যা নিরাপত্তা হিসেবে তুলে ধরে, যা মানুষের আধ্যাত্মিক দায়িত্বগুলোকে থেকে তাদের বিভ্রান্ত করে।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **তাত্ত্বিক:** সম্পদ আল্লাহর একটি পরীক্ষা, যা সঠিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে এবং অন্যদের সাথে ভাগ করতে হবে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যেন তারা তাদের সম্পদকে জীবনদর্শন ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যগুলোর জন্য ব্যবহৃত করে, এবং তা যেন তাদের জীবনকে শাসন না করে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মুমিনদের তাদের সম্পদ ভালো কাজের জন্য ব্যবহার করতে এবং লোভ ও বস্তুবাদিতা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। এটি দানশীলতা এবং সামাজিক দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ দেয়।

আয়াত ৩: "يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ" (Yahsabu anna maalahu akhladah)
"সে মনে করে যে তার সম্পদ তাকে চিরকাল বাচিয়ে রাখবে।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ইয়াহসাবু (يَحْسَبُ):** "মনে করে," যা সম্পদের স্থায়িত্বের প্রতি এক অবাস্তব বিশ্বাসকে নির্দেশ করে।
- **আন্না (أَنَّ):** "যে," এটি ভুল বিশ্বাসের দৃঢ়তা নির্দেশ করে।
- **মালাহু (مَالَهُ):** "তার সম্পদ," যার ওপর তার মিথ্যা আস্থা।
- **আখলাদাহু (أَخْلَدَهُ):** "তাকে চিরকাল বাচিয়ে রাখবে," যা সম্পদকে চিরস্থায়ী নিরাপত্তার উপকরণ হিসেবে বিশ্বাস করা বোঝায়।

• **স্কলারদের ব্যাখ্যা:**

- **ইবনু কাথির:** ব্যক্তি ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে, সম্পদ তাকে মৃত্যু ও হিসাব থেকে রক্ষা করবে।
- **আল-কুরতুবি:** এই আয়াতটি সম্পদকে স্থায়ী সুখ বা সুরক্ষা হিসেবে ভাবার অমূলকতা তুলে ধরে।
- **ইবনু আশুর:** এটি বস্তুবাদী সফলতার অহংকারকে সমালোচনা করে, যা জীবনের নশ্বরতার প্রতি অজ্ঞতা সৃষ্টি করে।
- **আর-রাযি:** সম্পদকে চিরকাল বাচানোর উপায় হিসেবে বিশ্বাস করা একটি গুরুতর আধ্যাত্মিক ভুল।
- **আল-আলুসি:** এই আয়াতটি অস্থায়ী পৃথিবীজুড়ে বস্তুগত সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতার আধ্যাত্মিক বিপদগুলি তুলে ধরে।

• **ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:**

- **তাত্ত্বিক:** শুধুমাত্র আল্লাহ-ই প্রকৃত নিরাপত্তা এবং চিরকালীন জীবন দিতে পারেন; সম্পদ অস্থায়ী।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা তাদের আধ্যাত্মিক সাফল্য চিরস্থায়ী ঈমান এবং সৎ কাজের মাধ্যমে অর্জন করবে, শুধুমাত্র বস্তুগত লাভের মাধ্যমে নয়।

• **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:**

- এই আয়াতটি মুমিনদের বস্তুগত সম্পদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর না করতে উৎসাহিত করে এবং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করে।

আয়াত ৪: "كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ" (Kalla layunbathanna fi al-hutamah)
"না! নিশ্চিতভাবে, তাকে ধ্বংসকারী (ফুলিয়ে দেওয়া আগুনে) নিক্ষিপ্ত করা হবে।"

• **শব্দ বিশ্লেষণ:**

- **কল্লা (كَلَّا):** "না!" এটি তার ভুল সুরক্ষা বা আশার শক্ত বিরোধিতা।
- **লইউনবাথান্না (لَيُنبَذَنَّ):** "নিক্ষিপ্ত করা হবে," যা তার অবধারিত পরিণতি নির্দেশ করে।
- **ফি আল-হুতামাহ (فِي الْحُطَمَةِ):** "ধ্বংসকারী (অগ্নি) তে," এটি এক বিভীষিকাময় শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে যা নরককে বোঝায়।

• **স্কলারদের ব্যাখ্যা:**

- **ইবনু কাথির:** তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হবে, যেখানে তার সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।
- **আল-কুরতুবি:** "হুতামাহ" সম্পদের অহংকার ও গর্বের ক্ষয়-ক্ষতি এবং আল্লাহর বিচারকে প্রতিনিধিত্ব করে।
- **ইবনু আশুর:** "হুতামাহ" একটি ধ্বংসাত্মক শক্তি, যা সমস্ত বস্তুগত সম্পদ পোড়ে এবং তাদের অস্থায়ী প্রকৃতির সামনে এনে দাঁড় করায়।
- **আর-রাযি:** এই আয়াতটি সতর্ক করে যে, সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ আধ্যাত্মিক ও শারীরিক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।
- **আল-আলুসি:** তিনি বলেন যে, নরক সমস্ত মিথ্যা ও বিভ্রম ধ্বংস করে দেবে, বিশেষত মানুষের সম্পদের প্রতি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **তাত্ত্বিক:** আয়াতটি আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি গুরুত্ব দেয় এবং তা স্পষ্ট করে যে, কোনো বস্তুগত উপায় দিয়ে শাস্তি এড়ানো যায় না।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর কাছে শুধুমাত্র সৎ কাজ এবং ঈমানের মূল্য রয়েছে, আর সম্পদ পরকালে কোনো সুরক্ষা প্রদান করবে না।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মুমিনদের সম্পদে আকর্ষণ কমিয়ে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের দিকে মনোনিবেশ করার প্রেরণা দেয়, জানিয়ে যে, বস্তুগত সম্পদ নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে না।

আয়াত ৫: "وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ" (Wama adraka ma al-hutamah)
"তুমি কি জানো না, সেই ধ্বংসকারী কী?"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়া মা আদরাকা (وَمَا أَدْرَاكَ):** "তুমি কি জানো না," এটি একটি রেটোরিক্যাল প্রশ্ন যা তার শাস্তির ব্যাপকতা এবং অনুগ্রহহীনতার মাত্রাকে প্রতিস্থাপন করে।
- **মা আল-হুতামাহ (مَا الْحُطَمَةُ):** "ধ্বংসকারী কী," এটি নরকের আগুনের বর্ণনা, যা একটি ধ্বংসাত্মক এবং অতিক্রমযোগ্য শক্তি।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনু কাথির:** তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে এই আয়াতটি "হুতামাহ"-এর অসীম এবং অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতিকে তুলে ধরে, এর তীব্রতা এবং বিপদের দিকে আলোকপাত করে।

- **আল-কুরতুবী:** তিনি এই রেটোরিক্যাল প্রশ্নটিকে একটি উপায় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যা তাদের জন্য শাস্তির ভয়াবহতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে।
- **ইবনু আশুর:** এটি নরকের প্রকৃত পরিণতির একটি পরিচয়, যা তার অদ্বিতীয়তা এবং ধ্বংসাত্মক শক্তির ওপর জোর দেয়।
- **আর-রাযী:** তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে "আদরাকা" এখানে ব্যবহৃত হয়েছে মানব মনকে "হুতামাহ"-এর তীব্রতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষমতার সংকেত হিসেবে।
- **আল-আলুসী:** তিনি বলেন যে, এই রেটোরিক্যাল পদ্ধতিটি শ্রোতার মধ্যে আতঙ্ক এবং ভয় সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে তারা তাদের কাজের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করবে।

• **ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:**

- **তাত্ত্বিক:** এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে, নরক শুধুমাত্র একটি শাস্তি নয়, বরং আল্লাহর ন্যায়বিচারের প্রকাশ যা অহংকার ও লোভের বিরুদ্ধে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি একজনের কাজের গুরুত্ব এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দৃঢ়তা এবং সততার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

• **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:**

- এই আয়াতটি মুমিনদের তাদের কাজের প্রতি চিন্তা এবং সচেতনতা জাগাতে উৎসাহিত করে, যাতে তারা আল্লাহর অমত্মিম শাস্তি থেকে মুক্ত থাকে।

আয়াত ৬: "نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ" (Naru Allahi al-muqadah)
"এটি আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন।"

• **শব্দ বিশ্লেষণ:**

- **নারে আল্লাহ (نَارُ اللَّهِ):** "আল্লাহর আগুন," এটি আল্লাহ দ্বারা সরাসরি প্রজ্জ্বলিত আগুন বোঝায়, যা পৃথিবীজুড়ে থাকা অন্য আগুনের মতো নয়।
- **আল-মুকাদাহ (الْمُوقَدَةُ):** "প্রজ্জ্বলিত," যা ইঙ্গিত দেয় যে এটি স্থায়ীভাবে জ্বলন্ত এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বজায় রাখা হয়।

• **স্কলারদের ব্যাখ্যা:**

- **ইবনু কাথির:** তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই আগুনটি আল্লাহর দ্বারা নির্দিষ্টভাবে তৈরি করা হয়েছে চূড়ান্ত শাস্তির রূপে।
- **আল-কুরতুবী:** তিনি এটিকে আল্লাহর ইচ্ছায় প্রজ্জ্বলিত আগুন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা এর অধিবাসীদের জন্য অব্যাহতি ও চিরকালীন শাস্তি নিশ্চিত করে।
- **ইবনু আশুর:** তিনি এই আয়াতটিকে নরকের আগুনের অবিরাম প্রকৃতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা কখনো নিভে না।

- **আর-রাযী:** তিনি বলছেনে যে, এই আগুনটি তুলনাহীন, যা আল্লাহর ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন করতে তৈরী।
- **আল-আলুসী:** তিনি বলেনে যে, এর অবিরাম প্রকৃতি অহংকার ও মুনাফিকির পরিণতি প্রতিফলিত করে।

• **ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:**

- **তাত্ত্বিক:** এই আয়াতটি আল্লাহর ক্ষমতা ও ন্যায়বিচারের ওপর জোর দেয়।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের আধ্যাত্মিক দায়িত্বগুলিকে অবহেলা করলে এবং সৎ উদ্দেশ্যে না থাকলে কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছে।

• **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:**

- এই আয়াতটি মুমিনদের তাদের অগ্রাধিকারগুলি নিয়ে চিন্তা করতে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের প্রতি মনোযোগী হতে উৎসাহিত করে, যাতে তারা আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারে।

আয়াত ৭: "الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ" (Allati tattali'u 'ala al-af'idah)
"যা হৃদয়ের ওপর ওঠে।"

• **শব্দ বিশ্লেষণ:**

- **আল্লাতি (الَّتِي):** "যা," এটি আগের আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর আগুনকে নির্দেশ করে।
- **তত্তালিউ (تَطَّلِعُ):** "ওঠে" বা "পৌঁছে," যা আগুনের তীব্রতা এবং এর গভীরে প্রবাহিত ক্ষমতাকে বোঝায়।
- **আলা আল-আফিদাহ (عَلَى الْأَفْئِدَةِ):** "হৃদয়ের ওপর," যা বোঝায় যে শাস্তির প্রভাব মানুষের অন্তরতম অংশ, তাদের অস্তিত্ব এবং মূলত্বে পৌঁছায়।

• **স্কলারদের ব্যাখ্যা:**

- **ইবনু কাথির:** তিনি ব্যাখ্যা করছেনে যে আগুনের হৃদয়ে প্রভাব নিশ্চিত করে যে, এটি অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং কষ্ট সৃষ্টি করে, যা ব্যক্তির অস্তিত্বের গভীরে পৌঁছে যায়।
- **আল-কুরতুবী:** তিনি এটিকে এই আগুনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যাখ্যা করছেনে, যা হৃদয়কে, যা বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যের আসন, লক্ষ্য করে।
- **ইবনু আশুর:** তিনি এই আয়াতটিকে শাস্তির মানসিক ও আধ্যাত্মিক কষ্টের প্রতিফলন হিসেবে দেখেছেনে, যা শারীরিক যন্ত্রণা ছাড়াও।
- **আর-রাযী:** তিনি বলেনে যে, আগুনের হৃদয়ে পৌঁছানোর ক্ষমতা একে স্বার্থপরতা এবং আভ্যন্তরীণ পাপ প্রকাশ করার প্রতীক।

- **আল-আলুসি:** তিনি বলছেন যে, হৃদয়ের লক্ষ্য করা আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিফলিত করে, যা অহংকার, লোভ এবং অখ্রান্ততার মূল উৎপাটন করে।

• **ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:**

- **তাত্ত্বিক:** এই আয়াতটি আল্লাহর শাস্তির ব্যাপকতা তুলে ধরে, যা শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিককেই লক্ষ্য করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুমিনদের তাদের হৃদয় এবং উদ্দেশ্যগুলি বিশুদ্ধ রাখার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়, যেহেতু হৃদয় তাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মূল অংশ।

• **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:**

- এই আয়াতটি মুমিনদের তাদের হৃদয়ের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করতে এবং ঈমান ও নম্রতা অর্জন করতে উৎসাহিত করে, যাতে তারা আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা পায়।

আয়াত ৮: "إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ" (Innaha 'alayhim mu'sadah)
"নিশ্চয়ই, এটি তাদের ওপর বন্ধ করে দেওয়া হবে।"

• **শব্দ বিশ্লেষণ:**

- **ইন্নাহা (إِنَّهَا):** "নিশ্চয়ই, এটি," এটি আল্লাহর আগুনকে নির্দেশ করে।
- **আলায়হিম (عَلَيْهِم):** "তাদের ওপর," যা নির্দেশ করে যে শাস্তি তাদের সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করবে।
- **মুআসাদাহ (مُّؤْصَدَةٌ):** "বন্ধ করে দেওয়া" বা "সিল করা," যা বোঝায় যে, তাদের জন্য কোনো পালানোর পথ বা মুক্তি নেই।

• **স্কলারদের ব্যাখ্যা:**

- **ইবনু কাথির:** তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই আগুন তাদের ওপর সিল হয়ে থাকবে, এবং তাদের পালানোর কোনো উপায় থাকবে না।
- **আল-কুরতুবি:** তিনি এই সিলিংটি শাস্তির চূড়ান্ততা এবং মুক্তির অনুপস্থিতির প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।
- **ইবনু আশুর:** তিনি এটিকে নরকের আগুনের অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতি হিসেবে দেখেছেন, যা অবিচলিত অহংকার এবং পাপের ফলাফল।
- **আর-রাযি:** তিনি বলছেন যে, সিলিংটি আল্লাহর ন্যায়বিচারের নিশ্চিতকরণ, যা শাস্তিকে একেবারে অব্যাহত এবং অপ্রতিরোধ্য করে তোলে।
- **আল-আলুসি:** তিনি বলেন যে, "মুআসাদাহ" শব্দটি নরকের suffocating এবং চাপের প্রকৃতির প্রতীক।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **তাত্ত্বিক:** আয়াতটি আল্লাহর শাস্তির অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিফলিত করে, যারা তাদের পাপের জন্য অনুশোচনা না করে অবিচল থাকে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুমিনদের সতর্ক করে দেয় তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ এবং অন্যদের প্রতি অবহেলা না করতে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মুমিনদের আত্মবিশ্বাস এবং ঈমানের প্রতি তীব্র মনোযোগ দিতে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করে, কারণ আল্লাহর ন্যায়বিচার অত্যন্ত গুরু

আয়াত ৯: "فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ" (Fi 'amadin mumaddadah)
"বিস্তৃত স্তম্ভগুলির মধ্যে।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ফি আমাদিন (فِي عَمَدٍ):** "স্তম্ভগুলির মধ্যে," যা সীমাবদ্ধতা এবং আটকে থাকার ইঙ্গিত দেয়।
- **মুমাদ্দাহ (مُّمَدَّدَةٍ):** "বিস্তৃত" বা "প্রসারিত," যা শাস্তির বিস্তৃতি বা স্থায়ীত্বের ইঙ্গিত দেয়।

• স্কলারদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনু কাথির:** তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই বিস্তৃত স্তম্ভগুলি বন্দীদের এমনভাবে আটকে রাখবে যে তারা পালাতে পারবে না।
- **আল-কুরতুবি:** তিনি এটিকে নরকের চিরস্থায়ী এবং সংকীর্ণ প্রকৃতির বর্ণনা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।
- **ইবনু আশুর:** তিনি এই আয়াতটিকে শাস্তির অপ্রতিরোধ্য এবং চলমান প্রকৃতির ওপর জোর দিয়েছেন।
- **আর-রাযি:** তিনি স্তম্ভগুলির চিত্রকল্পকে একটি রূপক হিসেবে দেখেছেন, যা নরকে কষ্ট এবং সীমাবদ্ধতার গভীরতা বোঝায়।
- **আল-আলুসি:** তিনি বলেছেন যে, বিস্তৃত স্তম্ভগুলি শাস্তির স্থায়িত্ব এবং সবকিছু আচ্ছন্ন করার প্রকৃতির প্রতীক।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **তাত্ত্বিক:** এই আয়াতটি আল্লাহর শাস্তির চিরস্থায়ী এবং অবিচলিত প্রকৃতির ওপর জোর দেয়, যারা অনুতাপ না করে নিজেদের সংশোধন করে না।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর রহমত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেরি না করে, তাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে হবে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মুমিনদের তাদের কাজগুলি পর্যালোচনা করতে এবং আল্লাহর নির্দেশের সাথে তাদের জীবনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে উৎসাহিত করে, যাতে তারা এমন এক পরিণতির সম্মুখীন না হয়।

৩.১২.৩ সারাংশ এবং সংযোগ

সুরার সারাংশ
সূরা আল-হুমাজাহ গীবত, অহংকার এবং ভোগবাদিতার নিন্দা করে, আখিরাতে এর কঠোর পরিণতির সতর্কতা প্রদান করে। এটি জাহান্নামকে এমন একটি শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করে যা আত্মায় প্রবেশ করে, যা বিনয়, দানশীলতা এবং অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

অন্যান্য সুরার সঙ্গে সংযোগ
এই সূরা সূরা আল-মুতাফফিফিন-এর পরিপূরক, যা অনৈতিক আচরণ এবং লোভের নিন্দা করে। উভয় সূরাতেই অহংকার এবং ভোগবাদিতার আধ্যাত্মিক পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াতগুলোর মধ্যে সম্পর্ক
সূরা শুরু হয় অনৈতিক আচরণের বর্ণনার মাধ্যমে, তারপরে ভোগবাদের মিথ্যাচারের ওপর আলোকপাত করা হয়, এবং শেষে হয় সেই ব্যক্তিদের জন্য আখিরাতে আসন্ন কঠিন শাস্তির বর্ণনা দিয়ে। এর কাঠামো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজ এবং তাদের চূড়ান্ত পরিণতির মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে।

৩.১৩ সূরা আল-আসর

৩.১৩.১ সূরা আল-আসর-এর পরিচিতি

নাম এবং অর্থ
"আল-আসর" শব্দের অর্থ "সময়" বা "অপরাহ্ণ"। এটি সময়ের ক্ষণস্থায়ী এবং মূল্যবান প্রকৃতিকে প্রতীকিত করে। এই সূরায়, সময় জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কাটানো মুহূর্তগুলির গুরুত্ব বোঝায়, যেখানে প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান এবং জীবন ছোট।

প্রকাশের স্থান এবং সময়
সূরা আল-আসর একটি মাক্কি সূরা, যা প্রেরেকের মিশনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। এটি একটি ক্ষুদ্র, অত্যাচারিত মুসলিম সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি তাদের জন্য একটি উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের আহ্বান হিসেবে কাজ করেছিল, তাদেরকে প্রতিকূলতার মধ্যে তাদের নীতিগুলি অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল।

অবতীর্ণ হওয়ার কারণ (আসাব আন-নুজুল)
এই সূরা মুমিনদের সময়ের মূল্য মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং চারটি মূল গুণের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে যা জীবনকে ক্ষতি মুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। এটি প্রাথমিক মুসলিম সম্প্রদায়কে দিকনির্দেশনা এবং শক্তি দিয়েছিল এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদন এবং উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন থেকে বিরত থাকতে সতর্কবার্তা প্রদান করেছিল।

থিম এবং মূল বার্তা
সূরা আল-আসর এটিকে তুলে ধরে যে, মানবতা হানির মধ্যে রয়েছে যদি না তা চারটি মূল নীতির প্রতি অঙ্গীকার করে: ঈমান, সৎকর্ম, সত্য প্রচার এবং ধৈর্য ধারণ। এটি আত্মপালন ও আত্মবিশ্লেষণের আহ্বান জানায় এবং ব্যক্তিদের জীবনকে ঈমান, ভাল কাজ এবং পারস্পরিক সহায়তার উপর কেন্দ্রীভূত করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩.১৩.২ সূরা আল-আসর-এর আয়াতসমূহ

আয়াত ১: "وَالْعَصْرِ" (ওয়াল-আসর)
"সময়ের শপথ!"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়াল-আসর (وَالْعَصْرِ):** "সময়ের শপথ," একটি শপথ যেখানে আল্লাহ সময় বা অপরাহ্ণের শপথ করছেন। সময় মানবজীবনের একটি সীমানিত এবং মূল্যবান সম্পদ, যা জীবনকে সংজ্ঞায়িত করে।

• বাগতিক ব্যাখ্যা:

- **ইবনু কাথরি:** আল-আসর অপরাহ্ণরে সময়কে নর্দিশে করে, যা দনিরে শষে সময়, যা আমাদরে জীবনরে ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি মনে করয়িে দয়ে।
- **আল-কুরতুবি:** সময় সৃষ্টরি সমস্ত কছিু প্রতনিধিত্বি করে এবং এর পরবির্তনশীল প্রকৃতরি বরিুদ্ধে মানবতার সংগ্রামকে তুলে ধরে।
- **ইবনু আশুর:** সময় ইতহিাস থকেে শক্ষিা নওেয়ার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে এবং জীবনরে অস্থায়ীত্ব বোঝায়।
- **আর-রাযি:** আল্লাহ সময়রে শপথ করে তার গুরুত্ব নশ্চিতি করছেনে এবং মানুষরে জন্য এর অমূল্য মূল্য স্মরণ করয়িে দনে।
- **আল-আলুসি:** সময় জীবনরে সীমতি প্রকৃতরি এবং হসিাবরে অপরহিার্যতা সম্পর্কে একটি বশ্বিজনীন স্মরণ।

• থওিলজকি্যাল এবং আধ্যাত্মকি প্রতফিলন:

- **থওিলজি:** সময়রে শপথ দ্বারা আল্লাহ তার সৃষ্টরি উপর কর্তৃত্বরে কথা তুলে ধরনে এবং মানুষরে কর্মরে জন্য তাদরে দায়ত্বিজ্ঞানী করে তোলনে।
- **আধ্যাত্মকিতা:** এই আয়াত বশ্বিাসীদরেকে সজাগ থাকতে উত্সাহতি করে, বুঝয়িে দয়ে যে প্রতটিি মুহূর্ত আল্লাহর পক্ষ থকেে একটি উপহার।

• দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত বশ্বিাসীদরেকে তাদরে সময়রে সদ্ব্যবহার করতে অনুপ্রাণতি করে, প্রতটিি দনিকে অর্থপূর্ণ সদ্ধিান্ত এবং ব্যক্তগিত বৃদ্ধরি সুযোগ হসিবেে দখোর আহ্বান জানায়।

আয়াত ২: "إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ" (ইন্না আল-ইনসানা লাফি খুসর)
"নশ্চিয়ই, মানবতা ক্ষতরি মধ্যে রয়ছে।"

• শব্দ বশ্লিষেণ:

- **ইন্না (إِنَّ):** "নশ্চিয়ই," এই বাক্যটরি নরিপক্ষেতা ও নশ্চিয়তাকে দৃঢ়ভাবে জোর দয়ে।
- **আল-ইনসান (الْإِنسَانَ):** "মানবতা," সমস্ত মানুষকে নর্দিশে করে, কোনো ব্যতক্রিম ছাড়াই।
- **লাফি খুসর (لَفِي خُسْرٍ):** "ক্ষতরি মধ্যে রয়ছে," এটি এমন একটি অবস্থা নর্দিশে করে যখোনে কছিু নর্দিষ্ট কর্ম এবং অঙ্গীকার ব্যতীত মানবতা সৃষ্টগিতভাবে পরাজতি।

• বাগতকি ব্যাখ্যা:

- **ইবনু কাথরি:** মানবতা স্বাভাবকিভাবে ক্ষতরি মধ্যে রয়ছে কারণ বশেরিভাগ মানুষ তাদরে সময় ভোগবাদী বষিয়ে অপচয় করে, যা পরকালীন জীবনে কোনো মূল্য নইে।
- **আল-কুরতুবি:** এই আয়াত মানবতার প্রাকৃতকি অবস্থাকে তুলে ধরে, যারা ঈমান এবং সৎকর্মরে দকিে সক্রয়িভাবে এগয়িে না গলেে পরাজতি হবে।

- **ইবনু আশুর:** আয়াতটি মানবতার নাজুক অবস্থান বর্ণনা করে, যা নির্দেশ করে যে সঠিক পথ এবং ভালো কাজ ছাড়া মানুষের পরাজয় অনিবার্য।
- **আর-রাযি:** এই আয়াত একটি সতর্কতা হিসেবে কাজ করে, মানুষের দৈনন্দিন পছন্দের পরিণতি বুঝে নেওয়ার আহ্বান জানায়।
- **আল-আলুসি:** ঈমান এবং সৎকর্মের অভাবে, পার্থিব সফলতা অর্থহীন, কারণ চূড়ান্ত গন্তব্য হলো আধ্যাত্মিক হিসাব।

• থিওলজিক্যাল এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **থিওলজি:** আয়াতটি আল্লাহর নির্দেশনা এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি মানুষের অনুগত না থাকার ফলস্বরূপ জীবনের অকার্যকরত্বকে তুলে ধরে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি বিশ্বাসীদেরকে আত্মপালন করতে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে তাদের জীবন আল্লাহর আদেশ এবং উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক থাকতে এবং অপচয়মূলক কাজগুলি এড়িয়ে চলতে উৎসাহিত করে, যাতে তারা আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

আয়াত ৩: "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ" (ইল্লা আল্লাদ্বীনা আমানু ওয়া 'আমলু আস-সালিহাতি ওয়া তাওয়াসাও বি-ল-হাক্কি ওয়া তাওয়াসাও বি-স-সাবরি)
"যারা বিশ্বাস করেছে, সৎকর্ম করেছে, একে অপরকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্যের প্রতি উপদেশ দিয়েছে।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ইল্লা (إِلَّا):** "এটি ছাড়া," যা ক্ষতির অবস্থা থেকে একমাত্র ব্যতিক্রম নির্দেশ করে।
- **আল্লাদ্বীনা আমানু (الَّذِينَ آمَنُوا):** "যারা বিশ্বাস করেছে," যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রাখে।
- **ওয়া 'আমলু আস-সালিহাত (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ):** "এবং সৎকর্ম করেছে," বিশ্বাসের সাথে সৎকর্মের অন্তর্ভুক্তি জরুরি।
- **ওয়া তাওয়াসাও বি-ল-হাক্কি (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ):** "এবং একে অপরকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিয়েছে," যা সৎ ও ন্যায়পরায়ণতা প্রচার করার গুরুত্ব বুঝায়।
- **ওয়া তাওয়াসাও বি-স-সাবরি (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ):** "এবং একে অপরকে ধৈর্যের প্রতি উপদেশ দিয়েছে," যা স্থিরতা এবং ধৈর্যের গুরুত্ব তুলে ধরে।

• বাগতিক ব্যাখ্যা:

- **ইবনু কাথির:** এই আয়াতে মুক্তির জন্য চারটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে: বিশ্বাস, সৎকর্ম, সত্য এবং ধৈর্য।
- **আল-কুরতুবি:** এই গুণগুলির মধ্যে প্রতিটি অপরটির জন্য অপরিহার্য, একটির অভাবে অন্য তিনটি পূর্ণ হতে পারে না।
- **ইবনু আশুর:** এই মূলনীতিগুলি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনযাত্রার জন্য সহায়ক, যা ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়িক দায়িত্বের গুরুত্ব তুলে ধরে।
- **আর-রাযি:** সত্য এবং ধৈর্যের গুণাবলী সমাজে ব্যক্তির সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্ব তুলে ধরে।
- **আল-আলুসি:** একত্রে এই গুণাবলী ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত সফলতা নিশ্চিত করে, বিশ্বাস এবং নৈতিকতার বন্ধনকে শক্তিশালী করে।

• থিওলজিক্যাল এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **থিওলজি:** আয়াতটি বিশ্বাস, সৎকর্ম এবং সামাজিক দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এটি বিশ্বাসীদেরকে তাদের ঈমান পুষ্পিত করতে, সৎকর্ম করতে, এবং অন্যদেরকে সত্য এবং ধৈর্যের পথে সহায়তা করতে অনুপ্রাণিত করে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত বিশ্বাসীদেরকে তাদের ঈমানকে সক্রিয়ভাবে পালন করতে উৎসাহিত করে, সৎকর্মের মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণতা প্রচার করতে এবং তাদের সম্প্রদায়ে ধৈর্য এবং স্থিরতা বৃদ্ধি করতে।

৩.১৩.৩ সারাংশ এবং সংযোগ

সূরা আল-আসর-এর সারাংশ:
সূরা আল-আসর সময় এবং আত্ম-পর্যালোচনার গুরুত্বের একটি সংক্ষিপ্ত, তবে গভীর স্মরণ। এটি উল্লেখ করে যে মানবতা যদি চারটি মূলনীতির অনুসরণ না করে—ঈমান, সৎকর্ম, সত্যের প্রতি আনুগত্য, এবং ধৈর্য—তাহলে এটি ক্ষতির মধ্যে থাকে। এই গুণাবলী একটি অর্থপূর্ণ জীবন পরিচালনার রোডম্যাপ প্রদান করে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এবং পরকালে সফলতা নিশ্চিত করে।

অন্যান্য সূরার সাথে সংযোগ:
সূরা আল-আসর অন্যান্য সূরার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেমন সূরা আল-জালযালা, যা মানুষের কর্মের জন্য হিসাবের উপর গুরুত্ব দেয়। উভয় সূরা সেই নীতি সন্নিবেশিত করে যে সচেতন, সৎ জীবনযাপন পরকালীন মুক্তির জন্য অপরিহার্য।

আয়াতগুলির মধ্যে সম্পর্ক:
সূরা সময়ের শপথ দিয়ে শুরু হয়, তারপরে মানবতার ক্ষতির প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি

সতর্কতা দেয়। এটি একটি মুক্তির সমাধান উপস্থাপন করে, ঈমান, সৎকর্ম, সত্য এবং ধৈর্যকে সফলতার চারটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করে। এই অগ্রগতিটি কর্ম, বিশ্বাস এবং সম্প্রদায়িক সহায়তার আন্তঃসম্পর্কিততাকে শক্তিশালী করে।

৩.১৪ সূরা আত-তাকাথুর

৩.১৪.১ সূরা আত-তাকাথুরের পরিচিতি

নাম এবং অর্থ

"আত-তাকাথুর" শব্দটির অর্থ হলো "অধিকিতায় প্রতিযোগিতা" বা "আরও পাওয়ার প্রতিযোগিতা।" এটি মানবজাতির ধন-সম্পদ, উপকরণ এবং মর্যাদার প্রতি আসক্তি নির্দেশ করে, যা তাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের ক্ষতির সম্মুখীন। সূরা এই ভোগবাদী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এসব প্রতিযোগিতা পরকালে কোন মূল্য ধারণ করে না।

প্রকাশের স্থান এবং সময়

সূরা আত-তাকাথুর একটি মক্কি সূরা, যা নবী মুহাম্মদ (সা.) এর মিশনের প্রথম দিকের সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই সময়ে মক্কার সংস্কৃতি ধন-সম্পদ এবং মর্যাদার জন্য প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই সূরা প্রথম মুসলমানদের এবং সমগ্র মানবজাতিকে ধন-সম্পদ এবং নীচ প্রকৃতির প্রতিযোগিতার অপকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল।

প্রকাশের কারণ (আসাবান-নুজুল)

এই সূরা কুরায়শদের মধ্যে ধন এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি প্রতিযোগিতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নাজিল হয়েছিল। তারা তাদের ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার মধ্যে গর্বিত ছিল এবং আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব ভুলে গিয়েছিল। এই সূরা তাদেরকে তাদের অগ্রাধিকার পুনর্বিবেচনা করতে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সতর্ক করেছিল।

থিম এবং মূল বার্তা

সূরা আত-তাকাথুর মানুষের কাছে ভোগবাদী প্রতিযোগিতা এবং দুনিয়াবী প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা সৃষ্ট বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা প্রদান করে। এটি মানুষকে এই দুনিয়ার অস্থায়ী প্রকৃতি এবং পরকালে অপরিহার্য হিসাবের কথা মনে করিয়ে দেয়। সূরা আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানায়, যা ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১৪.২ সূরা আত-তাকাথুরের আয়াতসমূহ

আয়াত ১: "أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ" (Alhaakumu at-takathur)

"অধিকিতায় প্রতিযোগিতাই আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:
o **Alhaakum (أَلْهَاكُمُ)**: "আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করছে," যা নির্দেশ করে যে, ধন-সম্পদ এবং উপকরণের প্রতি প্রতিযোগিতা মানুষকে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিভ্রান্ত করে।
o **At-Takathur (التَّكَاثُرُ)**: "অধিকতায় প্রতিযোগিতা," যা ধন, মর্যাদা এবং দুনিয়ার উপকরণের প্রতি অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে।

• উত্তম ব্যাখ্যা:
o **ইবন কাসীর**: এই প্রতিযোগিতা এবং ভোগবাদী আসক্তি মানুষকে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাদের আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত করে।
o **আল-কুরতুবী**: তিনি সতর্ক করেন যে, ভোগবাদী প্রতিযোগিতা আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং আল্লাহর প্রতি ইবাদতের ক্ষেত্রে এক অন্যতম বড় বিভ্রান্তি।
o **ইবন আশূর**: তিনি মনে করেন যে, আত-তাকাথুর অনেক আধ্যাত্মিক রোগের মূল কারণ, যেমন অহংকার, লোভ, এবং জীবনের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা।
o **আর-রাজী**: এই বিভ্রান্তি বিশেষভাবে ক্ষতিকর, কারণ এটি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে দুনিয়ার বিষয়বস্তুতে মনোযোগ দেওয়ার জন্য বাধ্য করে, যার ফলে পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করার সময় কমে যায়।
o **আল-আলুসী**: তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, "আরও পাওয়ার প্রতিযোগিতা" দুনিয়ার ধন-সম্পদের স্থায়ী মূল্য থাকার ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে নিহিত, অথচ এটি পরিণতিতে অস্থায়ী।

• আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় প্রতিফলন:
o **ধর্মতত্ত্ব**: আয়াতটি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে আল্লাহ জীবন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন, এবং ভোগবাদী মনোভাব ইবাদত থেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।
o **আধ্যাত্মিকতা**: এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের দুনিয়াবী ইচ্ছাগুলোর মধ্যে মগ্ন না হয়ে, পরকালে উপকারিতামূলক আধ্যাত্মিক লক্ষ্যগুলির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:
o এই আয়াত মুমিনদেরকে তাদের অগ্রাধিকার পুনঃমূল্যায়ন করতে উৎসাহিত করে, ভোগবাদিতা থেকে দূরে থাকতে এবং এমন কাজগুলোতে মনোনিবেশ করতে যা এই পৃথিবী এবং পরকালেও চিরকালীন মূল্য ধারণ করে।

আয়াত ২: "حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ" (Hatta zurtumu al-maqabir)
"যতক্ষণ না তোমরা কবরগুলো পরিদর্শন করো।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:
o **Hatta (حَتَّىٰ)**: "যতক্ষণ না," যা একটি মোড় বা উপলব্ধি নির্দেশ করে।
o **Zurtumu (زُرْتُمُ)**: "তোমরা পরিদর্শন করো," যা কবরের অস্থায়ী অবস্থানে বোঝানো হচ্ছে, যা মৃত্যুতে রূপান্তরিত হয়।
o **Al-maqabir (الْمَقَابِرَ)**: "কবরগুলো," যা মৃত্যু এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে দুনিয়াবী প্রতিযোগিতার কোন মূল্য নেই।

• **উত্তম ব্যাখ্যা**:
o **ইবন কাসীর**: এই আয়াত পরিষ্কারভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষের দুনিয়াবী বিষয়ে আসক্তি কেবল তখনই শেষ হবে, যখন তারা মৃত্যুর বাস্তবতা মুখোমুখি হবে।
o **আল-কুরতুবী**: মৃত্যু একটি সতর্কবার্তা, যা দেখায় যে দুনিয়ার প্রতিযোগিতা পরকালীন চিরকালীন বাস্তবতার সামনে কোন গুরুত্ব রাখে না।
o **ইবন আশূর**: তিনি মৃত্যু বিষয়ক শিক্ষা আলোকপাত করেন, যা দুনিয়াবী প্রতিযোগিতার অপ্রাসঙ্গিকতাকে প্রকাশ করে চিরস্থায়ী বাস্তবতার বিপরীতে।
o **আর-রাজী**: মৃত্যু একমাত্র ঘটনা যা মানুষকে তাদের ভোগবাদী প্রতিযোগিতার তুচ্ছতা বুঝতে বাধ্য করে।
o **আল-আলুসী**: "কবর পরিদর্শন" জীবনযাত্রার অস্থায়ী প্রকৃতি এবং পরকালে অবিচ্ছিন্ন হিসাবের স্মারক।

• **আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় প্রতিফলন**:
o **ধর্মতত্ত্ব**: এই আয়াত জীবনের অস্থায়ী প্রকৃতি এবং পরকালের প্রস্তুতির গুরুত্বকে তুলে ধরে, যেখানে প্রকৃত হিসাব করতে হবে।
o **আধ্যাত্মিকতা**: এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের জীবনকে সচেতনভাবে পরিচালনা করতে হবে, যাতে তাদের আত্মা পরকালের চিরস্থায়ী যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকে।

• **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব**:
o এই আয়াত মুমিনদেরকে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করে এবং দুনিয়াবী উপকরণের সাময়িক মূল্য দ্বারা বিভ্রান্ত না হতে বলে।

৩.১৪.৩ সূরা আত-তাকাথুরের আয়াত ৩-৪

আয়াত ৩-৪: "كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ - ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ" (Kalla sawfa ta'lamoon - Thumma kalla sawfa ta'lamoon)
"না! তোমরা অবশ্যই জানবে। আবারও, না! তোমরা অবশ্যই জানবে।"

• **শব্দ বিশ্লেষণ**:
o **Kalla (كَلَّا)**: "না!" একটি শক্তিশালী অস্বীকৃতি, যা মিথ্যা ধারণাগুলির সংশোধন করে।
o **Sawfa ta'lamoon (سَوْفَ تَعْلَمُونَ)**: "তোমরা অবশ্যই জানবে," যা সত্যের উপলব্ধির এক অদ্বিতীয়তার ওপর জোর দেয়।

• **উত্তম ব্যাখ্যা**:
o **ইবন কাসীর**: পুনরাবৃত্তি আয়াতটির সতর্কতাকে আরো তীব্র করে, যা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দুনিয়াবী প্রতিযোগিতার তুচ্ছতা বুঝবে।
o **আল-কুরতুবী**: এই আয়াতটি দিনের হিসাবের সময় যখন মানুষ তাদের ভোগবাদী প্রচেষ্টার গুরুত্বহীনতা দেখতে পাবে, সে সময়ের বিষয়ে সতর্কতা প্রদান করে।
o **ইবন আশূর**: পুনরাবৃত্তি আয়াতটির মধ্যে দায়বদ্ধতার অনিবার্যতা এবং অবহেলা করার কারণে যে অনুশোচনা হবে, তা তুলে ধরে।
o **আর-রাজী**: এটি একটি কঠোর স্মরণ, যে পরকালীন বাস্তবতা থেকে পালানোর উপায় নেই।

o **আল-আলুসী**: পরকালের সত্যতা এবং বাস্তবতা একদিন সকলের কাছে স্পষ্ট হবে, যা দুনিয়াতে বিভ্রান্তির মাঝে থাকে।

• **আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় প্রতিফলন**:
o **ধর্মতত্ত্ব**: এই আয়াতগুলি আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং তাঁর বিচার দিবসের অনিবার্যতাকে প্রতিফলিত করে।
o **আধ্যাত্মিকতা**: মুমিনদেরকে এই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের সমস্ত কাজের পর্যালোচনা পরকালে হতে হবে এবং তাদের কর্মকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

• **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব**:
o এই আয়াতগুলি মুমিনদেরকে দিনের হিসাবের স্মরণে সচেতন থাকতে উৎসাহিত করে এবং তাদের কর্মকে পরকালীন সফলতার জন্য সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে বলে।

৩.১৪.৪ সূরা আত-তাকাথুরের আয়াত ৫-৬

আয়াত ৫-৬: "كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ - لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ" (Kalla law ta'lamoona 'ilma al-yaqeen - Latarawunna al-jaheem)
"না! যদি তোমরা দৃঢ় জ্ঞানে জানতে, তবে তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে।"

• **শব্দ বিশ্লেষণ**:
o **Kalla (كَلَّا)**: "না!" একটি শক্তিশালী অস্বীকৃতি, যা পরবর্তী বিবৃতির গুরুত্ব এবং সত্যতা নিশ্চিত করে।
o **Law ta'lamoona (لَوْ تَعْلَمُونَ)**: "যদি তোমরা জানত," যা মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা বা উপলব্ধির অভাব নির্দেশ করে।
o **'Ilma al-yaqeen (عِلْمَ الْيَقِينِ)**: "দৃঢ় জ্ঞান," যা পরকাল এবং তার বাস্তবতাগুলোর অটল, নিঃসন্দেহে সত্য জ্ঞানকে বোঝায়।
o **Latarawunna al-jaheem (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ)**: "তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে," যা পরকাল এবং তার বাস্তবতাকে নিশ্চিতভাবে দেখানোর গুরুত্ব দেয়।

• **উত্তম ব্যাখ্যা**:
o **ইবন কাসীর**: এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, যদি মানুষ পরকালের বাস্তবতা বুঝতে পারতো, তবে তারা তাদের দুনিয়াবী অসংযত জীবনের পরিবর্তন ঘটাত।
o **আল-কুরতুবী**: "দৃঢ় জ্ঞান" এখানে আল্লাহর চিহ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে নির্দেশ করে, যা মানুষের পাপ থেকে ফিরে আসার কারণ হতে পারে।
o **ইবন আশূর**: তিনি বলেন যে, যদি মানুষ এই "দৃঢ় জ্ঞান" পেতে, তবে তারা ভোগবাদী প্রতিযোগিতায় অংশ নিত না এবং পরকালের গুরুত্ব বুঝতে পারতো।
o **আর-রাজী**: এই আয়াতটি তাৎপর্যপূর্ণ, যা দেখায় যে, তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং বাস্তব উপলব্ধির মধ্যে বড় ফারাক রয়েছে।

o **আল-আলুসী**: "জাহান্নাম" একটি বাস্তবতা, যা বিচার দিবসে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, কিন্তু যারা আল্লাহর নির্দেশনা অবহেলা করছে তাদের জন্য এটি দুঃখজনক হবে।

• আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় প্রতিফলন:
o **ধর্মতত্ত্ব**: এই আয়াতটি প্রকৃত জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরে, যা মানুষের বিশ্বাস এবং পরকাল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে।
o **আধ্যাত্মিকতা**: এটি মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা এমন জ্ঞান অনুসরণ করবে যা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে এবং তাদের কাজকে পরকালীন প্রস্তুতির জন্য সঠিকভাবে পরিচালিত করে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:
o এই আয়াতটি মুমিনদেরকে পরকালের জ্ঞান অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে এবং তাদের জীবনকে এমনভাবে পরিচালনা করতে বলে যাতে তারা আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলে এবং পরকালীন প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

৩.১৪.৫ সূরা আত-তাকাথুরের আয়াত ৭-৮

আয়াত ৭-৮: "ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ - ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ" (Thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqeen - Thumma latus-alunna yawma-idhin 'an an-na'eem)
"তোমরা তখন সেটি দৃঢ় সত্যের চোখে দেখতে পাবে। তারপর তোমরা সেদিন জীবনভর উপভোগ করা সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্নিত হবে।"

• শব্দ বিশ্লেষণ:
o **Thumma (ثُمَّ)**: "তখন," যা একটি অবধারণা সৃষ্টি করে এবং অব্যাহত সত্যতার দিকে নিয়ে যায়।
o **Latarawunnaha (لَتَرَوُنَّهَا)**: "তোমরা নিশ্চয়ই তা দেখতে পাবে," যা বিচার দিবসে জাহান্নামকে স্পষ্টভাবে দেখা হবে বলে নির্দেশ করে।
o **'Ayna al-yaqeen (عَيْنَ الْيَقِينِ)**: "দৃঢ় সত্যের চোখ," যা ধারণা ছাড়াই দৃশ্যমান এবং অস্বীকারের উপায় ছাড়াই বাস্তবতা দেখতে চাওয়া বোঝায়।
o **Yawma-idhin (يَوْمَئِذٍ)**: "সেদিন," যা বিচার দিবসের দিনকে নির্দেশ করে।
o **An-na'eem (النَّعِيمِ)**: "সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য," যা এই পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ ও প্রাচুর্যকে বোঝায়, যার জন্য মানুষকে তাদের ব্যবহার এবং কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্নিত করা হবে।

• উত্তম ব্যাখ্যা:
o **ইবন কাসীর**: "দৃঢ় সত্যের চোখ" এখানে জাহান্নামকে সরাসরি দেখার বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা পূর্বে কেবল আল্লাহর নুসরত দ্বারা জানা তথ্যের বাস্তবায়ন করবে।
o **আল-কুরতুবী**: এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ ও আশীর্বাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আস্থার উপহার, এবং এগুলির সঠিক ব্যবহারের জন্য মানুষকে হিসাব দিতে হবে।
o **ইবন আশূর**: তিনি বলেন, যারা পরকালের প্রতি সন্দেহ করতেন, তারা তখন নিশ্চিতভাবে জানবে যে তাদের সন্দেহ ছিল ভুল।

o **আর-রাজী**: তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, জাহান্নামকে সরাসরি দেখা মানুষের সমস্ত অবিশ্বাস ও দ্বিধা দূর করে দিবে, এবং এটি পৃথিবীতে প্রস্তুতি নেওয়ার গুরুত্বকে প্রমাণ করে।
o **আল-আলুসী**: আশীর্বাদের প্রশ্নের মাধ্যমে এই আয়াতটি মানুষকে তাদের আল্লাহর দানে কৃতজ্ঞ থাকতে এবং তাদের জীবনের আনন্দকে ইসলামী নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে আহ্বান জানায়।

• **আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় প্রতিফলন**:
o **ধর্মতত্ত্ব**: এই আয়াতটি আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা এবং তাঁর বিচার নিশ্চিতকরণের ওপর জোর দেয়, যেখানে মানুষকে তাদের জীবনের সমস্ত আনন্দ ও উপভোগের জন্য হিসাব দিতে হবে।
o **আধ্যাত্মিকতা**: এটি মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা তাদের পৃথিবীজুড়ে পাওয়া সমস্ত আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে এবং এগুলির জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবে।

• **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব**:
o এই আয়াতটি মুমিনদেরকে তাদের আশীর্বাদ এবং আনন্দের প্রতি সচেতন হতে এবং তাদের সম্পদ ও অভিজ্ঞানকে এমনভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে যা তাদের পরকালীন সফলতার দিকে নিয়ে যায়।

৩.১৪.৬ সূরা আত-তাকাথুরের সারাংশ এবং সংযোগ

সূরা আত-তাকাথুরের সারাংশ
সূরা আত-তাকাথুর মানুষের ভোগবাদী প্রতিযোগিতা এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তির বিরুদ্ধে সতর্কতা জ্ঞাপন করে। এটি পৃথিবীর সাময়িক প্রকৃতি এবং মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য পরকালীন দায়বদ্ধতার ওপর গুরুত্ব দেয়। সূরা এই পৃথিবী থেকে আত্মবিশ্লেষণ এবং পরকাল সম্পর্কে সচেতনতার আহ্বান জানায়, মানুষকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

অন্যান্য সূরার সাথে সম্পর্ক
সূরা আত-তাকাথুর সূরা আল-আসর-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে উদাসীনতার কারণে লোকদের ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। উভয় সূরা মুমিনদের পরকালকে কেন্দ্রে রেখে জীবনযাপন করার এবং চিরকালীন সাফল্য লাভের জন্য কাজ করার তাগিদ দেয়।

সূরার কাঠামো
সূরা আত-তাকাথুর শুরু হয় দুনিয়াবী প্রলোভনগুলির সতর্কতার মাধ্যমে, মৃত্যুর এবং পরকালীন বাস্তবতার উপলব্ধি নিয়ে এগিয়ে যায় এবং শেষে হয় আশীর্বাদ ব্যবহারের এবং জাহান্নামের বাস্তবতার বিষয়ে দায়বদ্ধতার সতর্কতার মাধ্যমে। এই গঠন আত্মবিশ্লেষণ এবং পরকালীন দায়বদ্ধতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের গুরুত্বকে আরো স্পষ্ট করে তোলে।

৩.১৫ সূরা আল-ক্বারিআহ

৩.১৫.১ সূরা আল-ক্বারিআহর পরিচিতি

নাম এবং অর্থ
"আল-ক্বারিআহ" শব্দটির অর্থ "হঠাৎ আঘাতকারী" বা "অতিপ্রবল বিপর্যয়।" এটি কিয়ামতের দিনকে নির্দেশ করে, যা একটি বিপর্যয়কর ঘটনা হিসেবে বর্ণিত, যা মানুষের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করবে এবং সব কিছু পাল্টে দিবে। "আল-ক্বারিআহ" শব্দটি এই দিনটির আকস্মিক এবং চমকপ্রদ প্রকৃতিকে তুলে ধরে, যা সৃষ্টির সমস্ত কিছু নষ্ট করে ফেলবে।

কাল এবং অবতরণের স্থান
সূরা আল-ক্বারিয়াহ একটি মক্কী সূরা, যা নবী মুহাম্মদ (সা) এর মিশনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কার লোকেরা পরকাল বা কিয়ামতের দিন সম্পর্কে একেবারেই অবগত ছিল না। এই সূরাটি তাদের সতর্ক করার জন্য এবং তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুত হয়।

অবতরণের কারণ (আসবাব আন-নুযুল)
এই সূরা মক্কার মানুষকে, এবং সাধারণভাবে সকল মানবতাকে, কিয়ামতের ভয়াবহতার প্রতি সতর্ক করার জন্য অবতীর্ণ হয়। কুরআন এই দিনটিকে এমন একটি দিন হিসেবে বর্ণনা করে যা সমস্ত কিছু উলটপালট করে দেবে। এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে তাদের উদাসীনতা থেকে জাগিয়ে তোলা এবং এই সিদ্ধান্তমূলক দিনের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করা।

মূল থিম এবং বার্তা
সূরা আল-ক্বারিয়া কিয়ামতের দিনটির মহাপ্রলয়ের ঘটনাগুলি বর্ণনা করে, যেখানে পাহাড়গুলি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মানুষরা পতঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়বে। এটি আল্লাহর সাথে অবশ্যম্ভাবী সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে প্রতিটি আত্মা তার কাজের উপর ভিত্তি করে বিচারিত হবে। সূরাটি সতর্ক করে দেয় যে, ঐ দিনটির পরিণতি পুরোপুরি নির্ভর করবে একে অপরের কাজের উপর; ভালো কাজগুলি খারাপ কাজের তুলনায় বেশি থাকলে আল্লাহর রহমত লাভ হবে, অন্যথায় রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না।

৩.১৫.২ সূরা আল-ক্বারিআহর আয়াতসমূহ

আয়াত ১: "الْقَارِعَةُ" (Al-Qari’ah)
"হঠাৎ আঘাতকারী"
• শব্দ বিশ্লেষণ:
o Al-Qari’ah (الْقَارِعَةُ): "হঠাৎ আঘাতকারী" বা "অতিপ্রবল বিপর্যয়", যা কিয়ামতের দিনকে নির্দেশ করে এবং এর শক্তিশালী প্রভাবকে তুলে ধরে, যেমন একটি আঘাত যা মানুষের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করবে এবং তাকে সজাগ করবে।

• **বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা:**
o Ibn Kathir: "Al-Qari'ah" কিয়ামতের দিনকে প্রকাশ করে এবং এর ভয়ঙ্কর এবং অভূতপূর্ব প্রকৃতিকে তুলে ধরে।
o Al-Qurtubi: এটি কিয়ামতের দিনটির হঠাৎ এবং ধ্বংসাত্মক প্রকৃতিকে চিহ্নিত করে, যা সমস্ত সৃষ্টিকে প্রভাবিত করবে।
o Ibn 'Ashur: "Al-Qari'ah" কিয়ামতের দিনের গুরুত্বের স্মারক, যা মানুষের উদাসীনতা থেকে তাদের জাগিয়ে তোলে।
o Ar-Razi: এটি কিয়ামতের দিনের বিশাল প্রভাবকেই প্রতিফলিত করে, যা সমস্ত পরিচিত কিছু নষ্ট করে দেবে।
o Al-Alusi: "Al-Qari'ah" একটি কঠোর ঘটনা যা আত্মাকে আঘাত করবে এবং ভীতি সৃষ্টি করবে, সতর্কতা এবং স্মরণে হিসেবে কাজ করবে।
• **দ্বিজ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:**
o **দ্বিজ্ঞান:** এই আয়াতটি আল্লাহর শক্তিকে প্রকাশ করে, যিনি সময়ের শেষে নির্ধারণ করবেন এবং সৃষ্টির অস্থায়ীত্বকে স্মরণ করিয়ে দেন।
o **আধ্যাত্মিকতা:** এটি জীবনকালীন অবশেষিতা এবং আল্লাহর সাথে শেষ সময়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেয়।
• **প্রতিদিনের জীবনে প্রভাব:**
এই আয়াতটি মুসলিমদের প্রভাবিত করে যে তারা দুনিয়ার ধোঁকায় মোহিত না হয়ে, ভালো কাজ এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য মনোযোগী হবে।

আয়াত ২-৩: "مَا الْقَارِعَةُ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ" (Ma al-Qari'ah - Wa ma adraaka ma al-Qari'ah)
"হঠাৎ আঘাতকারী কী? এবং আপনি কীভাবে জানবেন এটি কী?"
• **শব্দ বিশ্লেষণ:**
o Ma al-Qari'ah (مَا الْقَارِعَةُ): "হঠাৎ আঘাতকারী কী?" একটি রেথরিক প্রশ্ন যা কিয়ামতের দিনটির গুরুত্ব এবং বিশালতা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আহ্বান জানায়।
o Wa ma adraaka ma al-Qari'ah (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ): "আপনি কীভাবে জানবেন এটি কী?" এটি মানুষের অজ্ঞতাকে জোরালোভাবে তুলে ধরে যে, তারা কিয়ামতের দিনটির প্রকৃত ব্যাপ্তি বোঝে না।
• **বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা:**
o Ibn Kathir: এই প্রশ্নটি কিয়ামতের দিনটির তীব্রতা এবং তার বাস্তবতা পূর্ণভাবে ধারণ করতে মানুষের অক্ষমতা তুলে ধরে।
o Al-Qurtubi: এটি মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য একটি আহ্বান, যাতে তারা কিয়ামতের দিন সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করে, যা মানুষের সাধ্যের বাইরে।
o Ibn 'Ashur: এই রেথরিক যন্ত্রটি শ্রোতাদের আহ্বান জানায় যাতে তারা কিয়ামতের দিনের চমকপ্রদ এবং পরিবর্তনশীল প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করে।
o Ar-Razi: এই পুনরাবৃত্তি কিয়ামতের দিনের গুরুত্ব এবং অতিপ্রাকৃত প্রকৃতির প্রতি অত্যন্ত ভয় এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।
o Al-Alusi: এটি মানুষের সীমিত বোঝার প্রতি সতর্কতা দেয় এবং তাদের উচিত নিজেদের অগ্রাধিকার পুনর্বিবেচনা করা।

• দ্বিজ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:
o **দ্বিজ্ঞান:** এই আয়াতটি আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং মানুষের সীমিত বোঝার মধ্যে পার্থক্যকে নির্দেশ করে, বিশেষত পরকাল সম্পর্কিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে।
o **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুসলিমদের সতর্ক থাকার এবং মুগ্ধ হয়ে না থাকার, বরং তাদের জীবনকে এমনভাবে সাজানোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা কিয়ামতের দিনটির গুরুত্বকে মনে রেখে তৈরি হয়।
• প্রতিদিনের জীবনে প্রভাব:
এই আয়াতটি মুসলিমদের মনের মধ্যে কিয়ামতের দিনটির অনিবার্য এবং রূপান্তরকারী প্রকৃতির প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করে, যার কারণে তারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির প্রতি মনোযোগী হবে।

আয়াত ৪: "يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ" (Yawma yakoonu an-naasu kal-faraash al-mabthooth)
"সেই দিনে মানুষেরা ছড়ানো পতঙ্গের মতো হবে।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:
o Yawma (يَوْمَ): "সে দিন", কিয়ামতের দিন নির্দেশ করে।
o An-naasu (النَّاسُ): "মানুষ", সমস্ত মানবজাতিকে নির্দেশ করে।
o Kal-faraash al-mabthooth (كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ): "ছড়ানো পতঙ্গের মতো", যা বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি এবং অপ্রতিরোধ্য গতির প্রতীক।
• বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা:
o Ibn Kathir: এই চিত্রটি কিয়ামতের দিনে মানুষের বিশৃঙ্খলা এবং অসহায়ত্বকে চিত্রিত করে, যেমন তারা এলোমেলোভাবে চলতে থাকে, পতঙ্গের মতো।
o Al-Qurtubi: পতঙ্গের সাথে তুলনা করা মানুষের মধ্যে ভয়, বিশৃঙ্খলা, এবং অসহায়তা চিত্রিত করে।
o Ibn 'Ashur: আয়াতটি কিয়ামতের দিনে মানুষের দুর্বলতা এবং বিভ্রান্তির কথা বলছে।
o Ar-Razi: পতঙ্গের মতো ছড়ানো চলাচল মানুষের লক্ষ্যহীনতা এবং উদ্দেশ্যহীনতার প্রতিফলন, যখন তারা কিয়ামতের দিনটির ভয়াবহতা অনুভব করবে।
o Al-Alusi: এটি মানুষের অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তির চিত্র তুলে ধরে, যখন পৃথিবী ও সৃষ্টির সব কিছু তাদের পরিচিতির বাইরে চলে যাবে।
• দ্বিজ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:
o **দ্বিজ্ঞান:** এই আয়াতটি আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে, যিনি সৃষ্টির সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন এবং মানবজাতির জন্য তাঁর নির্দেশ ছাড়া তাদের কোন গতি বা দিশা নেই।
o **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কিয়ামতের দিন তাদের আল্লাহর প্রতি অবিচলিত এবং নির্ভরশীল থাকা উচিত।
• প্রতিদিনের জীবনে প্রভাব:
এই আয়াতটি মুসলিমদের উদাসীন জীবন থেকে সরে আসতে এবং কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করে, যাতে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

আয়াত ৫: "وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ" (Wa takoonu al-jibalu kal-'ihn al-manfoush)
"এবং পাহাড়গুলো উড়ানো পশমের মতো হবে।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:
o **Wa takoonu (وَتَكُونُ):** "এবং হবে," এটি কিয়ামতের দিনে পাহাড়গুলোর অবস্থাকে বর্ণনা করে।
o **Al-jibalu (الْجِبَالُ):** "পাহাড়গুলো," পৃথিবীতে স্থিরতা এবং অচলতার প্রতীক।
o **Kal-'ihn al-manfoush (كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ):** "উড়ানো পশমের মতো," যা বর্ণনা করে কিভাবে সবচেয়ে দৃঢ় এবং স্থিতিশীল পদার্থও আল্লাহর আদেশে পরিণত হবে অস্থির এবং ছড়ানো অবস্থায়।
• বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা:
o Ibn Kathir: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, পাহাড়গুলো, যা সাধারণত অচল এবং দৃঢ় হিসেবে দেখা হয়, কিয়ামতের দিনে ধুলো এবং উড়ানো পশমের মতো পরিণত হবে।
o Al-Qurtubi: এই তুলনা কিয়ামতের দিনে আল্লাহর শক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল অংশগুলোর ধ্বংসের ক্ষমতাকে তুলে ধরে।
o Ibn 'Ashur: উড়ানো পশমের চিত্রটি পৃথিবীজগতের নাজুকতার এবং আল্লাহর শক্তির সামনে এর অস্থিরতার প্রতিনিধিত্ব করে।
o Ar-Razi: এটি প্রকৃতির সম্পূর্ণ উলট-পালটের মোফোর, যা আল্লাহর ন্যায়বিচারের আগমনকে সংকেত দেয়।
o Al-Alusi: আয়াতটি সকল সৃষ্টির চূড়ান্ত দুর্বলতা প্রকাশ করে, কারণ আল্লাহর ইচ্ছার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে স্থায়ী উপাদানও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।
• দ্বিজ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:
o **দ্বিজ্ঞান:** এই আয়াতটি আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে, যা দেখায় যে সৃষ্টির কোন অংশই আল্লাহর আদেশের সামনে স্থিতিশীল থাকতে পারে না।
o **আধ্যাত্মিকতা:** এটি বিশ্বজগতের অস্থায়ীত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে গুরুত্ব দিতে উৎসাহিত করে।
• প্রতিদিনের জীবনে প্রভাব:
এই আয়াতটি মুসলিমদের পরামর্শ দেয় যে তারা আল্লাহর আদেশের প্রতি সর্বদা মনোযোগী থাকুক এবং পৃথিবীর সাময়িক স্থিতিশীলতায় মোহিত না হয়ে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিক।

আয়াত ৬-৭: "فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ - فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ" (Fa-amma man thaqulat mawazeenuhu - Fahuwa fee 'eeshatin raadiyah)
"তাহলে যাদের স্কেল ভারী [ভাল কাজের মাধ্যমে], তারা এক সুন্দর জীবনে থাকবে।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:
o **Thaqulat mawazeenuhu (ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ):** "যাদের স্কেল ভারী," কিয়ামতের দিনে ভালো কাজের মাপকাঠির প্রতি ইঙ্গিত করে, যেখানে ভাল কাজ মন্দ কাজের তুলনায় বেশি।
o **Fee 'eeshatin raadiyah (فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ):** "এক সুন্দর জীবনে," যা জান্নাতে সুখী এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন নির্দেশ করে।
• বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা:
o Ibn Kathir: তিনি জোর দিয়েছেন যে, যাদের ভালো কাজ বেশি এবং পাপ কম, তারা চিরকাল সুখী এবং সন্তুষ্ট জীবন লাভ করবে জান্নাতে।

o Al-Qurtubi: তিনি আল্লাহর ন্যায়ের ভূমিকা তুলে ধরেছেন, যেখানে কাজগুলি সঠিকভাবে পরিমাপ করা হয় এবং পুরস্কৃত হয়।
o Ibn 'Ashur: এই আয়াতটি মুসলমানদের আশ্বস্ত করে যে তাদের পরিশ্রম এবং ত্যাগ আল্লাহর কাছে অগ্রাহ্য হবে না।
o Ar-Razi: জান্নাত হচ্ছে তাদের চূড়ান্ত পুরস্কার যারা ন্যায় এবং ভালো কাজের প্রতি গুরুত্ব দেন।
o Al-Alusi: তিনি "সুখী জীবন"কে আল্লাহর দয়া এবং তার অনুগ্রহের প্রতিফলন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
• **দ্বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:**
o **দ্বৈজ্ঞান:** এই আয়াতটি আল্লাহর ন্যায় এবং সৎ কাজের পুরস্কারের নিশ্চয়তা প্রদর্শন করে।
o **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুসলিমদের ভালো কাজ এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, কারণ এই কাজগুলি চিরকাল সুখী জীবনের দিকে পরিচালিত করে।
• **প্রতিদিনের জীবনে প্রভাব:**
এই আয়াতটি মুসলিমদের ভালো কাজ এবং ন্যায়পরায়ণতা জীবনে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে, কারণ এই কাজগুলি তাদের চিরস্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আয়াত ৮-৯: "وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ - فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ" (Wa amma man khaffat mawazeenuhu - Fa-ummuhu hawiyah)
"তবে যাদের স্কেল হালকা, তাদের আশ্রয় হবে এক গভীর গর্তে।"
• **শব্দ বিশ্লেষণ:**
o **Khaffat mawazeenuhu (خَفَّتْ مَوَازِينُهُ):** "যাদের স্কেল হালকা," অর্থাৎ যারা তাদের খারাপ কাজ বেশি করেছেন এবং ভালো কাজ কম করেছেন।
o **Fa-ummuhu hawiyah (فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ):** "তার আশ্রয় হবে এক গভীর গর্তে," যা নরককে নির্দেশ করে, যা তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য যারা তাদের কাজের পরীক্ষায় ফেল করেছে।
• **বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা:**
o Ibn Kathir: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, যারা খারাপ কাজের জন্য শাস্তি পাবেন, তারা নরকে যাবেন।
o Al-Qurtubi: "হাওয়া" শব্দটি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন একটি হতাশা এবং ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে, যা আল্লাহর গাইডেন্সে অবহেলা করা মানুষের জন্য পরিণতির প্রতীক।
o Ibn 'Ashur: এটি এক কঠোর সতর্কবার্তা, যারা দুনিয়ার তৃষ্ণা এবং আধ্যাত্মিক দায়িত্বের অবহেলা করেছে তাদের জন্য।
o Ar-Razi: "হালকা স্কেল" কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতির অভাবের ফলস্বরূপ চিরস্থায়ী ক্ষতির প্রতিফলন।
o Al-Alusi: তিনি "হাওয়া"কে নরকের গভীরতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা তাদের জন্য হালকা স্কেল পেয়েছে যারা আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলেননি।
• **দ্বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:**
o **দ্বৈজ্ঞান:** এই আয়াতটি আল্লাহর ন্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার কাজের জন্য দায়ী এবং তার শাস্তি নির্ধারণ হয়।
o **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করে যাতে তারা তাদের আধ্যাত্মিক দায়িত্বকে গুরুত্ব দেয় এবং সৎ কাজ করতে সচেষ্ট থাকে।

• **প্রতিদিনের জীবনে প্রভাব:**
এই আয়াতটি মুসলিমদের পরামর্শ দেয় যে তারা যেন খারাপ কাজের থেকে দূরে থাকে, সৎ কাজের দিকে মনোনিবেশ করে এবং আল্লাহর গাইডেন্স অনুসরণ করে তাদের আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়।

আয়াত ১০: "وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ" (Wa ma adraaka ma hiyah)
"এবং কীভাবে আপনি জানবেন এটি কী?"
• **শব্দ বিশ্লেষণ:**
o **Wa ma adraaka (وَمَا أَدْرَاكَ):** "এবং কীভাবে আপনি জানবেন," যা পরবর্তী বিষয়ের অজানা এবং অবোধযোগ্য প্রকৃতিকে তুলে ধরে।
o **Hiyah (هِيَهْ):** "এটি," যা হাওয়া (নরক) এবং তার অজানা ভয়াবহতাকে নির্দেশ করে।
• **বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা:**
o Ibn Kathir: এই প্রশ্নটি নরকের শাস্তির গুরুত্ব এবং অসীমতার ব্যাখ্যা দেয়।
o Al-Qurtubi: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে মানুষের মন কিয়ামতের ভয়াবহতা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়।
o Ibn 'Ashur: এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে আখিরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান সীমিত, এবং এর জন্য আল্লাহর ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য।
o Ar-Razi: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে এটি একটি শক্তিশালী বার্তা, যা আল্লাহর বিচার এবং ক্ষমতার গুরুত্বকে তুলে ধরে।
o Al-Alusi: এই প্রশ্নটি নম্রতা এবং আল্লাহর শক্তি এবং ন্যায়বিচারের প্রতি সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত করে।
• **দ্বিজ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:**
o **দ্বিজ্ঞান:** এই আয়াতটি আল্লাহর অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং তাঁর শাস্তির বিস্ময়কর প্রকৃতি প্রদর্শন করে।
o **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুসলিমদের মধ্যে awe (অবাক) এবং ভয় জাগিয়ে তোলে, যা তাদেরকে পাপ থেকে বাঁচতে এবং সৎ জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত করে।
• **প্রতিদিনের জীবনে প্রভাব:**
এই আয়াতটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা যেন আখিরাতের জন্য প্রস্তুত থাকে, কারণ তাদের কর্মের পরিণতি বাস্তব এবং গভীর।

আয়াত ১১: "نَارٌ حَامِيَةٌ" (Naarun Haamiyah)
"একটি প্রজ্বলিত আগুন।"
• **শব্দ বিশ্লেষণ:**
o **Naarun (نَارٌ):** "আগুন," যা নরকের আগুনকে নির্দেশ করে, যা তাদের জন্য চূড়ান্ত শাস্তি যারা খারাপ কাজ করেছে।
o **Haamiyah (حَامِيَةٌ):** "প্রজ্বলিত," এটি আগুনের তীব্র এবং সহ্যযোগ্য নয় এমন তাপমাত্রাকে বর্ণনা করে, যা পৃথিবীতে অভিজ্ঞতার তুলনায় অনেক বেশি।
• **বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা:**

o Ibn Kathir: "Haamiyah" শব্দটি এক অস্বাভাবিক গরম আগুনকে নির্দেশ করে, যা পৃথিবীজুড়ে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক বেশি গরম। এটি অবিশ্বাসীদের জন্য একটি ন্যায়সংগত শাস্তি।
o Al-Qurtubi: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে এই আগুন শুধু শারীরিক যন্ত্রণা নয়, এটি গভীর আধ্যাত্মিক কষ্টের সৃষ্টি করে, যা আখিরাতে শাস্তির প্রকৃত গভীরতা তুলে ধরে।
o Ibn 'Ashur: তিনি বলেছেন যে এই আগুন আল্লাহর সমস্ত শক্তি এবং ন্যায়ের প্রকাশ, যা তাদের জন্য সতর্কবার্তা যারা আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেনি।
o Ar-Razi: তিনি বলেন যে এই আগুন চিরকালীন এবং একেবারে অমোচনীয়, যা নির্দেশ করে যে যারা ধর্মীয় দায়িত্ব অবহেলা করেছে তাদের জন্য শাস্তির সিদ্ধান্ত।
o Al-Alusi: "Haamiyah" শুধু একটি প্রজ্বলিত আগুন নয়, এটি এমন এক আগুন যা শরীর এবং আত্মাকে একসাথে প্রভাবিত করে, যা আল্লাহর তরফ থেকে এক গভীর শাস্তির প্রতীক।
• **দ্বিজ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:**
o **দ্বিজ্ঞান:** এই আয়াতটি আল্লাহর ন্যায় এবং অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির চরমত্ব প্রদর্শন করে।
o **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুসলমানদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থন এবং সৎ কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, যাতে তারা এই নরকের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পায়।
• **প্রতিদিনের জীবনে প্রভাব:**
এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে তাদের কাজের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে, যাতে তারা আখিরাতে ভালো ফল পায় এবং এমন এক আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।

সারাংশ এবং সংযোগ:

সারাংশ:
সূরা আল-কারিয়াহ কিয়ামতের দিনের ঘটনা বর্ণনা করে, যখোনে পৃথিবীর সব স্থিতিশীলতা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং প্রতিটি আত্মা তাদের ভালো এবং খারাপ কাজের স্কেলে বিচারিত হবে। সূরাটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই স্কেলগুলি একজন ব্যক্তির চিরস্থায়ী পরিণতি নির্ধারণ করবে, তাদের কাজের ভারী বা হালকা হওয়ার ওপর ভিত্তি করে।

অন্যান্য সূরার সাথে সংযোগ:
সূরা আল-কারিয়াহ সূরা আল-জালজালাহর মতো অন্যান্য সূরার সাথে সঙ্গতি রাখে, যা কিয়ামতের দিনের বিপর্যয়কর ঘটনা এবং ব্যক্তি-ভিত্তিক হিসাবের গুরুত্ব তুলে ধরে। এই দুটি সূরা আখিরাতের প্রস্তুতি এবং সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা পুনরায় ব্যাখ্যা করে।

সূরাটির গঠন:
সূরা আল-কারিয়াহ কিয়ামতের দিন ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়, তারপরে বিশৃঙ্খলা এবং ব্যক্তির বিচার বর্ণনা করা হয়, যা তাদের ভালো বা খারাপ কাজের ওপর ভিত্তি করে তাদের চিরস্থায়ী পরিণতি নির্ধারণ করবে। এই গঠনটি আখিরাতের অনিবার্যতা এবং সৎ জীবনযাপনের গুরুত্বের প্রতি একটি শক্তিশালী স্মারক হিসেবে কাজ করে।

৩.১৬ সূরা আদিয়াত (Surah Al-‘Adiyat)

৩.১৬.১ সূরার পরিচিতি (Introduction to Surah Al-‘Adiyat)

নাম ও অর্থ (Name and Meaning):

"আল-‘আদিয়াত" শব্দের অর্থ **"ধাবমান অশ্বরাজি"** বা **"বেগবান ঘোড়ার দল"**। এটি যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুতগামী ঘোড়ার দলকে নির্দেশ করে, যারা সাহস, শক্তি ও দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে ছুটে চলে। এই সূরায়, এই ঘোড়াগুলোর বর্ণনা মানুষের দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে — বিশেষ করে আল্লাহর পথে আত্মনিয়োগে।

অবতীর্ণের স্থান ও সময় (Place and Time of Revelation):

সূরা আদিয়াত **মক্কায় অবতীর্ণ** হয়েছে, যখন ইসলামের দাওয়াত ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। সে সময় মক্কার লোকেরা অধিকাংশ সময় **পার্থিব সম্পদ ও ভোগবিলাসে** নিমগ্ন থাকত। এই সূরাটি তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই দুনিয়ার মোহের ক্ষণস্থায়ীত্বকে তুলে ধরে।

অবতীর্ণের কারণ (Asbab an-Nuzul):

এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে **মানুষের দুনিয়ামুখিতা এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্তি** দূর করার জন্য। যুদ্ধে ছুটে চলা ঘোড়াগুলোর বর্ণনা ব্যবহার করে, এই সূরাটি বোঝাতে চায় — যেমনভাবে ঘোড়াগুলো তাদের মালকিের নির্দেশে অবিচল থাকে, তেমনি মানুষের উচিত **আল্লাহর প্রতি তেমনি আনুগত্য ও নিষ্ঠা প্রদর্শন** করা, দুনিয়ার মোহে হারিয়ে না গিয়ে।

মূল বিষয়বস্তু ও থিম (Themes and Main Topics):

সূরার শুরুতে যেভাবে যুদ্ধঘোড়ার গতি, শক্তি, এবং নিষ্ঠার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা একপ্রকার **চেতনা জাগানো দৃশ্য**। এরপর এটি মানুষের স্বভাবগত **অকৃতজ্ঞতা** ও **পার্থিব জিনিসে অতিরিক্ত আসক্তি** নিয়ে সমালোচনা করে। আল্লাহ প্রশ্ন করেন — কেন মানুষ এত **অবাধ্য** এবং **আলস্যে ডুবে থাকে**? এরপর সূরাটি শেষ হয় **কিয়ামতের দিন** ও **মানবের জবাবদিহিতা** স্মরণ করিয়ে।

৩.১৬.২ সূরা আদিয়াতের আয়াতসমূহ (Verses of Surah Al-‘Adiyat)

আয়াত ১: "وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا"

উচ্চারণ: *Wal-‘Adiyat Ḍabḥā*
অনুবাদ: "শপথ সেই (ঘোড়াগুলোর), যারা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলে।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **وَالْعَادِيَاتِ (Wal-‘Adiyat):** “যারা দ্রুত ছুটে চলে” — যুদ্ধের ঘোড়ার দল, যারা পূর্ণ গতিতে ছুটে যাচ্ছে।
- **ضَبْحًا (Ḍabḥā):** “হাঁপ ধরা” বা “শ্বাস ফেলার শব্দ”, ঘোড়ার প্রচণ্ড ছুটে চলার কারণে তারা এমন হাঁপ ধরে।

তাফসির ও আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই ঘোড়াগুলো প্রতীক, যারা দৃঢ় সংকল্প ও দ্রুতগতি নিয়ে ছুটে চলছে — কিয়ামতের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য।
- **কুরতুবি:** এই ঘোড়ার উদাহরণ ঈমানদারদের দায়িত্ব পালন ও আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে এসেছে, যা মানুষের অকৃতজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
- **ইবন আশুর:** এমন চিত্রকল্প শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেন মূল বার্তাটি আরও গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়।
- **রাযি:** ঘোড়াগুলো আল্লাহর শাস্তি কত দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে আসতে পারে, তার প্রতীক।
- **আল-আলূসী:** এই ঘোড়াগুলোর হাঁপ ধরা আকারে মানুষের প্রতি আহ্বান — যেন তারা আল্লাহর পথে নিরলসভাবে অগ্রসর হয়।

আধ্যাত্মিক ও বিশ্বাসগত বার্তা:

- **আকীদাহ:** এই আয়াত আল্লাহর শক্তি ও দ্রুত বিচারব্যবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়।
- **রূহানিয়াত:** ঈমানদারদের মনে করিয়ে দেয় তাদের কাজ-কর্মে নিষ্ঠা, উদ্যম ও অগ্রাধিকার থাকা উচিত।

জীবনের প্রভাব:

- মুসলমানদের উচিৎ তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্যসমূহে যত্নবান ও সক্রিয় হওয়া।

আয়াত ২: "فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا"

উচ্চারণ: *Fal-Mūriyāti Qadḥā*
অনুবাদ: "তারা যখন পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষ করে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **فَالْمُورِيَاتِ (Al-Mūriyāt):** “যারা আগুন স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে” — ঘোড়ার খুর যখন পাথরে লাগে, তখন স্ফুলিঙ্গ বের হয়।
- **قَدْحًا (Qadḥā):** “স্ফুলিঙ্গ ছড়ানো”, প্রভাব ও শক্তির প্রতীক।

তাফসির ও আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই চিত্রকল্প কিয়ামতের দিন কর্মের গুরুত্ব ও তীব্রতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
- **কুরতুবী:** এই স্ফুলিঙ্গ প্রতীক — প্রতিটি কাজের ফলাফলের, যা অবশ্যই সামনে আসবে।
- **ইবন আশুর:** স্ফুলিঙ্গ মানে সতর্কবার্তা — তোমার কাজের প্রভাব আছে।
- **রাযী:** মানুষের প্রতিটি কাজ আলাদা আলাদা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- **আল-আলূসী:** এই চিত্রকল্প দুনিয়া ও আখিরাতে কর্মফলের প্রভাব প্রতিফলিত করে।

আধ্যাত্মিক ও বিশ্বাসগত বার্তা:

- **আকীদাহ:** প্রতিটি কাজের জন্য বিচার হবে।
- **রূহানিয়াত:** মানুষ যেন সচেতন থাকে তাদের প্রতিটি কাজের ফলাফলের ব্যাপারে।

জীবনের প্রভাব:

- প্রত্যেকে বিশ্বাসী যেন সচেতন থাকে — তার প্রতিটি কাজ আখিরাতে প্রতিফলিত হবে।

আয়াত ৩: "فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا"

উচ্চারণ: *Fal-Mughīrāti Ṣubḥā*
অনুবাদ: "যারা ভোরবেলায় আক্রমণ করে।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **فَالْمُغِيرَاتِ (Al-Mughīrāt):** “আক্রমণকারী দল”, যুদ্ধঘোড়ার দল যারা হঠাৎ হামলা চালায়।
- **صُبْحًا (Ṣubḥā):** “ভোরবেলা”, এটি সময়ের স্পষ্টতা ও চমকের প্রতীক।

তাফসির ও আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** ভোরবেলা প্রতীক — স্পষ্টতা ও প্রতিটি কাজের উন্মোচনের।
- **কুরতুবী:** হঠাৎ আক্রমণ যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি কিয়ামতের আগমন।
- **ইবন আশুর:** সকালের আলো বোঝায় সত্য ও কাজের উন্মোচন।
- **রাযী:** হঠাৎ এবং নিশ্চিত আগমনের প্রতীক কিয়ামত।
- **আল-আলূসী:** ভোরবেলার হামলা প্রতীক — চূড়ান্ত সত্য একদিন উন্মোচিত হবেই।

আধ্যাত্মিক ও বিশ্বাসগত বার্তা:

- **আকীদাহ:** আল্লাহ প্রত্যেকের গোপন কাজ উন্মোচন করবেন।
- **রূহানিয়াত:** সব সময় প্রস্তুত থাকা — কারণ একদিন সব কিছু প্রকাশ পাবে।

জীবনের প্রভাব:

- ব্যক্তি যেন সততা ও খোদাভীতির সাথে জীবনযাপন করে, সবকিছু একদিন আল্লাহর সামনে প্রকাশিত হবে জেনে।

৩.১৬.২ সূরা আদিয়াতের আয়াতসমূহ (চতুর্থ থেকে সপ্তম আয়াত)

আয়াত ৪: "فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا"

উচ্চারণ: *Fa-Atharna Bihi Naq’ā*
অনুবাদ: “আর তারা এর দ্বারা ধুলোর ঘূর্ণি তুলেছে।”

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **فَأَثَرْنَ (Fa-Atharna):** “তারা উত্তোলন করেছে,” বোঝানো হয়েছে ঘোড়াগুলি দৌড়াতে দৌড়াতে ধুলা তুলেছে।
- **بِهِ نَقْعًا (Bihi Naq’ā):** “ধুলোর ঘূর্ণি,” তাদের গতির চিহ্নস্বরূপ।

তাফসির ও আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** ধুলোর ঘূর্ণি প্রতীক — মানুষের কাজের এমন প্রতিক্রিয়া, যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।
- **কুরতুবী:** প্রতিটি কাজের ফলাফল রয়েছে; ধুলোর মত তা ছড়িয়ে পড়ে।
- **ইবন আশুর:** কাজের প্রভাব, যা কেবল সময়ের সাথে প্রকাশিত হয়।
- **রাযী:** কোনো কাজই গোপন থাকে না — ধুলোর মতো তা একদিন উন্মোচিত হবে।
- **আল-আলূসী:** ধুলোর উদাহরণ মানুষের কাজের দৃশ্যমান ফলাফলের প্রতীক।

আধ্যাত্মিক ও বিশ্বাসগত বার্তা:

- **আকীদাহ:** আল্লাহ সব কিছু প্রকাশ করবেন, গোপন বা প্রকাশ্য — সব।
- **রূহানিয়াত:** নিজের কাজের প্রভাব নিয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

জীবনের প্রভাব:

- মুসলমানদরে উচতি সচতেন ও সদ্ব্যবহারে জীবনযাপন করা, কারণ প্রতটিি কাজরে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য প্রতক্রিয়িা আছ।ে

আয়াত ৫: "فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا"

উচ্চারণ: *Fawasatna Bihi Jam’ā*
অনুবাদ: “এবং তারা এর দ্বারা জনতার ভড়িে ঢুকে পড়।ে”

শব্দ বশি্লষেণ:

- **فَوَسَطْنَ (Fawasatna):** “তারা প্রবশে করছে/ভতেরে গয়িছে,ে” শত্রুপক্ষরে গভীরে আক্রমণ।
- **بِهِ جَمْعًا (Bihi Jam’ā):** “ভড়িরে মধ্য,ে” প্রতীক — প্রতকিূলতা বা পরীক্ষার।

তাফসরি ও আলমেদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** ঘোড়ার নর্িভীকতা বোঝানো হয়ছে,ে যা আল্লাহর বচিাররে নশ্চিতিতা ও ব্যাপকতাকে প্রতফিলতি কর।ে
- **কুরতুবি:** ভড়িরে প্রতীক হলো — দুনয়িার চ্যালঞ্জে, যা সাহসরে সঙ্গে মোকাবলিা করতে হব।ে
- **ইবন আশুর:** সত্য ও ন্যায় বচিার সকল বাধা ভদে করে একদনি প্রকাশ পাব।ে
- **রাযি:** কোনো কছিুই আল্লাহর বচিার থকেে রক্ষা পাবে না।
- **আল-আলূসী:** সত্যরে বজিয় ও আল্লাহর ন্যায়রে প্রতীক এই আয়াত।

আধ্যাত্মকি ও বশি্বাসগত বার্তা:

- **আকীদাহ:** আল্লাহর বচিার সর্বব্যাপী ও অপরহিার্য।
- **রূহানয়িাত:** বশি্বাসীদরে উচতি সাহস ও সত্যনষি্ঠা অবলম্বন করে চল।া

জীবনরে প্রভাব:

- মুসলমানদরে উচতি প্রতকিূলতা ও পরীক্ষায় সাহসী হয়ে সামনে এগয়িে যাওয়া — আল্লাহর ন্যায় বচিার তাদরে সহায় হব।ে

আয়াত ৬: "إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ"

উচ্চারণ: *Innal-insāna lirabbihi lakanūd*
অনুবাদ: “নশ্চিয়ই মানুষ তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ।”

শব্দ বশি্লষেণ:

- إِنَّ الْإِنسَانَ **(Innal-insān):** "নিশ্চয় মানুষ," সাধারণভাবে মানবজাতিকে নির্দেশ করে।
- لِرَبِّهِ **(lirabbihi):** "তার রবের প্রতি," সম্পর্ক ও দায়িত্ব বোঝাতে।
- لَكَنُودٌ **(lakanūd):** "অকৃতজ্ঞ," আল্লাহর অনুগ্রহ ভুলে যাওয়ার অর্থে।

তাফসির ও আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।
- **কুরতুবী:** সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়।
- **ইবন আশুর:** আত্মকেন্দ্রিকতা ও দুনিয়ালোভ থেকে অকৃতজ্ঞতা জন্ম নেয়।
- **রাযি:** মানুষের প্রতি সতর্কতা — যেন তারা উদাসীন না হয়।
- **আল-আলূসী:** আত্মার অন্ধকার ও সচেতনতার অভাব থেকেই অকৃতজ্ঞতা জন্মায়।

আধ্যাত্মিক ও বিশ্বাসগত বার্তা:

- **আকীদাহ:** আল্লাহ মানুষের অবস্থা ভালোভাবেই জানেন — সুতরাং প্রতিটি কাজের জবাবদিহি হবে।
- **রূহানিয়াত:** আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণে রাখা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বিশ্বাসীদের গুণ।

জীবনের প্রভাব:

- প্রতিদিন নিজের নিয়ামতগুলো স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া জরুরি।

আয়াত ৭: "وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ"

উচ্চারণ: *Wa innahu ʿalā dhālika la-shahīd*
অনুবাদ: "এবং নিশ্চয়ই সে (মানুষ) তার এ (অকৃতজ্ঞতার) বিষয়ে সাক্ষী।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- وَإِنَّهُ **(Wa innahu):** "নিশ্চয়ই সে," মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে।
- عَلَىٰ ذَٰلِكَ **(alā dhālika):** "এই বিষয়ে," অর্থাৎ তার নিজ কৃত অপরাধ ও অবহেলা।
- لَشَهِيدٌ **(la-shahīd):** "অবশ্যই সে সাক্ষী," সে নিজেই জানে কী করছে।

তাফসির ও আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** মানুষ নিজের গাফলতি সম্পর্কে সচেতন, তবুও তা সংশোধন করে না।
- **কুরতুবী:** জেনেও ঠিক পথে না ফেরা আরও বড় অপরাধ।
- **ইবন আশুর:** জ্ঞানের কারণে দায়িত্বও বাড়ে।
- **রাযি:** আত্ম-সংঘাত ও আত্মস্বীকৃতি — যা মানুষকে অনুশোচনায় আনতে পারে।
- **আল-আলূসী:** আত্মপর্যালোচনা মানুষের আত্মশুদ্ধির পথে প্রথম ধাপ।

আধ্যাত্মিক ও বিশ্বাসগত বার্তা:

- **আকীদাহ:** বিচার দিবসে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।
- **রূহানিয়াত:** নিজ ভুল বুঝে সংশোধনের চেষ্টাই সত্যিকারের আত্মগঠন।

জীবনের প্রভাব:

- নিজেকে পর্যালোচনা করা এবং আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা — প্রতিদিনকার দায়িত্ব।

আয়াত ৮:

"وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ" (Wa innahu lihubbil-khayri lashadeed)
"নিশ্চয়ই, সে (মানবজাতি) সম্পদের প্রতি অতিশয় আসক্ত।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Innahu (وَإِنَّهُ):** "নিশ্চয়ই সে"—এখানে 'সে' দ্বারা মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে।
- **Lihubbil-khayr (لِحُبِّ الْخَيْرِ):** "ভালোর প্রতি ভালোবাসা"—এখানে "ভালো" বলতে দুনিয়াবি সম্পদ ও উপকার বুঝানো হয়েছে।
- **Lashadeed (لَشَدِيدٌ):** "অতিশয় আসক্ত"—এটি মানবজাতির দুনিয়াবি লাভের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে নির্দেশ করে।

তাফসিরবিদগণের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসির:** সম্পদের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে আধ্যাত্মিক দায়িত্বের চেয়ে বস্তুগত লাভকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করে।
- **আল-কুরতুবি:** এই সম্পদপ্রেম মানুষের আন্তরিকতা ও আল্লাহর প্রতি ঈমানের একটি পরীক্ষা।
- **ইবনে আশূর:** দুনিয়াবি সম্পদের প্রতি অতিমাত্রায় ভালোবাসা মানুষকে উচ্চতর আত্মিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে।
- **আর-রাযী:** সম্পদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নৈতিক ও নীতিগত সীমালঙ্ঘনের দিকে ঠেলে দেয়।
- **আল-আলূসী:** সম্পদের প্রতি ভালোবাসা অহংকার ও আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলার মতো ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে।

আকীদা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা:

- **আকীদা:** আল্লাহ মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত; এই আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয় যে দুনিয়াবি সম্পদকে প্রাধান্য দিলে আধ্যাত্মিক পতন অনিবার্য।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের আহ্বান করা হয়েছে যেন তারা দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মনে করিয়ে দেয় যে, সম্পদের প্রতি ভালোবাসা যেন আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। ঈমান ও সৎকর্মকে দুনিয়াবি সাফল্যের ওপরে স্থান দেওয়া উচিত।

আয়াত ৯:

"أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ" (Afala ya'lamu idhaa bu'thira maa fil-quboor)
"সে কি জানে না, যখন কবরে যা কিছু আছে তা উথালপাথাল করে বের করে আনা হবে?"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Afala ya'lamu (أَفَلَا يَعْلَمُ):** "সে কি জানে না?"—মানবজাতির অসচেতনতা ও গাফলিতাকে তুলে ধরার একটি অলংকারিক প্রশ্ন।
- **Idhaa bu'thira (إِذَا بُعْثِرَ):** "যখন উথালপাথাল করে তোলা হবে"—এটি কিয়ামতের দিন কবরে থাকা সব মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থানকে বোঝায়।
- **Maa fil-quboor (مَا فِي الْقُبُورِ):** "যা কিছু কবরে আছে"—এতে মৃতদেহের পাশাপাশি গোপন কর্ম ও অভ্যন্তরীণ বাস্তবতাও অন্তর্ভুক্ত।

তাফসিরবিদগণের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসির:** এই আয়াত কিয়ামতের দিনের স্পষ্ট স্মরণ করিয়ে দেয়, যেদিন প্রতিটি আত্মাকে তার কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।
- **আল-কুরতুবি:** "বের করে আনা" শব্দগুচ্ছ দ্বারা শুধু পুনরুত্থান নয়, বরং গোপন কাজগুলোর উন্মোচনকেও বোঝানো হয়েছে।
- **ইবনে আশুর:** এটি পুনরুত্থানের অবশ্যম্ভাবিতা ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব তুলে ধরে।
- **আর-রাযী:** মানুষের জীবনের সত্যতা ও কাজকর্মের গোপন রূপ প্রকাশ পাওয়ার ঐ মহান মুহূর্তকে নির্দেশ করে।
- **আল-আলূসী:** এই আয়াত অসতর্ক ও গাফলি মানুষদের জন্য একটি কঠোর সতর্কবার্তা, যাতে তারা পরকালের অবধারিত বিচারকে স্মরণ করে।

আকীদা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা:

- **আকীদা:** আল্লাহর পুনরুত্থান করার ক্ষমতা সন্দেহাতীত, এবং এই আয়াত তাঁর জীবন ও মৃত্যুর উপর পূর্ণ কর্তৃত্বকে প্রমাণ করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের সচেতন ও দায়িত্বশীল জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করে, কারণ প্রতিটি কাজ একদিন প্রকাশ পাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুমিনদের তাদের মৃত্যুচিন্তা ও পুনরুত্থানের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে আহ্বান করে, যেন তারা এমন কর্মে মনোনিবেশ করে যা পরকালে তাদের উপকারে আসবে।

আয়াত ১০:

"وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ" (Wa hussila maa fis-sudoor)
"আর হৃদয়ে যা আছে তা উন্মোচিত করা হবে।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Wa hussila (وَحُصِّلَ):** "উন্মোচিত করা হবে"—অর্থাৎ অন্তরের চিন্তা, নিয়ত ও গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করা হবে।
- **Maa fis-sudoor (مَا فِي الصُّدُورِ):** "হৃদয়ে যা আছে"—এটি মানুষের গোপন অভিপ্রায়, চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টিকে বোঝায়।

তাফসিরবিদগণের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসির:** কিয়ামতের দিন শুধু কাজ নয়, বরং নিয়ত ও গোপন ভাবনাও প্রকাশ পাবে।
- **আল-কুরতুবি:** আল্লাহর বিচার কেবল বাহ্যিক কাজ নয়, বরং অন্তরের অবস্থাও মূল্যায়ন করবে।
- **ইবনে আশুর:** অন্তরের বিষয় প্রকাশ হওয়া আল্লাহর বিচারব্যবস্থার পরিপূর্ণতা নির্দেশ করে।
- **আর-রাযী:** এটি সতর্ক করে যে, আন্তরিকতা ও হৃদয়ের পবিত্রতা ন্যায় কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।
- **আল-আলূসী:** এই আয়াত আত্মশুদ্ধি ও আন্তরিকতার আহ্বান জানায়, কারণ আল্লাহর নিকট কিছুই গোপন নয়।

আকীদা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা:

- **আকীদা:** আল্লাহর বিচার সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ—কোনো প্রতারণা বা ভণ্ডামির সুযোগ নেই।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত মুমিনদেরকে তাদের নিয়ত ও অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুমিনদের এমন জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করে, যা অন্তরের পবিত্রতা, আন্তরিকতা ও সততার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়, যেন তাদের উদ্দেশ্য সবসময় ন্যায়ের দিকে থাকে।

আয়াত ১১:

"إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ" (Inna rabbahum bihim yawma'idhin lakhabeer)
"নিশ্চয়ই, সেদিন তাদের প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকবেন।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Inna (إِنَّ):** "নিশ্চয়ই"—এই শব্দটি বক্তব্যের দৃঢ়তা ও নিশ্চিততাকে প্রকাশ করে।

- **Rabbahum (رَبَّهُم):** “তাদের প্রতিপালক”—আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং রিজিক দানকারী; তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে জানেন।
- **Bihim (بِهِم):** “তাদের সম্পর্কে”—এর মাধ্যমে মানুষের কাজ, চিন্তা, ও নিয়তের ওপর আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- **Yawma’idhin (يَوْمَئِذٍ):** “সেদিন”—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।
- **Lakhabeer (لَخَبِيرٌ):** “সম্পূর্ণরূপে অবগত”—আল্লাহর সর্বজ্ঞতা ও সচেতনতা বোঝায়।

তাফসিরবিদগণের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসির:** আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানেন, এবং বিচার দিবসে সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোকে বিচার করবেন।
- **আল-কুরতুবি:** এই আয়াত বিশ্বাসীদের জন্য আশ্বস্তকারী এবং গাফিলদের জন্য সতর্কবার্তা—আল্লাহ ন্যায়ের সাথে বিচার করবেন।
- **ইবনে আশূর:** আয়াতটি আল্লাহর বিচার ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব তুলে ধরে, যা মানুষের প্রতিটি কাজ ও নিয়তকে অন্তর্ভুক্ত করে।
- **আর-রাযী:** এটি একদিকে সতর্কবার্তা, আবার অন্যদিকে আশ্বস্তকরণ; কিয়ামতের বিচার অনিবার্য।
- **আল-আলূসী:** আল্লাহর জ্ঞানের ব্যাপকতা তুলে ধরে—যা মুমিনদের আহ্বান জানায় তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে।

আকীদা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা:

- **আকীদা:** আল্লাহর সর্বজ্ঞতা নিশ্চিত করে যে, তাঁর বিচার হবে পরিপূর্ণভাবে ন্যায়সঙ্গত ও নির্ভুল।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত মুমিনদেরকে আন্তরিকতা ও সতর্কতার সাথে জীবন যাপন করতে উৎসাহিত করে—কারণ তারা সর্বদা আল্লাহর দৃষ্টির আওতায় রয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুমিনদের মনে জবাবদিহিতার বোধ জাগিয়ে তোলে—যাতে তারা তাদের ইবাদত ও কর্মে আন্তরিকতা বজায় রাখে এবং আল্লাহর ন্যায়ের উপর ভরসা রাখে।

সারাংশ ও সম্পর্ক

সূরার সারসংক্ষেপ:

সূরা আল-আদিয়াত যুদ্ধে ব্যবহৃত অশ্বের শক্তি ও নিষ্ঠাকে একটি উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছে, যা মানবজাতিকে উৎসর্গ ও আন্তরিকতার একটি আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে। এটি মানুষের অকৃতজ্ঞতা ও সম্পদের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কিয়ামতের দিনের প্রস্তুতির প্রতি আহ্বান জানায়। সূরাটি মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষের প্রতিটি কর্ম, চিন্তা, ও অনুভূতি শেষপর্যন্ত আল্লাহর সামনে প্রকাশিত হবে এবং বিচার হবে।

অন্যান্য সূরার সাথে সম্পর্ক:

সূরা আল-আদিয়াত এমন সূরাগুলোর সাথে সম্পর্কিত, যেগুলো দুনিয়াবি ধনসম্পদের ক্ষণস্থায়ীতা তুলে ধরে; যেমন **সূরা আত-তাকাসুর**, যা সম্পদ–লালসার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। উভয় সূরা-ই আল্লাহর আনুগত্যকে দুনিয়াবি ব্যস্ততার ওপরে অগ্রাধিকার দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

সূরার আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক:

সূরা আল-আদিয়াত শুরু হয় অশ্বের উদ্যম ও নিষ্ঠার চিত্র তুলে ধরে—যা মানুষকে আল্লাহর পথে একই রকম আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে চলার অনুপ্রেরণা দেয়। এরপর সূরাটি শেষ হয় কিয়ামতের দিনের সতর্কবার্তা দিয়ে, যেখানে সব কাজ প্রকাশ পাবে। এভাবে সূরার প্রতিটি আয়াত একটি ধারাবাহিক বার্তা তৈরি করে—যার মূল আহ্বান হলো: আন্তরিকতা, কৃতজ্ঞতা ও পরকালের প্রস্তুতি।

৩.১৭ সূরা যিলযাল (Surah Az-Zalzalah)

৩.১৭.১ সূরার পরিচিতি

নাম ও অর্থ:

"আয্-যিলযালাহ" (الزلزلة) শব্দের অর্থ হলো **"ভূমিকম্প"**। এই সূরাটির নাম এমন এক ভয়াবহ, মহাপ্রলয়কারী ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করে, যা কিয়ামতের দিনে সংঘটিত হবে। এই ভূকম্পন সেই মহাদিবসের শক্তি ও বিশৃঙ্খলার প্রতীক, যেদিন পৃথিবী কাঁপবে এবং তার অভ্যন্তরে লুকানো সবকিছু উন্মোচিত হবে। সূরার নাম সেই বিস্ময়কর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়, যা চূড়ান্ত জবাবদিহির বার্তা বহন করে।

অবতীর্ণের স্থান ও সময়:

সূরা যিলযাল একটি **মাদানী সূরা**, যা ইসলামী সমাজ মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়। এই সময় ইসলামের বার্তা আত্মিক পরিশুদ্ধি, নৈতিক উন্নয়ন, ও জবাবদিহির উপর গুরুত্ব দিচ্ছিল। এই সূরার বার্তা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রতিটি ব্যক্তি একদিন মহান বিচার দিবসের মুখোমুখি হবে এবং সেদিন প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে।

অবতীর্ণ হওয়ার কারণ (আসবাবুন-নুজুল):

এই সূরা অবতীর্ণ হয় মানুষের সামনে কিয়ামতের বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজের জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য। সেই সময় অনেক মানুষ দুনিয়াবি ভোগ-বিলাস ও সম্পদে নিমগ্ন ছিল। এই সূরাটি তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পৃথিবীতে যা কিছু লুকানো আছে—তা একদিন প্রকাশ পাবে এবং আল্লাহর দরবারে বিচার হবে।

মূল বিষয়বস্তু ও বার্তা:

- **সূরা যিলযাল** কিয়ামতের দিন সংঘটিত সেই ভয়াবহ ভূমিকম্পের বর্ণনা দেয়, যা পৃথিবীকে প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়ে দেবে।
- সেই দিনে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা সকল রহস্য, আমল ও কর্ম প্রকাশ পাবে।
- প্রতিটি মানুষ তার কর্ম—হোক তা যত ক্ষুদ্রই—তার ফল প্রত্যক্ষ করবে।
- এই সূরা আত্মসমালোচনার আহ্বান জানায় এবং আল্লাহর সামনে প্রতিটি কাজের জবাবদিহির গুরুত্ব তুলে ধরে।

৩.১৭.২ সূরা যলিযাল-এর আয়াতসমূহ

আয়াত ১:

"إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا"
(ইযা যুলযলিাতলি আরদু যলিযালাহা)
"যখন পৃথবিী তার (চূড়ান্ত) ভূমকিম্পে কঁপেে উঠবে।"

শব্দ বশি্লষেণ:

- **ইযা (إِذَا)**: "যখন"—একটি অবশ্যম্ভাবী ভবষ্যিৎ ঘটনার সূচক।
- **যুলযলিাতি (زُلْزِلَتِ)**: "কাঁপবে"—একটি প্রবল ও সর্বব্যাপী ভূমকিম্পকে বো·ঝায়।
- **আল-আরদু (الْأَرْضُ)**: "পৃথবিী"—পুরো পৃথবিীকে নর্দিশে কর।ে
- **যলিযালাহা (زِلْزَالَهَا)**: "তার ভূমকিম্প"—চূড়ান্ত, অতুলনীয় কাঁপুনি যা কয়িামতরে দনিে হব।ে

তাফসরিবদিদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর**: এটি কয়িামতরে অন্যতম প্রধান আলামত, যখোনে পৃথবিী তার ভতেররে সবকছিু বরে করে দবে।ে
- **কুরতুবি**: এই ভূমকিম্প পৃথবিীর ধ্বংস ও রূপান্তররে প্রতীক।
- **ইবন 'আশুর**: এই ঘটনা এক ভয়ংকর পরবির্তন নর্দিশে করে যা লুকানো· বষিয়গুলো· উন্মো·চতি করব।ে
- **আর-রাজি**: পৃথবিীর আপাত স্থায়ত্বি একদনি আল্লাহর ইচ্ছায় ধ্বংস হয়ে যাব।ে
- **আল-আলুসি**: এই ভূমকিম্প আল্লাহর সৃষ্টরি উপর তাঁর পূর্ণ নয়িন্ত্রণরে প্রতফিলন।

তাওহদি ও আত্মকি দকি:

- **আকদিা**: এই আয়াত আল্লাহর সর্বশক্তমিান সত্তার প্রমাণ, যনিি মহাবশি্বকে রূপান্তর করতে সক্ষম।
- **আধ্যাত্মকিতা**: এই আয়াত দুনয়িার ক্ষণস্থায়ীতা এবং আখরিাতরে চরিন্তন বাস্তবতার দকিে ইঙ্গতি দয়ে।

দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

- দুনয়িাবি মো·হ থকেে নজিকেে বচি্ছন্নি করে সৎকর্ম ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যরে মাধ্যমে পরকালরে জন্য প্রস্তুতি নওেয়ার আহ্বান জানায়।

আয়াত ২:

"وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا"
(ওয়া আখরাজাতিল আরদু আসকালাহা)
"এবং পৃথিবী তার বোঝা (সবকিছু) বের করে দেবে।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আখরাজাত (أَخْرَجَتْ)**: "বের করবে"—প্রকাশ বা উৎক্ষেপণের অর্থে।
- **আল-আরদু (الْأَرْضُ)**: "পৃথিবী"—পুরো ভূ-পৃষ্ঠ।
- **আসকালাহা (أَثْقَالَهَا)**: "তার বোঝা"—মাটির নিচে যা কিছু লুকানো, যেমন মৃতদেহ, গোপন আমল ইত্যাদি।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর**: মৃতদের কবর থেকে বের করা হবে এবং গোপন আমল প্রকাশ পাবে।
- **কুরতুবি**: "বোঝা" বলতে মৃত এবং মানবকর্মের গোপন রহস্য বোঝানো হয়েছে।
- **ইবন ‘আশুর**: আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো কিছুই গোপন থাকবে না—সব কিছুই প্রকাশ পাবে।
- **আর-রাজি**: পৃথিবী স্বয়ং সাক্ষী দেবে—কে কিভাবে তার উপর কাজ করেছে।
- **আল-আলুসি**: পৃথিবী তার উপর সংঘটিত সকল কর্মকে প্রমাণস্বরূপ প্রকাশ করবে।

তাওহিদ ও আত্মিক দিক:

- **আকিদা**: আল্লাহর বিচার সবকিছু প্রকাশ করবে, কিছুই গোপন থাকবে না।
- **আধ্যাত্মিকতা**: প্রতিটি কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি, কারণ সবকিছু একদিন প্রকাশ পাবে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- নিজের প্রতিটি কাজের বিষয়ে সচেতন হওয়া, পাপ থেকে বিরত থাকা, এবং আমল বিশুদ্ধ রাখার তাগিদ দেয়।

আয়াত ৩:

"وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا"
(ওয়া ক্বালাল ইনসানু মা লাহা)
"মানুষ বলবে, 'এর কী হলো?' "

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ক্বালা (قَالَ)**: "বলবে"—প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ।
- **আল-ইনসান (الْإِنسَانُ)**: "মানুষ"—সামষ্টিকভাবে সমগ্র মানবজাতি।
- **মা লাহা (مَا لَهَا)**: "এর কী হলো?"—ভীত ও বিভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর**: পৃথিবীর অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে মানুষ ভীত ও হতবিহ্বল হয়ে পড়বে।
- **কুরতুবি**: মানুষের বিস্ময় প্রকাশ পায় এমন ঘটনা দেখে যা তারা কখনো কল্পনাও করেনি।
- **ইবন 'আশুর**: মানুষের অজ্ঞতা ও প্রস্তুতির অভাব এই প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।
- **আর-রাজি**: ঘটনা এতটাই ভয়াবহ হবে যে মানুষ আশ্চর্য হয়ে পড়বে।
- **আল-আলুসি**: মানুষের এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে তাদের আত্মপ্রসাদের প্রতিফলন—যারা আখিরাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

তাওহিদ ও আত্মিক দিক:

- **আকিদা**: মানুষ বিচার দিবসের বাস্তবতা ভুলে থাকে এবং প্রস্তুতি নিয়ে না।
- **আধ্যাত্মিকতা**: এই আয়াত আত্মসচেতন হওয়ার এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান করে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যাতে তারা দুনিয়ার মোহে বিভোর না হয়ে আল্লাহর পথ অনুসরণে জীবন গঠন করে।

আয়াত ৪:

"يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا"
(ইয়াওমাইযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা)
"সেদিন সে (পৃথিবী) তার খবর বর্ণনা করবে।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ইয়াওমাইযিন (يَوْمَئِذٍ)**: "সেদিন"—কিয়ামতের দিনকে নির্দেশ করে।
- **তুহাদ্দিসু (تُحَدِّثُ)**: "বর্ণনা করবে"—সরাসরি সাক্ষ্য প্রদান বা রিপোর্ট করার অর্থে।
- **আখবারাহা (أَخْبَارَهَا)**: "তার সংবাদ"—পৃথিবীর উপর সংঘটিত প্রতিটি কাজ ও ঘটনা।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর**: পৃথিবী তার উপরে সংঘটিত প্রতিটি কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে, মানুষের সব কাজ প্রকাশ পাবে।
- **কুরতুবি**: এই সাক্ষ্য ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বা বিপক্ষে উপস্থাপিত হবে—আল্লাহর পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অংশ।
- **ইবন 'আশুর**: পৃথিবীর এই "খবর" গোপন ও প্রকাশ্য সব কর্ম অন্তর্ভুক্ত করবে।
- **আর-রাজি**: পৃথিবী নিজেই মানুষের কাজের সাক্ষী হয়ে উঠবে।
- **আল-আলুসি**: এই সক্রিয় সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে আল্লাহর বিচারসামগ্রী কতটা বিস্তৃত ও নির্ভুল।

তাওহিদ ও আত্মিক দিক:

- **আকিদা**: আল্লাহ সর্বজ্ঞ; এমনকি পৃথিবীও মানুষের কাজ প্রকাশ করে তাঁর নির্দেশে।
- **আধ্যাত্মিকতা**: এই আয়াত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কোনো কাজই আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে নয়।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুমিনদের উচিত সততা ও আত্মসচেতনতার সাথে জীবনযাপন করা—জেনে যে প্রতিটি কর্ম একদিন প্রকাশ পাবে।

আয়াত ৫:

"بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا"
(বিআন্না রাব্বাকা আওহা লাহা)
"কারণ তোমার প্রতিপালক এটিকে নির্দেশ দিয়েছেন।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **রাব্বাকা (رَبَّكَ)**: "তোমার প্রতিপালক"—আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির মালিক।
- **আওহা (أَوْحَىٰ)**: "প্রেরণা দিয়েছেন"—আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করেছেন।
- **লাহা (لَهَا)**: "তার প্রতি"—পৃথিবীকে বোঝায়, যার প্রতি নির্দেশ এসেছে।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর**: পৃথিবী তার উপর সংঘটিত সব কিছু আল্লাহর আদেশে প্রকাশ করবে।
- **কুরতুবি**: এই "বক্তব্য" আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবীর মুখ খুলে যাওয়ার বহিঃপ্রকাশ।
- **ইবন ‘আশুর**: আল্লাহর ইচ্ছার সামনে কোনো কিছু বাধা হতে পারে না—সব সৃষ্টিই তাঁর আদেশ পালন করে।
- **আর-রাজি**: আল্লাহ পৃথিবীকে সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম করে তুলবেন।
- **আল-আলুসি**: এটি বোঝায়, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই ঘটে না—সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে।

তাওহিদ ও আত্মিক দিক:

- **আকিদা**: আল্লাহর সর্বশক্তিময়তা এখানে প্রকাশ পেয়েছে; পৃথিবীও তাঁর নির্দেশে কথা বলে।
- **আধ্যাত্মিকতা**: মানুষকে মনে করিয়ে দেয়, সে যেন সর্বদা আল্লাহর সামনে দায়বদ্ধ থাকে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- প্রতিটি কাজ আল্লাহর নজরে রয়েছে—এই উপলব্ধি নিয়ে জীবনযাপন করা উচিত।

আয়াত ৬:

"يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ"
(ইয়াওমাইযনি ইয়াসদুরুন্নাসু আশতাতাল লিউরাউ আ'মালাহুম)
"সেদিন মানুষ দলে দলে ফিরে আসবে, যেন তাদেরকে তাদের কর্ম দেখানো হয়।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ইয়াওমাইযনি (يَوْمَئِذٍ)**: "সেদিন"—কিয়ামতের দিন বোঝায়।
- **ইয়াসদুরু (يَصْدُرُ)**: "ফিরে আসবে"—কবর থেকে উঠা এবং বিচারস্থলে উপস্থিতি হওয়া।
- **আন-নাসু (النَّاسُ)**: "মানুষ"—সমগ্র মানবজাতি।
- **আশতাতান (أَشْتَاتًا)**: "দলে দলে"—আকীদা ও আমলের ভিত্তিতে আলাদা গ্রুপে বিভক্ত।
- **লিউরাউ (لِّيُرَوْا)**: "দেখানো হবে"—তাদের কর্ম দেখানো হবে।
- **আ'মালাহুম (أَعْمَالَهُمْ)**: "তাদের কর্ম"—সব ভালো ও মন্দ কাজ।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর**: মানুষ কবর থেকে উঠবে এবং তার আমলের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাবে।
- **কুরতুবি**: এই বিভাজন ন্যায়পরায়ণতা ও পাপাচারিতার ভিত্তিতে হবে।
- **ইবন 'আশুর**: প্রতিটি ব্যক্তি তার কর্মের পূর্ণ ফল ভোগ করবে—এটাই আল্লাহর ন্যায়বিচার।
- **আর-রাজি**: প্রতিটি কাজ মূল্যায়নযোগ্য; এই আয়াত সেই গুরুত্ব বোঝায়।
- **আল-আলুসি**: আল্লাহর বিচার পূর্ণ ও নির্ভুল—কোনো আমল উপেক্ষিত হবে না।

তাওহিদ ও আত্মিক দিক:

- **আকিদা**: আল্লাহর বিচার অপরিবর্তনীয় এবং পরিপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক।
- **আধ্যাত্মিকতা**: প্রতিটি কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সচেতন জীবন যাপন।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মানুষকে সতর্ক করে দেয় যেন তারা প্রতিটি কর্মকে গুরুত্ব দেয়, কারণ সেগুলোই চূড়ান্ত পরিণতির কারণ হবে।

আয়াত ৭:

"فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ"
(ফামান ইয়াআ'মাল মিস্কালা জাররাতিন খাইরাইয়্যারাহু)
"সুতরাং যে কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ফামান (فَمَنْ)**: "অতএব যে কেউ"—সর্বজনীন আবেদন প্রকাশ করে।
- **ইয়া‘মাল (يَعْمَلْ)**: "কাজ করে"—ইচ্ছাকৃত কর্ম বোঝায়।
- **মিস্ক্বালা (مِثْقَالَ)**: "পরিমাণ"—ওজন বা পরিমাপ।
- **জররাতিন (ذَرَّةٍ)**: "অণু"—সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরিমাণ।
- **খাইরান (خَيْرًا)**: "ভালো"—উত্তম কাজ বা নেক আমল।
- **ইয়ারাহু (يَرَهُ)**: "সে তা দেখবে"—তার প্রতিদান সে অবলম্বনে দেখতে পাবে।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর**: আল্লাহ এতটাই ন্যায়পরায়ণ যে, অণু পরিমাণ ভালো কাজও প্রতিফলিত হবে।
- **কুরতুবি**: কোনো ভালো কাজ আল্লাহর দৃষ্টিতে তুচ্ছ নয়—সবই মূল্যবান।
- **ইবন ‘আশুর**: আল্লাহর করুণা এতই বিস্তৃত যে ক্ষুদ্রতম ভালো কাজও পুরস্কার লাভ করে।
- **আর-রাজি**: এই আয়াতে ব্যবহৃত ‘জররাহ’ শব্দটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার বোঝায়।
- **আল-আলুসি**: এটি আশা জাগায়—অল্পতম নেক কাজও মূল্যহীন নয়।

তাওহিদ ও আত্মিক দিক:

- **আকিদা**: আল্লাহর সর্বজ্ঞতা ও বিচারব্যবস্থা এতটাই নিখুঁত যে সব ভালো কাজ প্রতিফল পায়।
- **আধ্যাত্মিকতা**: প্রত্যেক নেক কাজকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত—সে যত ছোট হোক না কেন।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুমিনদের উৎসাহিত করে ছোট ছোট ভালো কাজ করতে—যেমন হাসিমুখে কথা বলা, দোয়া করা, সহযোগিতা ইত্যাদি।

আয়াত ৮:

"وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ"
(ওয়া মান ইয়াআ'মাল মিস্ক্বালা জররাতিন শাররাইয়্যারাহু)
"আর যে কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করে, সে তা দেখতে পাবে।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়া মান (وَمَنْ)**: "এবং যে কেউ"—সবার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য।
- **ইয়া‘মাল (يَعْمَلْ)**: "কাজ করে"—ইচ্ছাকৃত খারাপ কাজ বোঝায়।
- **মিস্ক্বালা (مِثْقَالَ)**: "পরিমাণ"—ওজন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
- **জররাতিন (ذَرَّةٍ)**: "অণু"—ক্ষুদ্রতম কণাও বোঝায়।
- **শাররান (شَرًّا)**: "মন্দ"—পাপ, অন্যায় বা খারাপ কাজ।
- **ইয়ারাহু (يَرَهُ)**: "সে তা দেখবে"—তার পরিণাম সে উপলব্ধি করবে।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর**: আল্লাহর বিচার এতটাই নিখুঁত যে ক্ষুদ্রতম পাপও অবহেলিত হবে না।
- **কুরতুবী**: এটি সতর্কবার্তা যে, কোনো অন্যায়ই আল্লাহর চোখ এড়িয়ে যাবে না।
- **ইবন 'আশুর**: পাপ ছোট মনে করেও করা যাবে না, কারণ তারও ফল রয়েছে।
- **আর-রাজি**: প্রতিটি কর্মই বিচারযোগ্য—তাই জীবনে সাবধানতা জরুরি।
- **আল-আলুসি**: আয়াতটি দায়বদ্ধতার প্রতি গভীর মনোযোগ আহ্বান করে।

তাওহিদ ও আত্মিক দিক:

- **আকিদা**: আল্লাহর বিচার সর্বব্যাপী ও নির্ভুল—সবকিছুরই হিসাব হবে।
- **আধ্যাত্মিকতা**: আত্মশুদ্ধির জন্য ছোট ছোট পাপ থেকেও বিরত থাকা উচিত।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এটি মানুষকে সজাগ করে দেয়—মনে করিয়ে দেয় যেন তারা ক্ষুদ্রতম পাপ থেকেও নিজেকে বিরত রাখে।

সারাংশ ও সংযোগ:

সূরার সারসংক্ষেপ:

সূরা আয্-যালযালাহ কিয়ামতের দিন ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। এই দিনে পৃথিবী তার গর্ভে ধারণ করা সবকিছু উন্মোচন করবে, এবং মানুষ তাদের প্রতিটি কাজ—ভালো-মন্দ—সামনে দেখতে পাবে। সূরাটি মানুষের আত্মসমালোচনার আহ্বান জানায় এবং আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।

অন্যান্য সূরার সাথে সম্পর্ক:

- সূরা আল-কারি'আহ, সূরা আল-হাক্কাহ—এসব সূরাও কিয়ামত, বিচার দিবস ও কর্মফলের বিষয়ে কথা বলে।
- এসব সূরা সম্মিলিতভাবে জীবনের অস্থায়িত্ব এবং আল্লাহর সাথে চূড়ান্ত সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আয়াতসমূহের ধারাবাহিক সংযোগ:

1. প্রথমে পৃথিবীর ভূমিকম্পের বর্ণনা,
2. এরপর পৃথিবীর গর্ভে লুকানো সব কিছু প্রকাশ ও সাক্ষ্য,
3. এরপর মানুষের বিচারে উপস্থিতি এবং
4. শেষত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভালো ও মন্দ কাজের বিচার।

এই কাঠামো মানুষের সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ বার্তা তুলে ধরে—**"জীবন হালকাভাবে নিও না, প্রতিটি কাজের হিসাব আছে।"**

৩.১৮ সূরা আল-বাইয়্যিনাহ

৩.১৮.১ সূরার পরিচিতি

নাম ও অর্থ

"আল-বাইয়্যিনাহ" (البينة) শব্দের অর্থ: **"স্পষ্ট প্রমাণ"** বা **"প্রকাশ্য দলিল"।**
এই নামটি সূরার প্রথম আয়াত থেকেই এসেছে এবং ইঙ্গিত করে সেই স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণের প্রতি—যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছেছে। এই সূরা জানিয়ে দেয়, নবীর আগমন এবং কুরআনের অবতরণ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

অবতরণের স্থান ও সময়

সূরা আল-বাইয়্যিনাহ **মদীনায় অবতীর্ণ** হয়েছে। এটি এমন সময়ে নাযিল হয় যখন মুসলিম সম্প্রদায় মদীনায় গড়ে উঠছিল।
এই প্রেক্ষাপটে সূরাটি মুমিনদের মধ্যে ঐক্য গঠনের গুরুত্ব এবং সত্য গ্রহণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

নাজিলের কারণ (আসবাব আন-নুযুল)

এই সূরা নাজিল হয় **আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান)** এবং **মুশরিকদের** সম্পর্কে।
তারা নবীর আগমন ও কিতাবের প্রত্যাশা করলেও, যখন সত্য তাদের সামনে এসেছিল, তখন অনেকেই তা অস্বীকার করে। এই সূরার মাধ্যমে তাদের অবহেলা ও দ্বিচারিতার নিন্দা করা হয় এবং জানানো হয় যে, তাদের সামনে সঠিক দলিল এসেছে।

মূল বার্তা ও থিম

- ইসলামের বার্তা **স্পষ্ট, প্রমাণভিত্তিক ও সন্দেহাতীত**।
- যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে—তাদের জন্য **পুরস্কার ও অনন্ত সুখ** রয়েছে।
- আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে—তাদের জন্য রয়েছে **শাস্তি ও ধ্বংস**।
- এই সূরা বিশ্বাস, আমল ও সত্য গ্রহণের গুরুত্বকে কেন্দ্র করে একটি নির্ভুল নৈতিক কাঠামো তুলে ধরে।

৩.১৮.২ সূরা আল-বাইয়্যিনাহর আয়াতসমূহ

আয়াত ১

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
অর্থ:
"আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করছে, তারা আলাদা হতো না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে।"

শব্দ বিশ্লেষণঃ

- **لم يكن (লাম ইয়াকুন):** তারা ছিল না/থাকবে না – ইঙ্গিত দেয় অব্যাহত অবিশ্বাসের প্রতি।
- **الذين كفروا (আল্লাধিনা কাফারু):** যারা কুফর করছে – সত্যকে জেনেও অস্বীকার করছে।
- **أهل الكتاب (আহলুল কিতাব):** ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়।
- **والمشركين (ওয়াল-মুশরিকীন):** যারা আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করে।
- **منفكين (মুনফাক্কীন):** বিরত হওয়া বা সরে যাওয়া – তাদের ভ্রান্ত পথ ত্যাগ না করা।
- **البينة (আল-বাইয়্যিনাহ):** স্পষ্ট প্রমাণ – নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং কুরআন।

তাফসির:

ইবনে কাসীর, কুরতুবি প্রমুখ ব্যাখ্যা করেছেন—যারা সত্য প্রত্যাশা করত, তারাই যখন সত্য আসে, তখন অবিশ্বাস থেকে সরে আসতে অস্বীকার করে। এটি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি সমালোচনা, যারা নবীর আগমনের আশায় ছিল, অথচ অস্বীকার করছে।

আধ্যাত্মিক ভাবনা:

সত্যের সামনে অহংকার ও গোঁড়ামি যেন বাধা না হয়। বিশ্বাসীদের উচিত সত্য চিনে নেওয়া এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যার উপর অটল না থাকা।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয়—সত্য যখন প্রকাশিত হয়, তখন তা গ্রহণে দ্বিধা করা নয়, বরং চিন্তা ও সুনির্মল হৃদয় নিয়ে তা গ্রহণ করা উচিত।

আয়াত ২

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
অর্থ:
"আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল এসেছেন, যিনি পবিত্র পুস্তক আবৃত্তি করেন।"

শব্দ বিশ্লেষণঃ

- **رسول (রাসূল):** প্ররেতি নবী – এখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)।
- **من الله (মনিাল্লাহ):** আল্লাহর পক্ষ থকেে – ঐশী উৎস নর্দিশে কর।ে
- **يتلو (ইয়াতলু):** আবৃত্তি করনে – কুরআনরে পাঠ ও শক্ষিা।
- **صحفاً (সুহুফান):** পুস্তকসমূহ – ঐশী কতিাব।
- **مطهرة (মুতাহহারাহ):** পবত্রি – কোন বকিৃতি নইে, একবোরে খাঁটী।

তাফসরি:

এই আয়াত রাসূলরে ঐশী দায়ত্বি ও পবত্রিতা তুলে ধর।ে কুরআন সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষতি ও নর্দিভুল। এটি মানুষরে রচনাবশিষে নয়, বরং নর্দিভজোল আসমানী গ্রন্থ।

আধ্যাত্মকি ভাবনা:

এ আয়াত কুরআনরে মর্যাদা ও বশিুদ্ধতার প্রতি আস্থা জাগায়। একজন মুমনিরে উচতি কুরআনকে আল্লাহর নর্দিভরযোগ্য বার্তা হসিবেে গ্রহণ করা।

ব্যক্তগিত জীবনে প্রভাব:

মুমনিদরে কুরআনকে হৃদয়ে ধারণ করে তার অনুসরণে জীবন গঠন করা উচতি।

আয়াত ৩

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ
অর্থ:
"যার মধ্যে রয়ছেে সঠকি ও ন্যায়রে শক্ষিা।"

শব্দ বশি্লষেণঃ

- **فيها (ফহিা):** যার মধ্যে – কুরআনরে ভতেরে।
- **كتب (কুতুব):** শক্ষিা, বধিান – নর্দিশেনা ও হদোয়াত।
- **قيمة (কাইয়মিাহ):** সঠকি, ন্যায়রে উপর প্রতষ্ঠিতি – সোজা পথ নর্দিশেক।

তাফসরি:

এই আয়াত নর্দিশে কর,ে কুরআনরে প্রতটিি নর্দিশেনা সঠকি, ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়রে ভত্তিতি।ে এটি জীবনরে সকল দকিরে জন্য পরপিূর্ণ গাইডলাইন।

আধ্যাত্মকি ভাবনা:

এ আয়াত আমাদের আহ্বান জানায়—জীবনের প্রতিটি স্তরে কুরআনের শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, কারণ তাতেই রয়েছে প্রকৃত সত্য ও সফলতা।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব:

এই আয়াত বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করে কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য, যা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে।

আয়াত ৪:

"وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ"
(আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা বিভক্ত হয়নি যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসে পৌঁছায়নি।)

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Tafarraqa (تَفَرَّقَ)**: "বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল," অর্থাৎ কিতাবপ্রাপ্তরা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।
- **Alladheena ootul kitaab (الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ)**: "যারা কিতাব পেয়েছিল," অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়, যারা একটি নবীর আগমনের পূর্বাভাস আগে থেকেই জানত।
- **Al-bayyinah (الْبَيِّنَةُ)**: "স্পষ্ট প্রমাণ," এখানে কুরআন ও নবী মুহাম্মাদ (সা.) কে বোঝানো হয়েছে, যিনি অবিসংবাদিত পথনির্দেশক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

• মুফাসসিরদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির**: কিতাবপ্রাপ্তরা নবী মুহাম্মাদের আগমনের পর বিভক্ত হয়ে পড়ে, যদিও পূর্বে তারা নবীর আগমন নিয়ে একমত ছিল।
- **আল-কুরতুবি**: এই বিভাজন ঘটে, কারণ কেউ কেউ বার্তা গ্রহণ করে, আবার কেউ প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ ছিল।
- **ইবন আশূর**: হিংসা, দ্বন্দ্ব এবং অহংকারের কারণে তারা সত্যের বিরোধিতা করেছিল।
- **আর-রাজী**: বার্তাটি বিভক্তির কারণ নয়; বরং কিতাবপ্রাপ্তদের অহংকার ও একগুঁয়েমিই এর মূল কারণ।
- **আল-আলূসী**: এ বিভাজন মানুষের সেই প্রবণতাকে তুলে ধরে, যা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন তাদের নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকে।

• ধর্মীয় ও আত্মিক চিন্তা:

- **আকীদাহ**: এই আয়াত দেখায় আল্লাহ স্পষ্ট পথনির্দেশ দিয়েছেন, আর কিতাবপ্রাপ্তদের বিভাজন সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণতি।
- **আধ্যাত্মিকতা**: মুমিনদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়—অহংকার ও হিংসা থেকে দূরে থেকে বিনয়ী ও সত্যনিষ্ঠ থাকতে হবে।

• দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত বশি্বাসরে ঐক্যরে গুরুত্ব তুলে ধরে এবং অহংকার ও প্রতযিোগতিামূলক মনোভাবকে ত্যাগ করতে উৎসাহতি কর। মুমনিদরে সত্যকে আন্তরকিভাবে গ্রহণ করা উচতি এবং বভিদে সৃষ্টি থকেে বরিত থাকা উচতি।

আয়াত ৫:

"وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ"
(তাদরে আদশে দওেয়া হয়নি, শুধুমাত্র এইজন্য য তোরা আল্লাহর ইবাদত করব, তার প্রতি একনষ্ঠি থকেে, সৎপথে অটল থকেে, নামায প্রতষ্ঠিা করবে ও যাকাত দবে। এটাই হলো সঠকি ধর্ম।)

• শব্দ বশি্লষেণ:

- **Mukhliseen (مُخْلِصِينَ)**: "একনষ্ঠি," অর্থাৎ খাঁটি ইবাদত যা রয়িা বা শরিক মুক্ত।
- **Hunafaa (حُنَفَاءَ)**: "সৎপথে থাকা," অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি খাঁটি আনুগত্য, কোনো অংশীদারকে যুক্ত না করা।
- **Yuqeemus-salaat (وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ)**: "নামায কায়মে করা," যা একান্ত ইবাদতরে ও আত্মশুদ্ধরি উপায়।
- **Yu'tuz-zakaat (وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ)**: "যাকাত প্রদান করা," সমাজরে প্রতি দায়ত্বি পালনরে নর্দিশে।
- **Deenul-qayyimah (دِينُ الْقَيِّمَةِ)**: "সঠকি ধর্ম," যা আল্লাহর নর্ধিারতি একমাত্র সঠকি ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনপদ্ধতি।

• মুফাসসরিদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসরি**: এই আয়াত আল্লাহর একনষ্ঠি ইবাদত, নামায ও যাকাতকে বশি্বাসরে মূলভত্তিি হসিবেে উপস্থাপন কর।
- **আল-কুরতুবি**: খাঁটি বশি্বাস ও শরিক থকেে মুক্ত থাকাই সত্যকিাররে ঈমানরে মূল।
- **ইবন আশূর**: এই নর্দিশেনাগুলো পবত্রি ও সৎ ধর্মরে সারসংক্ষপে, যা সব নবীর বার্তায় ছলি।
- **আর-রাজী**: "সঠকি ধর্ম" বলতে বোঝায় তাওহীদ, মূর্তপিূজা থকেে বরিত থাকা, এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করা।
- **আল-আলূসী**: সত্যকিাররে ধর্ম গড়ে উঠে আন্তরকি ইবাদত ও সমাজকল্যাণমূলক বাস্তব কাজরে উপর।

• ধর্মীয় ও আত্মকি চন্তিা:

- **আকীদাহ**: আয়াতটি প্রমাণ করে যে আল্লাহর বার্তা সবসময় সহজ ও স্পষ্ট—একনিষ্ঠ ইবাদত, সালাত, এবং যাকাতই প্রকৃত দ্বীন।
- **আধ্যাত্মিকতা**: মুমিনরা খাঁটি ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং যাকাতের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত উৎসাহ দেয় খাঁটি নিয়তের সঙ্গে ইবাদত করতে, সালাত নিয়মিত কায়েম রাখতে, এবং সম্পদের একটি অংশ দান করে ঈমানকে কর্মে রূপ দিতে।

আয়াত ৬:

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ"
(নিশ্চয় যারা কিতাবপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে ও মুশরিকদের মধ্যে কুফরি করে, তারা জাহান্নামের আগুনে থাকবে চিরকাল। তারাই হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।)

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **Alladheena kafaroo (الَّذِينَ كَفَرُوا)**: "যারা কুফরি করেছে," অর্থাৎ স্পষ্ট পথনির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যারা ঈমান গ্রহণ করেনি।
- **Ahli al-kitaab (أَهْلِ الْكِتَابِ)**: "কিতাবপ্রাপ্ত," ইহুদি ও খ্রিস্টান, যারা পূর্বে ঐশী বার্তা পেয়েছিল।
- **Al-mushrikeen (وَالْمُشْرِكِينَ)**: "মুশরিক," যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে।
- **Fee nari jahannama (فِي نَارِ جَهَنَّمَ)**: "জাহান্নামের আগুনে," যা তাদের চূড়ান্ত শাস্তির স্থান।
- **Sharrul-bariyyah (شَرُّ الْبَرِيَّةِ)**: "সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি," কুফরির কারণে তাদের আত্মিক পতন বোঝায়।

• মুফাসসিরদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির**: এই আয়াত কঠোর শাস্তির বার্তা বহন করে যারা অবিশ্বাসে অটল থাকে, বিশেষ করে কিতাবপ্রাপ্ত ও মুশরিকদের জন্য।
- **আল-কুরতুবি**: "নিকৃষ্ট সৃষ্টি" বলার অর্থ তাদের আত্মিক ও নৈতিকভাবে পতিত অবস্থা।
- **ইবন আশূর**: স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পরও অবিশ্বাস একজন মানুষের আত্মিক মানহানির প্রতীক।
- **আর-রাজী**: চিরন্তন শাস্তি কুফরি ও সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণতি।
- **আল-আলূসী**: আয়াতটি কঠোরভাবে সতর্ক করে যে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর বার্তা অস্বীকার করে, তাদের পরিণতি ভয়ানক।

• ধর্মীয় ও আত্মিক চিন্তা:

- **আকীদাহ**: আয়াতটি আল্লাহর ন্যায়বিচার ও পথনির্দেশে প্রত্যাখ্যানের পরিণতি তুলে ধরে।
- **আধ্যাত্মিকতা**: মুমিনদের ঈমানের মূল্য উপলব্ধি করতে এবং অহংকার ও একগুঁয়েমি থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করে ঈমানে দৃঢ় থাকতে এবং এমন কোনো কাজ বা মনোভাব থেকে বিরত থাকতে যা আত্মিক অবনতি ঘটায়।

আয়াত ৭:

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ"
“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সর্বোত্তম সৃষ্টজিন।”

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **الَّذِينَ آمَنُوا (alladheena aamanoo):** “যারা ঈমান এনেছে”—অর্থাৎ যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সত্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।
- **وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (‘amilus-saalihaat):** “এবং সৎকর্ম করেছে”—অর্থাৎ শুধুমাত্র বিশ্বাস নয়, বরং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা উত্তম ও ন্যায়পরায়ণ কাজও করেছে।
- **خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (khayrul-bariyyah):** “সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম”—তাদের মর্যাদা সবচেয়ে উচ্চ, কারণ তারা বিশ্বাস ও কর্মে পরিপূর্ণ।

• মুফাসসিরদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** ঈমান এবং সৎকর্ম এই দুয়ের সমন্বয়ই মানুষকে সৃষ্টি জগতের সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছে দেয়।
- **আল-কুরতুবি:** এটি সেই মুমিনদের প্রশংসা যারা নিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠার সাথে জীবনযাপন করে; আয়াতটি তাদের জন্য পুরস্কার।
- **ইবন আশূর:** এ আয়াত বিশ্বাসীদের অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের কথা বলে—যা তাদের আল্লাহর নিকট সম্মানিত করে।
- **আর-রাজী:** “সর্বোত্তম সৃষ্টি” হওয়া হল একাধারে মর্যাদা ও প্রতিদান—যা কেবল ঈমানদারদের প্রাপ্য।
- **আল-আলূসী:** ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে মুমিনরা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ অর্জন করে, যা তাদের অন্য সৃষ্টির থেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে।

• ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তা:

- **আকীদাহ:** এই আয়াত আল্লাহর ভালবাসা ও সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে—যারা তাঁর পথে চলে, তাঁরাই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

- **আধ্যাত্মিকতা:** বিশ্বাসীদের ঈমানকে শুধুমাত্র অন্তরে ধারণ করাই যথেষ্ট নয়; তাকে জীবনে বাস্তবায়িত করাও অপরিহার্য।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুমিনদের অনুপ্রাণিত করে যেন তারা বিশ্বাসের পাশাপাশি ধারাবাহিক সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং আখিরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে।

আয়াত ৮:

"جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ"
“তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে হচ্ছে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাদের পাদদেশে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটি সেই ব্যক্তির জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।”

• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **جَنَّاتُ عَدْنٍ (jannaatu ‘adn):** “স্থায়ী জান্নাত,” অর্থাৎ এমন জান্নাত যেখানে স্থায়ী শান্তি ও অনন্ত সুখ বিরাজমান থাকবে।
- **تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (tajree min tahtiha al-anhaar):** “যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত,” চিরশান্তি, সৌন্দর্য ও অনাবিল জীবনের প্রতীক।
- **رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (radiyallahu ‘anhum):** “আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট,” এটি ঈমানদারদের জন্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা ও পুরস্কার।
- **وَرَضُوا عَنْهُ (wa radoo ‘anhu):** “এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট,” তারা আল্লাহর দেয়া বিধান, ভাগ্য এবং সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট।
- **ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (dhaalika liman khashiya rabbah):** “এটা তাদের জন্য যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে,” অর্থাৎ আল্লাহর ভয় তাদের অন্তরে জীবন্ত ও কার্যকরভাবে রয়েছে।

• মুফাসসিরদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** এই আয়াতে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ঈমানদারদের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে।
- **আল-কুরতুবি:** আল্লাহ ও বান্দার পারস্পরিক সন্তুষ্টি হল চূড়ান্ত আত্মিক সাফল্য।
- **ইবন আশূর:** চিরস্থায়ী জান্নাত সেইসব মানুষের জন্য যাদের অন্তরে আল্লাহর ভীতি রয়েছে এবং তারা জীবন গড়েছে তাকওয়ার ভিত্তিতে।
- **আর-রাজী:** আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি পাওয়া এবং বান্দার পক্ষ থেকে তাতে সন্তুষ্ট থাকা—এই পারস্পরিক সম্পর্ক চিরস্থায়ী সুখের ভিত্তি।
- **আল-আলূসী:** যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত প্রশান্তি ও পার্থিব-পরকালীন সম্মান রয়েছে।

• ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তা:

- **আকীদাহ:** এই আয়াত আল্লাহ ও মুমিনদের মধ্যকার গভীর ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতার সম্পর্ক তুলে ধরে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়াই মুমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, এবং তা অর্জিত হয় ঈমান, আমল, ও তাকওয়ার মাধ্যমে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন গঠনের আহ্বান জানায়—যেখানে বিশ্বাস, ভয় ও কৃতজ্ঞতা মিলিত হয়ে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়।

সারসংক্ষেপ এবং সংযোগ (৩.১৮.৩)

সূরার সারসংক্ষেপ:

সুরা আল-বাইয়্যিনাহ কিতাবপ্রাপ্তদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) ও মুশরিকদের মধ্যে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পরিষ্কার পার্থক্য তুলে ধরে। এটি ব্যাখ্যা করে যে, রাসূল (সা.) এবং কুরআন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণ, যা মানবজাতিকে সঠিক পথে আহ্বান করে। সত্যিকারের ধর্ম হল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, নামায কায়েম রাখা, যাকাত প্রদান করা এবং সৎ জীবনযাপন করা। যারা ঈমান ও সৎকর্মে নিজেদের জীবন সাজায়, তারা "সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম," এবং তারা জান্নাতের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তারা "নিকৃষ্টতম সৃষ্টি" এবং জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক:

- **সুরা আল-ইখলাস:** তাওহীদের মর্মবাণী তুলে ধরে, যেমনটি সুরা আল-বাইয়্যিনাহয় বলা হয়েছে—খাঁটি ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।
- **সুরা আল-ফাতিহা:** আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং পথনির্দেশনার প্রার্থনা, যা সুরা আল-বাইয়্যিনাহয় স্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।
- **সুরা আল-কদর:** আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কুরআনের গুরুত্ব, যা এই সূরাতেও আলোচিত।
- **সুরা আল-'আসর:** ঈমান ও সৎকর্মের গুরুত্ব, যা সুরা আল-বাইয়্যিনাহয় বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আয়াতগুলোর পারস্পরিক সংযোগ:

সূরার সূচনায় অবিশ্বাসীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যারা বিভ্রান্ত ছিল স্পষ্ট প্রমাণ আসা পর্যন্ত। এরপর রাসূল (সা.) ও কুরআনের আগমনের গুরুত্ব বর্ণনা করে, এবং বলা হয় সত্যিকারের দ্বীন হল আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদত, নামায, ও যাকাত। পরে আখিরাতে বিশ্বাসীদের প্রতিদান—জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি—আর অবিশ্বাসীদের শাস্তি হিসেবে জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে। এভাবে সূরাটি বিশ্বাস, ইবাদত, দায়িত্ব, এবং পরকালীন প্রতিদান ও শাস্তিকে যুক্ত করে একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়।

৩.১৯ সূরা আল-কদর

৩.১৯.১ সূরা আল-কদরের পরিচিতি

নাম ও অর্থ:

"আল-কদর" শব্দের অর্থ—**"ক্ষমার রাত," "নিয়তির রাত," অথবা "মর্যাদার রাত।"** এই নামটি নির্দেশ করে সেই মহিমান্বিত রজনীকে, যেদিন পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়েছিল। এটি এমন এক রজনী, যা আল্লাহর সীমাহীন রহমত, বরকত এবং মাগফিরাতে পরিপূর্ণ।

নাজিলের স্থান ও সময়:

সূরা আল-কদর **মক্কায় অবতীর্ণ** হয়েছে এবং এটি প্রাথমিক মক্কী সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এই সূরা ঈমানদারদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এক অপার দয়া ও রহমতের নিদর্শন।

নাজিলের কারণ (أسباب النزول):

সূরাটি নাযিল হয় **"লাইলাতুল কদর"-এর মর্যাদা** ও তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য—যে রজনীতে কুরআনের প্রথম আয়াতসমূহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এটি মুসলিমদের মনে করিয়ে দেয় যেন তারা এই পবিত্র রাতের খোঁজ করে এবং ইবাদত, দোআ ও তাওবায় আত্মনিয়োগ করে।

মূল বিষয়বস্তু ও থিম:

- **লাইলাতুল কদরের অশেষ গুণাবলি ও মর্যাদা** এই সূরার প্রধান থিম।
- এটি এমন একটি রাত, **যার ইবাদত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।**
- আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা ও **জিবরীল (আ.)-এর অবতরণ**—তারা আল্লাহর নির্দেশে নিয়ে শান্তি ও কল্যাণ পৌঁছে দেন সারা রাতজুড়ে।
- এই সূরা মুসলিমদের আহ্বান জানায়, যাতে তারা **আল্লাহর হিদায়াতের কদর** করে এবং এই রাতকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে।
- এটি আল্লাহর **বিশেষ রহমতের বার্তা** বহন করে, যা ঈমানদারদের জন্য আশার উৎস।

৩.১৯.২ সূরা আল-কদরের আয়াতসমূহ

আয়াত ১:

"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ"
(Innā anzalnāhu fī laylatil-qadr)
"নিশ্চয়ই আমরা একে (কুরআনকে) কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **إِنَّا (ইন্না):** "নিশ্চয়ই আমরা"—আল্লাহ তাআলার মর্যাদা ও কর্তৃত্বকে তুলে ধরে।
- **أَنْزَلْنَاهُ (আনযালনাহু):** "আমরা একে নাযিল করেছি"—অর্থাৎ কুরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।
- **فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (ফী লাইলাতিল কদর):** "কদরের রাতে"—সে পবিত্র রাতকে বোঝানো হয়েছে যখন কুরআন প্রথম অবতীর্ণ হয়।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** কুরআনের মাহাত্ম্য এবং কদরের রাতের মর্যাদা বোঝাতে আল্লাহ এই রাতকে বেছে নিয়েছেন, যাতে শুরু হয় চূড়ান্ত হিদায়াত।
- **আল-কুরতুবি:** এই রাত মানবজাতির জন্য রহমত ও বরকতের এক অনন্য উপহার।
- **ইবন আশুর:** এ আয়াত আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে পবিত্র সংযোগের প্রতীক।
- **আর-রাযি:** কদরের রাত আল্লাহর অসীম দয়া এবং কুরআনের গুরুত্বের প্রতিফলন।
- **আল-আলূসী:** এই রাতের মাধ্যমে আল্লাহর হিকমাহ ও রহমত পৃথিবীতে নেমে আসে।

আধ্যাত্মিক ও আকিদাগত ভাবনা:

- **আকিদা:** আল্লাহর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ও তাঁর পক্ষ থেকে কুরআন নাযিল হওয়া হিদায়াতের সর্বোত্তম প্রমাণ।
- **রুহানিয়াত:** কুরআনকে আল্লাহর অমূল্য উপহার হিসেবে দেখা এবং কদরের রাতকে বরকত ও ক্ষমার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত ঈমানদারদের মনে করিয়ে দেয় কুরআনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা এবং কদরের রাতে ইবাদতে মনোনিবেশ করার গুরুত্ব।

আয়াত ২:

"وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ"
(Wa mā adrāka mā laylatul-qadr)
"আপনি কীভাবে জানবেন কদরের রাত কী?"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **وَمَا أَدْرَاكَ (ওয়া মা আদরাকা):** "আপনি কী বুঝতে পারবেন"—রাতটির অতুলনীয় মাহাত্ম্য বোঝাতে আল্লাহর একটি রীতিগত জিজ্ঞাসা।
- **لَيْلَةُ الْقَدْرِ (লাইলাতুল কদর):** "কদরের রাত"—একটি রহস্যময় এবং অপার মহিমাময় রজনী।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এ ধরনের জিজ্ঞাসা দ্বারা বোঝানো হয়, এই রাত মানববুদ্ধির সীমার বাইরে এক বিশেষ ঘটনা।
- **আল-কুরতুবি:** এই আয়াত কদরের রাতের অতুলনীয়তা ও মর্যাদাকে তুলে ধরে।
- **ইবন আশুর:** এটি হৃদয়ে আল্লাহর মহত্ত্ব ও কদরের রাতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগায়।
- **আর-রাযি:** মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও আল্লাহর হিকমাহর গভীরতা এখানে ফুটে উঠেছে।
- **আল-আলূসী:** এটি ঈমানদারদের উৎসাহিত করে এই রাতের মহিমা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে।

আধ্যাত্মিক ও আকিদাগত ভাবনা:

- **আকিদা:** আল্লাহর জ্ঞান ও পরিকল্পনা মানুষের ধরতে অক্ষম, তাই এই রাতের গুরুত্ব মহান।
- **রুহানিয়াত:** বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে এই রাতকে গ্রহণ করা উচিত, যেন আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- ঈমানদাররা যেন এই রাতকে যথাযথ গুরুত্ব দেন এবং একে পূর্ণ ইবাদতে কাটান, তা এই আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়।

আয়াত ৩:

"لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ"
(Laylatul-qadri khayrun min alfi shahr)
"কদরের রাত এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **لَيْلَةُ الْقَدْرِ (লাইলাতুল কদর):** "কদরের রাত"—এই পবিত্র রাতকে নির্দেশ করে।
- **خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (খাইরুন মিন আলফি শাহর):** "এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম"—এই রাতের ইবাদতের সওয়াব অতুলনীয়।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই রাতে একটি সৎ কাজের সওয়াব এক হাজার মাস ধরে একই কাজ করার সওয়াবের সমান।
- **আল-কুরতুবি:** এ আয়াত ঈমানদারদের ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করে, যেন তারা এই রাতের ফজিলত পায়।
- **ইবন আশুর:** "এক হাজার মাস" হল এক রূপক, যা রাতটির অনন্যতা বোঝায়।
- **আর-রাযি:** এটি আত্মিক সমৃদ্ধি ও বরকতের অপূর্ব সুযোগের দিকে ইঙ্গিত করে।
- **আল-আলূসী:** এ আয়াত মুসলিমদের আহ্বান জানায়, যেন তারা এই সুযোগ হাতছাড়া না করে।

আধ্যাত্মিক ও আকিদাগত ভাবনা:

- **আকিদা:** আল্লাহর দয়া ও কৃপা এই রাতে প্রবলভাবে প্রকাশ পায়।
- **রুহানিয়াত:** এ রাত আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক বিরল সুযোগ, যা পরিপূর্ণ ইবাদত ও দোয়ার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- ঈমানদারদের উচিত এই রাতে দুনিয়াবি কাজ ছেড়ে ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, এবং তাওবায় লিপ্ত হওয়া, কারণ এই রাতের সওয়াব হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

আয়াত ৪:

"تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ"
(Tanazzalul-malaa'ikatu war-roohu feehaa bi-idhni rabbihim min kulli amr)
"এনিয়ে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরিল) আল্লাহর অনুমতিক্রমে সব ধরনের আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হন।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ (তানাযযালুল-মালা'ইকাহ):** "ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন"—এটি বিভিন্ন ফেরেশতাগণের অবতরণের কথা বলে যারা আল্লাহর রহমত ও শান্তি নিয়ে আসে।
- **الرُّوحُ (আর-রূহ):** "রূহ"—এটি জিবরিল (আলইহিস সালাম)কে বোঝায়, যার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশনা পৃথিবীতে পৌঁছায়।
- **بِإِذْنِ رَبِّهِمْ (বি-ঈধনি রাব্বিহিমি):** "আল্লাহর অনুমতিক্রমে"—এটি আল্লাহর একমাত্র কর্তৃত্বকে প্রমাণ করে, যিনি সবকিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন।
- **مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (মিন কুলি আমরিন):** "সব ধরনের আদেশে"—এর মাধ্যমে ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশ ও বরকত নিয়ে পৃথিবীতে প্রবাহিত হন।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** কদররে রাতে ফরেশেতাগণ প্রচুর পরমিাণে অবতীর্ণ হন, আল্লাহর আদশে এবং রহমত মানবজাতরি জন্য নয়িে আসনে।
- **আল-কুরতুবি:** এ আয়াত পৃথবিীতে আল্লাহর রহমতকে তুলে ধরে, বশিষেত কদররে রাতে ফরেশেতাদরে অবতরণ।
- **ইবন আশুর:** জবিরলিরে উপস্থতিি এই রাতরে অতুলনীয় গুরুত্বকে প্রকাশ করে, যহেতেু তনিি আল্লাহর নর্দিশেনা আনে।
- **আর-রাযি:** ফরেশেতাদরে অবতরণ আল্লাহর নকৈট্য ও রহমত প্রদর্শন করে, যা মুসলমিদরে শান্তি ও বরকত প্রদান করে।
- **আল-আলূসী:** এই আয়াত ঈমানদারদরে জন্য একটি বশিষে সুযোগ হসিাবে উল্লখিতি, যহেতেু এ রাতে আল্লাহর রহমত ও নর্দিশেনা আস।

আধ্যাত্মকি ও আকদিাগত ভাবনা:

- **আকদিা:** আল্লাহর সর্বোচ্চ আদশে ও ফরেশেতাদরে বশিষে ভূমকিা, যারা তাঁর নর্দিশে বাস্তবায়ন করে কদররে রাতে।
- **রুহানয়িাত:** ঈমানদারদরে জন্য এ রাতটি শান্তি ও বরকত অর্জনরে একটি মহা সুযোগ, যখন ফরেশেতাগণ আল্লাহর আদশে নয়িে অবতীর্ণ হন।

দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত ঈমানদারদরে উদ্বুদ্ধ করে কদররে রাতে তাঁদরে ইবাদত ও দোয়া বাড়াতে, জানয়িে দয়ে য, এ রাতে আল্লাহর আদশে ও রহমত পতেে তাসফরি, দোয়া এবং উপাসনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আয়াত ৫:

"سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"
(Salaamun hiya hatta matla'il-fajr)
"এটি শান্তি, সকাল ফজররে উদয় পর্যন্ত।"

শব্দ বশি্লষেণ:

- **سَلَامٌ (সালাম):** "শান্তি"—এটি কদররে রাতরে শান্তি ও সান্ত্বনা বোঝায়।
- **هِيَ (হয়িা):** "এটি"—এটি কদররে রাতকে বোঝায়, যা শান্তরি উৎস।
- **حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (হত্তা মাৎলাআইল-ফজর):** "ফজররে উদয় পর্যন্ত"—এটি কদররে রাতরে শান্তি ও শান্তপিূর্ণ পরবিশেরে স্থায়ত্বি বোঝায়।

তাফসরিবদিদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই আয়াত কদরের রাতকে একটি অতুলনীয় শান্তির রাত হিসেবে উপস্থাপন করে, যেখানে কোন ক্ষতি বা দুশ্চিন্তা থাকে না।
- **আল-কুরতুবি:** শান্তি এখানে আল্লাহর রহমত এবং ফেরেশতাগণের উপস্থিতির মাধ্যমে আসছে, যা পরিব্যাপ্ত শান্তি সরবরাহ করে।
- **ইবন আশুর:** এই শান্তি আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উভয় দিক দিয়েই বর্ণনা করা হয়, যা পৃথিবী এবং তার অধিবাসীদের উপর বিরাজিত।
- **আর-রাযি:** এটি আল্লাহর দয়া ও করুণার শিখরে পৌঁছানোর প্রতিফলন, যে শান্তি পৃথিবীতে নেমে আসে।
- **আল-আলূসী:** এটি ঈমানদারদের আল্লাহর সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন এবং ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ হিসাবে পরিগণিত।

আধ্যাত্মিক ও আকিদাগত ভাবনা:

- **আকিদা:** আল্লাহর আদেশে কদরের রাত শান্তি এবং প্রশান্তির এক বিশেষ সময় হয়ে দাঁড়ায়, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টির প্রতি মেহেরেবানী।
- **রুহানিয়াত:** এই আয়াত ঈমানদারদের আহ্বান জানায়, যেন তারা কদরের রাতটি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং শান্তির জন্য ব্যবহার করে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- ঈমানদাররা যেন কদরের রাতে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ইবাদত ও দোয়া করেন, এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আল্লাহর কাছে নিকটবর্তী হওয়ার এবং তাঁর রহমত লাভের প্রচেষ্টা করেন।

৩.১৯.৩ সারাংশ এবং সম্পর্ক

সূরা আল-কদরের সারাংশ:

সূরা আল-কদর কদরের রাতের অতুলনীয় মূল্য এবং এর মধ্যে কুরআনের অবতীর্ণ হওয়া স্মরণ করিয়ে দেয়। সূরাটি বিশ্বাসীদের এই রাতে বরকত লাভের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করে। এটি জানায় যে, ফেরেশতাগণ এই রাতে পৃথিবীতে আল্লাহর আদেশে এবং শান্তি নিয়ে অবতীর্ণ হন।

থিমেটিক সম্পর্ক এবং অন্যান্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক:

সূরা আল-কদর অন্যান্য সূরার সাথে সম্পর্কিত, যেমন সূরা আল-আলাক, যা প্রথম অবতীর্ণ হওয়া আয়াতগুলি উল্লেখ করে, এবং সূরা আদ-দুহা, যা আল্লাহর রহমত এবং বরকত প্রদর্শন করে। এই সমস্ত সূরা বিশ্বাসীদের আল্লাহর হিদায়াতের গুরুত্ব এবং কুরআনের বিশেষ মর্যাদাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সূরা আল-কদরের আয়াতগুলির মধ্যে সম্পর্ক:

সূরা আল-কদরের আয়াতগুলো একটি সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতায় চলে। সূরাটি শুরু হয় কদরের রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ দিয়ে, এবং এর বিশাল মূল্য ফুটিয়ে তোলে। তারপর ফেরেশতাগণের অবতরণ এবং শান্তি বর্ণনা করা হয়, যা রাতটির আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সূরাটি শেষ হয় এই শান্তি ফজরের উদয়ের আগে পর্যন্ত স্থায়ী হওয়া বিষয়টি উল্লেখ করে, যা বিশ্বাসীদের জন্য একটি বিশেষ সময় হিসেবে কদরের রাতের গুরুত্বকে আরো দৃঢ় করে।

৩.২০ সূরা আল-‘আলাক

৩.২০.১ সূরা আল-‘আলাক পরিচিতি

নাম ও অর্থ:

"আল-‘আলাক" নামটির অর্থ "আঠালো পদার্থ" বা "রক্তপিণ্ড", যা মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ভ্রূণাবস্থাকে বোঝায়। এই সূরাটি "পড়" (اقْرَأْ) নির্দেশ দিয়ে শুরু হয় এবং জ্ঞান ও সৃষ্টির গুরুত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

আবির্ভাবের স্থান ও সময়:

সূরা আল-‘আলাক প্রথম অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। এর প্রথম পাঁচটি আয়াত ছিল নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহির অংশ, যা হিরা গুহায় অবতীর্ণ হয়। এটি একটি মাক্কী সূরা।

নাজিল হওয়ার কারণ (আসবাব আন-নুযূল):

এই আয়াতগুলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি প্রথম নির্দেশ হিসেবে নাজিল হয়, যাতে বলা হয়—“পড়ো তোমার প্রভুর নামে।” এটি নবুয়তের সূচনা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান ও হিকমাহ লাভের গুরুত্বের ঘোষণা ছিল।

মূল বিষয়বস্তু ও থিমসমূহ:

সূরা আল-‘আলাক জ্ঞানের গুরুত্ব, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, এবং মানুষের মর্যাদা তুলে ধরে, বিশেষ করে আল্লাহর সৃষ্টিকর্ম ও মানুষকে প্রদত্ত জ্ঞানীয় ক্ষমতার মাধ্যমে। সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শিক্ষা এবং মানব মর্যাদার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়, কারণ মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাকেই জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।

৩.২০.২ সূরা আল-‘আলাকের আয়াতসমূহ

আয়াত ১: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" (ইক্‌রা’ বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক)

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ইক্‌রা’ (اقْرَأْ):** "পড়ো" বা "পাঠ করো", এটি একটি ঐশী আদেশ যা জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরে।
- **বিস্‌মি (بِاسْمِ):** "নামে", বোঝায়—প্রত্যেক কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা উচিত।
- **রাব্বিকা (رَبِّكَ):** "তোমার প্রভু", আল্লাহর লালন-পালনকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।
- **আল্লাযী খালাক (الَّذِي خَلَقَ):** "যিনি সৃষ্টি করেছেন", আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে পরিচয় তুলে ধরে।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** নবীকে প্রথম নির্দেশ ছিল "পড়ো", যা আল্লাহর উপর নির্ভর করে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বোঝায়।
- **আল-কুরতুবি:** এটি মানুষের প্রতি আহ্বান—জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকে বুঝে নেওয়ার জন্য।
- **ইবন ‘আশূর:** এই আয়াত ইঙ্গিত দেয় যে জ্ঞানার্জনের ভিত্তি হওয়া উচিত আল্লাহর নামে।
- **আর-রাজী:** মানুষের জ্ঞান অর্জনের সামর্থ্য তাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার একটি মাধ্যম।
- **আল-আলুসি:** আল্লাহর নামে পাঠ করা মানে তা একটি হিদায়াতে এবং নৈকট্যের উৎসে পরিণত হয়।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** জ্ঞান আল্লাহর দান, এবং তা অর্জন করতে হবে এই বিশ্বাস নিয়ে যে তিনি তার মূল উৎস।
- **আধ্যাত্মিকতা:** প্রত্যেক কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা উচিত, যাতে নিয়ত বিশুদ্ধ ও সৎ থাকে।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুসলমানরা স্মরণ করুক—জ্ঞানার্জন একটি ইবাদত, যা আল্লাহর উপর নির্ভরতার মাধ্যমে শুরু করতে হয়।

আয়াত ২: "خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ" (খালাকাল ইনসা-না মিন ‘আলাক)

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটি জমাট রক্তপিণ্ড থেকে।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **খালাকা (خَلَقَ):** "তিনি সৃষ্টি করেছেন", আল্লাহর একচ্ছত্র সৃষ্টিকর্তা হওয়ার ঘোষণা।
- **আল-ইনসান (الْإِنسَانَ):** "মানুষ", সমগ্র মানবজাতিকে বোঝায়।

- **মনি 'আলাক (مِنْ عَلَقٍ):** "একটি জমাট রক্তপিণ্ড থেকে", মানব জীবনের ভ্রূণ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** মানুষের সূচনা কতটা তুচ্ছ ও নির্ভরশীল, তা স্মরণ করিয়ে দেয়।
- **আল-কুরতুবি:** মানুষের উন্নয়ন পর্যায় বোঝায় এবং আল্লাহর সৃজনশীল ক্ষমতা তুলে ধরে।
- **ইবন 'আশুর:** মানুষের দুর্বলতা এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার প্রতিফলন।
- **আর-রাজী:** মানুষের বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা দেয়, কারণ সে একটি নগণ্য পদার্থ থেকেই সৃষ্টি।
- **আল-আলুসি:** মানুষের সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রকৃতি তুলে ধরে, যা কৃতজ্ঞতার কারণ হওয়া উচিত।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণ এই সৃষ্টি।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মানুষের উচিত বিনয়ী থাকা এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মানুষের উচিত নিজ সৃষ্টির উৎস নিয়ে চিন্তা করা এবং অহংকার না করে বিনয় অবলম্বন করা।

আয়াত ৩: "اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ" (ইক্‌রা' ওয়া রাব্বুকাল আকরাম)

"পড়ো, আর তোমার প্রভু হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা দয়ালু।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ইক্‌রা' (اقْرَأْ):** আবারও "পড়ো" আদেশ দিয়ে জ্ঞানের উপর জোর দেয়া।
- **ওয়া রাব্বুক (وَرَبُّكَ):** "আর তোমার প্রভু", আল্লাহর সান্নিধ্য ও সম্পর্কের গভীরতা বোঝায়।
- **আল-আকরাম (الْأَكْرَمُ):** "সর্বোচ্চ দানশীল", আল্লাহর সীমাহীন দয়াশীলতা ও করুণা তুলে ধরে।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** আল্লাহ তাঁর করুণার দ্বারা মানুষকে জ্ঞান ও হেদায়েত দান করেন।
- **আল-কুরতুবি:** মানুষের প্রতি আল্লাহর রহমত এবং শিক্ষা অর্জনের সামর্থ্য দেওয়া তাঁর দানের নিদর্শন।
- **ইবন 'আশুর:** আল্লাহর দানশীলতা মানুষের জ্ঞানার্জনের সব উপায় সহজ করে দিয়েছেন।
- **আর-রাজী:** "সর্বোচ্চ দানশীল" শব্দটি স্মরণ করিয়ে দেয়—প্রত্যেক নেয়ামত আল্লাহর দান।
- **আল-আলুসি:** আল্লাহর দয়ালুতা মানুষের মাঝে কৃতজ্ঞতা ও নম্রতা জাগিয়ে তোলে।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** আল্লাহর দয়ালুতা মানুষের সৃষ্টি, রিজিক এবং জ্ঞানার্জনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়।

- **আধ্যাত্মিকতা:** বিশ্বাসীরা যেন আল্লাহর নেয়ামতগুলো উপলব্ধি করে কৃতজ্ঞ থাকে।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মানুষকে উৎসাহিত করে—জ্ঞানকে আল্লাহর দান হিসেবে দেখে তা সৎ পথে ব্যবহার করতে।

৩.২০.২ সূরা আল-‘আলাকের আয়াতসমূহ (চলমান)

আয়াত ৪: "الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ" (আল্লাযী ‘আল্লামা বিল-কালাম)

"যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আল্লাযী (الَّذِي):** "যিনি", আল্লাহর শিক্ষকস্বরূপ গুণের প্রতি ইঙ্গিত।
- **‘আল্লামা (عَلَّمَ):** "শিক্ষা দিয়েছেন", বোঝায় যে জ্ঞানের মূল উৎস হল আল্লাহ।
- **বিল-কালাম (بِالْقَلَمِ):** "কলমের মাধ্যমে", লেখার গুরুত্ব ও জ্ঞান সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবে কলমের মর্যাদা তুলে ধরে।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** কলম আল্লাহর দেওয়া একটি পবিত্র উপকরণ, যার মাধ্যমে জ্ঞান সংরক্ষিত ও প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়।
- **আল-কুরতুবি:** লেখার সামর্থ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত, যা মানব সভ্যতার বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।
- **ইবন ‘আশূর:** কলম হলো শিক্ষা ও জ্ঞান সংরক্ষণের প্রতীক, যা মানব উন্নয়নের ভিত্তি।
- **আর-রাজী:** কলম জ্ঞান ও বুদ্ধির যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মানুষের জন্য অমূল্য।
- **আল-আলুসি:** লেখালেখি আল্লাহর একটি অনুগ্রহ, যা মানুষের অগ্রগতি ও আলোকপ্রাপ্তির পথ।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়, যেমন কলম, আল্লাহর জ্ঞানসম্পন্ন ও দয়ার প্রকাশ।
- **আধ্যাত্মিকতা:** কলমের মাধ্যমে উপকারী জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচার করা—একটি ইবাদতস্বরূপ কাজ।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুসলমানরা লেখার গুরুত্ব বুঝে জ্ঞানচর্চা ও কল্যাণমূলক প্রচারে অংশ নিতে উৎসাহিত হয়।

আয়াত ৫: "عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" (‘আল্লামাল-ইনসান মা লাম ইয়ালাম)

"তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **‘আল্লামা (عَلَّمَ):** "শিক্ষা দিয়েছেন", আল্লাহর শিক্ষকসত্তার বহিঃপ্রকাশ।
- **আল-ইনসান (الْإِنسَانَ):** "মানুষ", আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞানের প্রাপক।
- **মা লাম ইয়ালাম (مَا لَمْ يَعْلَمْ):** "যা সে জানত না", আল্লাহর দানকৃত অজস্র জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** আল্লাহ এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা মানুষের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়।
- **আল-কুরতুবি:** মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও আল্লাহর হেদায়েত ছাড়া মানুষের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে।
- **ইবন ‘আশূর:** আল্লাহর শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ করে, যা তার সৃজনের উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে।
- **আর-রাজী:** এই জ্ঞান মানুষকে উন্নীত করে ও আল্লাহর সত্যকে উপলব্ধি করায়।
- **আল-আলুসি:** জ্ঞান হলো এক মহাসম্পদ, যা মানুষকে উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম করে।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** এই আয়াতে আল্লাহর উদারতা ও রহমতের প্রতিফলন পাওয়া যায়, যা মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** জ্ঞানার্জন আল্লাহর প্রতি নৈকট্য লাভের পথ—বিশ্বাসীদের জন্য তা সাধনার একটি রূপ।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুসলমানরা উপকারী জ্ঞান অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ হয় এবং তা সমাজকল্যাণে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়।

আয়াত ৬: "كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ" (কাল্লা ইনাল-ইনসানালাইয়াতগা)

"না, অবশ্যই মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **কাল্লা (كَلَّا):** "না" বা "একদম নয়", একটি দৃঢ় প্রত্যাখ্যান বা সতর্কতা নির্দেশক শব্দ।
- **ইন্নাল-ইনসান (إِنَّ الْإِنسَانَ):** "নিশ্চয়ই মানুষ", সামগ্রিক মানবজাতিকে বোঝায়।
- **লায়াতগা (لَيَطْغَىٰ):** "সীমা লঙ্ঘন করে", অহংকার ও বিদ্রোহের প্রতি ইঙ্গিত।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** মানুষ যখন নিজেকে স্বনির্ভর ভাবতে শুরু করে, তখন সে অহংকারী ও আল্লাহ বিমুখ হয়ে পড়ে।
- **আল-কুরতুবী:** আত্মতুষ্টি ও দম্ভ মানুষকে আল্লাহর অবাধ্য করে তোলে।
- **ইবন 'আশূর:** মানুষের বিদ্রোহ মূলত তার ভুল ধারণা থেকে আসে যে সে কারও মুখাপেক্ষী নয়।
- **আর-রাজী:** আয়াতটি মানুষকে সীমা ভুলে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে।
- **আল-আলুসি:** ধন-সম্পদ বা ক্ষমতার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ আল্লাহর আইন ভুলে যায়।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** আয়াতটি মানুষকে আত্মঅহংকার ও আল্লাহর হেদায়েত থেকে বিচ্যুতির প্রবণতার ব্যাপারে সতর্ক করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মানুষ যেন সবসময় বিনয়ী থাকে ও আল্লাহর উপর নির্ভর করে, এমন শিক্ষা দেয়।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মানুষকে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাতে তারা দম্ভ না করে কৃতজ্ঞ থাকে।

আয়াত ৭: "أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ" (আন রা'আহু স্তাগনা)

"যেহেতু সে নিজেকে স্বনির্ভর মনে করে।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আন রা'আহু (أَن رَّآهُ):** "যেহেতু সে দেখে নিজেকে", নিজের আত্ম উপলব্ধির প্রতি ইঙ্গিত।
- **ইস্তাগনা (اسْتَغْنَىٰ):** "স্বনির্ভর মনে করে", ভুলভাবে নিজের আল্লাহর উপর নির্ভরতার অস্বীকার।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** যখন মানুষ ধন-সম্পদ ও সফলতা লাভ করে, তখন সে মনে করে সে কারও মুখাপেক্ষী নয় এবং আল্লাহকে ভুলে যায়।
- **আল-কুরতুবী:** এই ভ্রান্ত আত্মতৃপ্তি অহংকার সৃষ্টি করে, যা মানুষকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারে ঠেলে দেয়।
- **ইবন 'আশূর:** মানুষ তার বস্তুগত স্বনির্ভরতাকে আত্মিক স্বনির্ভরতা ভেবে ভুল করে।
- **আর-রাজী:** সাফল্য ও সম্পদকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ভাবা একটি ভয়ানক ভুল।
- **আল-আলুসি:** এই ভুল ধারণা মানুষকে অহংকারী ও আল্লাহকে ভুলে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** এই আয়াত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃতপক্ষে কেউই আল্লাহর উপর নির্ভরতা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

- **আধ্যাত্মিকতা:** বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দেয়, বস্তুগত সমৃদ্ধির মাঝেও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতাই প্রকৃত নিরাপত্তা।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মানুষকে অহংকার থেকে বাঁচতে শেখায় এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বিনয় বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

আয়াত ৮: "إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ" (ইন্না ইলা রাব্বিকা রুজ'আ)

"নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের কাছেই প্রত্যাবর্তন।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ইন্না (إِنَّ):** "নিশ্চয়ই", দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রকাশ করে।
- **ইলা রাব্বিকা (إِلَىٰ رَبِّكَ):** "তোমার প্রতিপালকের দিকে", আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনের দিকনির্দেশ।
- **আর-রুজ'আ (الرُّجْعَىٰ):** "প্রত্যাবর্তন", অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া এবং বিচার।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** ধনী হোক বা গরিব, সব মানুষের শেষ গন্তব্য আল্লাহর দিকেই—তাঁর বিচার থেকে কেউ পালাতে পারবে না।
- **আল-কুরতুবি:** মৃত্যু ও আখিরাতের বাস্তবতা মনে করিয়ে দেয়—আমাদের প্রত্যেককেই হিসাব দিতে হবে।
- **ইবন 'আশূর:** পৃথিবীতে আমাদের সময় ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃত ঠিকানা হল আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন।
- **আর-রাজী:** মানুষ যেন সচেতনভাবে জীবন যাপন করে, কারণ সে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির জন্য উপস্থাপিত হবে।
- **আল-আলুসি:** দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের, তাই আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আবশ্যক।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** এই আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে চূড়ান্ত জবাবদিহি ও আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চিততা।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মানুষ যেন আত্মিক প্রস্তুতি নিয়ে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন পরিচালনা করে।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- বিশ্বাসীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, আত্মসমালোচনামূলক মনোভাব ও নৈতিকভাবে সৎ জীবনযাপনের প্রেরণা জাগায়।

আয়াত ৯: "أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ" (আরা'ইতা আল্লাযী ইয়ানহা)

"তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে নিষেধ করে?"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আরা'ইতা (أَرَأَيْتَ):** "তুমি কি দেখেছ?", একটি rhetorical question যা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ব্যবহৃত।
- **আল্লাযী ইয়ানহা (الَّذِي يَنْهَىٰ):** "যে নিষেধ করে", বিশেষত যারা উপাসনা বা সৎকাজ থেকে অন্যকে বাধা দেয়।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যে মানুষকে নামাজ বা ইবাদত করতে বাধা দেয়।
- **আল-কুরতুবি:** যারা সত্যপথে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের প্রতি একটি কঠোর সমালোচনা।
- **ইবন 'আশুর:** ক্ষমতার অপব্যবহার করে যারা ধর্মচর্চা দমন করে, এই আয়াত তাদের নিন্দা করে।
- **আর-রাজী:** যারা অহংকারে ভরে অন্যদের ইবাদতে বাধা দেয়, তারা আল্লাহর কর্তৃত্বকেই অস্বীকার করছে।
- **আল-আলুসি:** এই আয়াত অত্যাচারীদের অহংকার ও অন্যায় হস্তক্ষেপকে চিহ্নিত করে।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** এই আয়াত ইবাদতের স্বাধীনতা আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** বিশ্বাসীরা প্রতিকূল পরিবেশেও ইবাদতে অটল থাকার প্রেরণা পায়।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াত মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন ইবাদত ও সৎকাজ থেকে কেউ বাধা দিলে তা অতিক্রম করে ধৈর্যসহকারে অটল থাকে।

আয়াত ১০: "عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ" ('আবদান ইযা সাল্লা)

"একজন বান্দা যখন সে নামাজ পড়ে।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **'আবদান (عَبْدًا):** "একজন বান্দা", যার অর্থ একজন আন্তরিক মুমিন, আল্লাহর ইবাদতের প্রতি নিজ দায়িত্ব পালনকারী।
- **ইযা সাল্লা (إِذَا صَلَّىٰ):** "যখন সে নামাজ পড়ে", যা আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** এখানে সেই শত্রুতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা আল্লাহর বান্দাকে নামাজ আদায়ে বাধা দেয়।
- **আল-কুরতুবি:** নামাজ হচ্ছে ঈমানের মূল ভিত্তি—এটিকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা বিশ্বাসীদের আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়াস।
- **ইবন ‘আশূর:** নামাজের গুরুত্ব ও তার বিরুদ্ধে বিরোধিতার বাস্তবতা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।
- **আর-রাজী:** নামাজ হচ্ছে দ্বীনের মূল স্তম্ভ; এটি বাধা দেওয়া মানে ইসলামের পরিচিতিকে দমন করা।
- **আল-আলুসি:** এই আয়াত ইঙ্গিত করে, চ্যালেঞ্জের মাঝেও নামাজে অবিচল থাকতে হবে।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** নামাজ আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ইবাদত; এতে বাধা দেওয়া গুরুতর অন্যায়।
- **আধ্যাত্মিকতা:** প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মুমিনদের উচিত নামাজে অটল থাকা।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুমিনরা যেন কোনো ধরনের সামাজিক, পারিবারিক বা রাজনৈতিক চাপের কারণে নামাজ থেকে বিমুখ না হয় এবং আল্লাহর সঙ্গে তাদের সংযোগ অক্ষুণ্ন রাখে।

আয়াত ১১: "أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ" (আরা’ইতা ইন কানা ‘আলা আল-হুদা)

"তুমি কি ভেবেছ, যদি সে সৎপথে থাকে?"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আরা’ইতা (أَرَأَيْتَ):** "তুমি কি দেখেছ?", একটি rhetorical প্রশ্ন, আত্মসমালোচনার দিকে আহ্বান।
- **ইন কানা ‘আলা আল-হুদা (إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ):** "যদি সে সৎপথে থাকে", অর্থাৎ আল্লাহর দেখানো পথে চলমান হয়।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** এটি একটি কল্পিত প্রশ্ন—যদি সে সত্যপথে থাকে, তবে তাকে বাধা দেওয়ার অর্থ কী?
- **আল-কুরতুবি:** এটি গর্বিত ও দম্ভশালী ব্যক্তিদের সমালোচনা, যারা নিজেদের সঠিক মনে করে অন্যদের বাধা দেয়।
- **ইবন ‘আশূর:** প্রকৃত হেদায়েত কাউকে ইবাদত থেকে বিরত রাখে না, বরং উৎসাহিত করে।
- **আর-রাজী:** এই আয়াত আত্মপর্যালোচনার আহ্বান—আমরা কি সত্যিই আল্লাহর নির্দেশনায় চলছি?
- **আল-আলুসি:** এটা অত্যাচারীদের প্রতি প্রশ্ন, যেন তারা নিজেদের অবস্থান নিয়ে ভাবনা করে।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** প্রকৃত হেদায়েত মানুষকে সৎকর্মে সহায়তা করে, বাধা দেয় না।

- **আধ্যাত্মিকতা:** বিশ্বাসীদের নিজেদের জীবন ও কার্যকলাপ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত—তারা কি সত্যপথে আছে?

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- নিজের আচরণ মূল্যায়নের প্রেরণা দেয়, যেন কেউ এমন কিছু না করে যা অন্যকে আল্লাহর পথে চলা থেকে বাধা দেয়।

আয়াত ১২: "أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ" (আউ আমারা বিত্তাকওয়া)

"অথবা সে তাকওয়ার নির্দেশ দেয়?"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আউ (أَوْ):** "অথবা", বিকল্প একটি বাস্তবতার উপস্থাপন।
- **আমারা (أَمَرَ):** "আদেশ দেয়" বা "উৎসাহিত করে", যা নৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণে নির্দেশ দেয়।
- **বিত্ত-তাকওয়া (بِالتَّقْوَىٰ):** "তাকওয়া বা আল্লাহভীতি", যা পাপ থেকে দূরে থাকার অনুপ্রেরণা দেয়।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** সে যদি তাকওয়া এবং ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করে, তবে তাকে বাধা দেওয়ার অর্থ কী?
- **আল-কুরতুবি:** যারা পবিত্রতা ও তাকওয়ার দিকে আহ্বান জানায়, তারা ইবাদতের বিরোধী হতে পারে না।
- **ইবন 'আশুর:** তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা মানুষকে ইবাদতের পথে সহায়তা করে।
- **আর-রাজী:** প্রকৃত তাকওয়া ইবাদতের স্বাধীনতা রক্ষা করে।
- **আল-আলুসি:** যে তাকওয়ার নির্দেশ দেয়, সে অন্যদেরও আল্লাহর পথে চলতে উৎসাহিত করবে।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** তাকওয়া মানুষের জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চালিত করে এবং ইবাদতকে উৎসাহিত করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** নিজেদের তাকওয়ার মান যাচাই করার এবং অন্যকে সাহায্য করার গুরুত্ব তুলে ধরে।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুমিনদের উচিত তাকওয়ার আদর্শ বাস্তবায়ন করা এবং অন্যদের ইবাদতে উৎসাহিত করা, বাধা নয়।

আয়াত ১৩: "أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ" (আরা'ইতা ইন কাযজাবা ওয়া তাওাল্লা)

"তুমি কি ভেবেছে, যদি সে সত্যকে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়?"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আরা'ইতা (أَرَأَيْتَ):** "তুমি কি দেখেছ?", একটি প্রতীতি-উদ্রেককারী প্রশ্ন।
- **ইন কাযযাবা (إِن كَذَّبَ):** "যদি সে মিথ্যা বলে", অর্থাৎ আল্লাহর বাণী ও সত্য প্রত্যাখ্যান করে।
- **ওয়া তাওয়াল্লা (وَتَوَلَّىٰ):** "এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়", অর্থাৎ আল্লাহর পথ ও আদেশ থেকে বিমুখ হওয়া।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** এ আয়াত তাদের নির্দেশ করে, যারা সত্যকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর ইবাদতের দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
- **আল-কুরতুবি:** এটা অহংকারী ও গর্বিতদের বর্ণনা করে, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করতে চায় না।
- **ইবন 'আশুর:** সত্য অস্বীকার করা মানুষকে ক্রমেই গোমরাহির গভীরে নিয়ে যায়।
- **আর-রাজী:** মিথ্যা ও বিদ্রোহ মানুষের আত্মিক ধ্বংসের কারণ হয়।
- **আল-আলুসি:** যারা ধর্মীয় দায়িত্ব অবহেলা করে, তাদের জন্য এই আয়াত সতর্কবার্তা।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** যারা আল্লাহর সত্য অস্বীকার করে এবং তার পথ থেকে সরে যায়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন পরিণতি।
- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াত মনে করিয়ে দেয়, সত্যে অবিচল থাকা ঈমানদারদের জন্য অপরিহার্য।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুমিনরা যেন সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর দিক থেকে কখনো মুখ না ফিরিয়ে নেয়।

আয়াত ১৪: "أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ" (আলাম ইয়া'লাম বিআন্নাল্লাহা ইয়ারা)

"সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখে?"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আলাম ইয়া'লাম (أَلَمْ يَعْلَم):** "সে কি জানে না?", এক ধরনের ভর্ৎসনামূলক প্রশ্ন।
- **বিআন্নাল্লাহ (بِأَنَّ اللَّهَ):** "নিশ্চয়ই আল্লাহ", জোর দিয়ে আল্লাহর উপস্থিতি উল্লেখ।
- **ইয়ারা (يَرَىٰ):** "দেখেন", আল্লাহর সর্বজ্ঞতা ও সর্বদর্শিতার প্রমাণ।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** আল্লাহ প্রতিটি কাজ, এমনকি অন্তরের ভাবনাও দেখেন।

- **আল-কুরতুবী:** মানুষ মনে করে তাদের গোপন কাজ কেউ জানে না—এটি সেই ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করে।
- **ইবন ‘আশূর:** আল্লাহর জানাশোনার প্রতি সচেতনতা মানুষকে সংশোধিত আচরণে উদ্বুদ্ধ করে।
- **আর-রাজী:** এই আয়াত আল্লাহর সার্বক্ষণিক উপস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়।
- **আল-আলূসি:** যারা মনে করে তাদের গোনাহ গোপন থাকবে, তাদের জন্য এই আয়াত কঠিন সতর্কতা।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** আল্লাহর জন্য কিছুই গোপন নয়—এই বিশ্বাসে গোনাহ থেকে বিরত থাকা জরুরি।
- **আধ্যাত্মিকতা:** আল্লাহ সর্বত্র উপস্থিত, এ চেতনা মানুষের নৈতিক জীবন পরিচালনায় সহায়ক।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- ঈমানদারদের উচিত সর্বদা মনে রাখা যে আল্লাহ সব কিছু দেখছেন, তাই তারা যেন সততা ও পরহেযগারতায় জীবন অতিবাহিত করে।

আয়াত ১৫: "كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ" (কাল্লা লা'ইন লাম ইয়ানতাহি লানাসফা'ন বিল নাসিয়া)

"কখনো না! সে যদি বিরত না হয়, তবে আমরা অবশ্যই তার কপালের চুল ধরে টেনে নেবে।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **কাল্লা (كَلَّا):** "না!", জোরালো প্রত্যাখ্যান ও সতর্কতা।
- **লা'ইন লাম ইয়ানতাহি (لَئِن لَّمْ يَنتَهِ):** "যদি সে থামে না", অহংকার ও বিদ্রোহ চালিয়ে যায়।
- **লানাসফা'ন (لَنَسْفَعًا):** "আমরা অবশ্যই টেনে নেবে", কঠিন ও অপমানজনক শাস্তি বোঝাতে।
- **বিল নাসিয়া (بِالنَّاصِيَةِ):** "কপালের চুল ধরে", মানুষের অহংকার ও নেতৃত্বের প্রতীক যা আল্লাহর অধীন।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** যারা অহংকার করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে শাস্তির কঠিন হুমকি।
- **আল-কুরতুবী:** গোনাহগারদের জন্য প্রতিফল অনিবার্য—এটি একটি চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি।
- **ইবন ‘আশূর:** কপাল মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রতীক, আল্লাহ সেটিকেই নিজের দখলে নেবেন।
- **আর-রাজী:** অহংকার ও বিদ্রোহ আল্লাহর সামনে কোন মূল্য রাখে না—তার পরিণতি ভয়াবহ।
- **আল-আলূসি:** আল্লাহর কর্তৃত্বের সামনে কোনো দম্ভ টিকে না—তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় নিয়ন্ত্রক।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অপরিসীম; কেউ তার আদেশ অমান্য করে রক্ষা পাবে না।
- **আধ্যাত্মিকতা:** নম্রতা ও বিনয়ই একজন মুমিনের প্রকৃত অলংকার।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- অহংকার, বিদ্রোহ, এবং ইবাদত থেকে বিমুখ হওয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য, ঈমানদারদের উচিত আত্মসমর্পণ ও বিনয়কে আঁকড়ে ধরা।

আয়াত ১৬: "نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ" (না-সিয়াতিন কাযিবাতিন খা-তি-আহ)

"একটি মিথ্যাবাদী ও পাপপূর্ণ কপাল।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **না-সিয়াতিন (نَاصِيَةٍ):** "কপাল", অহংকার ও আত্মঅহমিকার প্রতীক।
- **কাযিবাতিন (كَاذِبَةٍ):** "মিথ্যাবাদী", সত্য বিকৃতি ও ধোঁকাবাজির লক্ষণ।
- **খাতি'আহ (خَاطِئَةٍ):** "পাপপূর্ণ", আল্লাহর নির্দেশনা লঙ্ঘনের চিহ্ন।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাসির:** যেসব ব্যক্তি আল্লাহর পথে বাধা দেয় ও তাঁর আদেশ অমান্য করে, তাদের অহংকার ও মিথ্যাচার এই কপালের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।
- **আল-কুরতুবি:** এই কপাল নৈতিক ও আত্মিক দুর্নীতির প্রতিচ্ছবি।
- **ইবনে 'আশূর:** অহংকার, মিথ্যাচার, ও বিদ্রোহকে এখানে রূপক আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- **আর-রাজী:** মিথ্যা ও পাপ—এই দুই গুণের সমষ্টি আত্মার ধ্বংস ডেকে আনে।
- **আল-আলুসি:** কপাল মানুষের ইচ্ছার প্রতীক; সেই ইচ্ছা যদি পাপময় হয়, তবে সে জবাবদিহির উপযুক্ত।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** আল্লাহ অহংকার, মিথ্যা ও গোনাহর বিরুদ্ধে; এগুলোর শাস্তি কঠিন।
- **আধ্যাত্মিকতা:** একজন মুমিন যেন অন্তর ও নিয়তকে পবিত্র রাখে।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- অহংকার, মিথ্যাচার, ও গোনাহ থেকে দূরে থেকে অন্তরকে খাঁটি রাখা ঈমানের আবশ্যক গুণ।

আয়াত ১৭: "فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ" (ফাল্‌যাদ'উ নাদিয়াহু)

"তবে সে ডাকুক তার সভাসদদেরে।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ফাল্‌যাদ'উ (فَلْيَدْعُ):** "তবে সে ডাকুক", এটি একটি তিরস্কারাত্মক চ্যালেঞ্জ।

- **নাদয়িাহু (نَادِيَهُ):** "তার সভা বা সাথীরা", যারা তাকে সমর্থন দয়ে।

● তাফসরিকারীদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসরি:** যারা আল্লাহর বরিুদ্ধে দাঁড়ায়, তারা যত জনই হোক, তবুও তারা পরাজতি।
- **আল-কুরতুবি:** মানবকি শক্তরি ওপর নর্িভরতা আল্লাহর সামনে কছিুই নয়।
- **ইবন 'আশূর:** দম্ভ ও জাগতকি সহায়তার ওপর নর্িভরতা এক ধরনরে ভ্রান্ত আত্মবশ্বিাস।
- **আর-রাজী:** সকল অহংকারী ও তার অনুসারীদরে পরণিতি অপমান ও ধ্বংস।
- **আল-আলুসি:** যসেব গোষ্ঠী পাপ কাজরে প্রতি উৎসাহ দয়ে, তাদরে উপর আল্লাহর শাস্তি নশ্চিতি।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মকি প্রতফিলন:

- **আকীদাহ:** আল্লাহর সামনে মানবকি সহযোগতিা অচল।
- **আধ্যাত্মকিতা:** আল্লাহর ওপর নর্িভরতা ঈমানরে চাবকিাঠি।

● দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

- ঈমানদারদরে উচতি আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা এবং পাপীদরে সহচরতিা পরহিার করা।

আয়াত ১৮: "سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ" (সানাদ'উ য্যাবানয়িাহ)

"আমি আহ্বান করব যালমে ফরেশেতাদরে।"

● শব্দ বশ্লিষেণ:

- **সানাদ'উ (سَنَدْعُ):** "আমরা আহ্বান করব", একটি সতর্কবাণী।
- **য্যাবানয়িাহ (الزَّبَانِيَةَ):** "যন্ত্রণা দানকারী ফরেশেতা", যারা জাহান্নামরে শাস্তদিানকারী।

● তাফসরিকারীদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসরি:** যারা আল্লাহর বরিুদ্ধে দাঁড়ায়, তাদরে জন্য রয়ছেে যন্ত্রণাদানকারী ফরেশেতাদরে শাস্তি।
- **আল-কুরতুবি:** এ আয়াত আল্লাহর শাস্তি প্রদানরে ক্ষমতার বহঃিপ্রকাশ।
- **ইবন 'আশূর:** আল্লাহর শাস্তরি হাত থকেে কারও পলায়ন সম্ভব নয়।
- **আর-রাজী:** যাবানয়িাহ হচ্ছে আল্লাহর বচিারকি শক্তরি এক রূপ।
- **আল-আলুসি:** যারা আল্লাহর শাস্তকিে হালকাভাবে নয়ে, তারা চরম ধ্বংসরে দকিে ধাবতি হয়।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মকি প্রতফিলন:

- **আকীদাহ:** যারা অহংকারী ও গোনাহগার, তাদরে জন্য কঠনি শাস্তি নশ্চিতি।
- **আধ্যাত্মকিতা:** আল্লাহর শাস্তকিে স্মরণ করে মুমনিরা বনিয় ও ভয়ভীতরি সাথে চলব।ে

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- ঈমানদাররা যেন সর্বদা আল্লাহর শাস্তির ভয় রেখে সতর্কতার সাথে জীবনযাপন করে।

আয়াত ১৯: "كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ" (কাল্লা লা তুতি'হু ওয়াসজুদ ওয়াকতারিব)

"না, তুমি তার আনুগত্য করো না; বরং সেজদা করো এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হও।"

● শব্দ বিশ্লেষণ:

- **কাল্লা (كَلَّا):** "না", দৃঢ় প্রত্যাখ্যান।
- **লা তুতি'হু (لَا تُطِعْهُ):** "তুমি তার আনুগত্য করো না", পাপাচারীর কথা শুনো না।
- **ওয়াসজুদ (وَاسْجُدْ):** "সেজদা করো", আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে সমর্পণ করো।
- **ওয়াকতারিব (وَاقْتَرِبْ):** "নিকটবর্তী হও", আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করো।

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসির:** যারা সত্যকে বাধা দেয়, তাদের অনুসরণ না করে আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী হও।
- **আল-কুরতুবি:** আনুগত্য কেবল আল্লাহর প্রাপ্য; পাপীদের নয়।
- **ইবন 'আশূর:** ইবাদতের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব।
- **আর-রাজী:** সেজদা হচ্ছে বিনম্রতা ও আনুগত্যের চূড়ান্ত রূপ।
- **আল-আলুসি:** অন্যায়ের প্রতিবাদ ও আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ—এটাই একজন মুমিনের পথ।

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** আনুগত্য কেবল আল্লাহর, আর সেজদার মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন হয়।
- **আধ্যাত্মিকতা:** সেজদা আত্মসমর্পণের প্রকাশ; এতে রয়েছে প্রশান্তি ও আত্মিক সম্পর্ক।

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- ঈমানদাররা যেন আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থেকে ইবাদত ও সেজদার মাধ্যমে তার সান্নিধ্য কামনা করে।

৩.২০.৩ সারসংক্ষেপ ও আন্তঃসূরার সংযোগ

সূরা আল-‘আলাক-এর সারাংশ:

সূরা আল-‘আলাক এমন এক অধ্যায় যা থেকে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহি নাযিল হয়। এটি মানবজাতির সৃষ্টি, মর্যাদা, জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব, মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক এবং ইখলাস ও ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

সূরাটি আল্লাহর নামে পাঠ করার আহ্বানের মাধ্যমে শুরু হয়—যিনি মানুষকে একফোঁটা জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কলমের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ও তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। এই সৃষ্টি ও জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরার মাধ্যমে সূরাটি আল্লাহর অনুগ্রহ ও মানুষের মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে মানুষ যখন নিজেকে স্বনির্ভর ভাবতে শুরু করে তখন তার অহংকার ও বিদ্রোহের প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়। যারা সত্যকে অস্বীকার করে এবং অন্যদের ইবাদতে বাধা দেয়, তাদের কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের জন্য শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

সূরার শেষ অংশে পৃথিবীর গর্ব ও দম্ভের বিপরীতে আল্লাহর সামনে সেজদার মাধ্যমে বিনয় ও নৈকট্য লাভের আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যারা নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাবের উপর নির্ভর করে, তারা তাঁর বিচার থেকে রক্ষা পাবে না। বরং মুমিনদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যেন তারা নিজেদের আল্লাহর সামনে সমর্পণ করে এবং নামাজ ও বিনয় মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক দৃঢ় করে।

অন্যান্য সূরার সঙ্গে বিষয়গত সংযোগ:

- **সূরা আল-‘আসর-এর সঙ্গে সংযোগ:**
  সূরা আল-‘আলাক এবং সূরা আল-‘আসর—উভয়ই ঈমান, সৎকর্ম ও ধৈর্যধারণের গুরুত্ব তুলে ধরে। এ দুটি সূরাই আল্লাহর পথ অনুসরণে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনযাপনের তাগিদ দেয়।
- **সূরা আল-মুযযাম্মিল ও সূরা আল-মুদ্দাসসির-এর সঙ্গে সংযোগ:**
  এই সূরাগুলোর মতোই সূরা আল-‘আলাক ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে ইবাদত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, বিশেষ করে প্রতিকূলতা ও বিরোধিতার সময়।
- **সূরা আল-ইখলাস-এর সঙ্গে সংযোগ:**
  সূরা আল-ইখলাসের মতো সূরা আল-‘আলাকও খাঁটি তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে পূর্ণ ইবাদতের শিক্ষা দেয় এবং অহংকার থেকে বিরত থাকার তাগিদ দেয়। উভয় সূরা আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কৃপা সম্পর্কে সচেতন করে।

সূরা আল-'আলাক-এর আয়াতসমূহরে মধ্যে ধারাবাহকিতা:

সূরাটরি আয়াতসমূহ একটি সুসংগঠতি ধারাবাহকিতায় পরস্পর যুক্ত। প্রথমে জ্ঞানার্জনরে মাধ্যমে মানবজাতরি মর্যাদা তুলে ধরা হয়, তারপর মানুষরে আত্মঅহংকার ও সত্যবমিুখতার পরণিতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়, এবং শষোংশে ইবাদত ও বনিয় প্রদর্শনরে মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য অর্জনরে দকিনর্িদশেনা দওেয়া হয়।

এই ধারার মাধ্যমে সূরাটি মানুষকে তাদরে সৃষ্টি ও দুর্বলতার কথা স্মরণ করয়িে দয়ে এবং অহংকার, পাপ ও বদ্রি·োহ ত্যাগ করে আল্লাহর কাছে বনিম্রতা ও ইবাদতরে মাধ্যমে আত্মকি সম্পর্ক দৃঢ় করার আহ্বান জানায়।

৩.২১ সূরা আত্-তীন

৩.২১.১ সূচনা পরিচিতি

নাম ও অর্থ

আত্-তীন শব্দের অর্থ হলো "ডুমুর"। সূরাটির প্রথম শব্দ হিসেবেই ডুমুর এবং তারপরে জলপাই-এর উল্লেখ রয়েছে। এগুলো ঐতিহাসিক ও ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ঐতিহ্যের প্রতীক। এই সূরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতিকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করার বিষয়টি তুলে ধরে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নাজিলের স্থান ও সময়

সূরা আত্-তীন মক্কায় ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে অবতীর্ণ হয়। এটি একটি মক্কী সূরা। এর মূল প্রতিপাদ্য হলো মানব প্রকৃতি এবং মানুষের আল্লাহর প্রতি জবাবদিহিতার বিষয়। এতে কিয়ামত ও বিচারের দিনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নাজিলের প্রেক্ষাপট (আলسباب النزول)

এই সূরাটি নাজিল হয় মানবজাতিকে তাদের সম্মানিত সৃষ্টি ও আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিতে, এবং দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাতে। এটি আত্মিক অধঃপতনের সম্ভাবনার ব্যাপারে সতর্ক করে এবং ন্যায় ও ঈমানের পথে চলার জন্য উৎসাহ দেয়।

মূল বিষয়বস্তু ও প্রতিপাদ্য

সূরা আত্-তীন মানবজাতিকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করার বিষয়টি জোর দিয়ে তুলে ধরে এবং সতর্ক করে দেয়, যদি তারা ঈমান ও ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করে তবে এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। এটি মানুষের উচ্চ মর্যাদা ও আল্লাহর নির্ধারিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শে অবিচল থাকার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

৩.২১.২ সূরা আত্-তীন: আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আয়াত ১: "وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ" (ওয়াত্তীনি ওয়াজ্-যাইতূন)

“ডুমুর ও জলপাইয়ের শপথ।”

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়াত্তীন (وَالتِّينِ):** "ডুমুর" — এটি প্রাচুর্য, বরকত ও প্রজ্ঞার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত।
- **ওয়াজ্-যাইতূন (وَالزَّيْتُونِ):** "জলপাই" — এটি আলো, পবিত্রতা ও শান্তির প্রতীক।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** ডুমুর ও জলপাই কিছু নির্দিষ্ট স্থান ও নবীগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ডুমুরের মাধ্যমে মুসার (আ.) ওহি প্রাপ্ত স্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হতে পারে, এবং জলপাই জেরুজালেম তথা ঈসা (আ.)-এর প্রচারের স্থান নির্দেশ করে।
- **আল-কুরতুবি:** এই ফলদ্বয় বরকতপূর্ণ স্থান ও নবুওতের উৎসের প্রতিনিধিত্ব করে।
- **ইবন আশুর:** ডুমুর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার, আর জলপাই বাইরের নির্দেশনা ও আলোর প্রতীক।
- **আর-রাযি:** এদের মানসিক ও জাগতিক উপকারিতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
- **আল-আলূসী:** এগুলো মানুষের আত্মা উন্নীত করে এবং আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করে।

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** আল্লাহ মানুষের প্রতি যেসব দুনিয়াবি ও আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ দান করেছেন, এই আয়াত তা স্মরণ করায়।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মানুষকে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে।

জীবনে প্রভাব:

- মুমিনগণ যেন দুনিয়াবি ও আধ্যাত্মিক নিয়ামতের কদর করে এবং কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের চেষ্টা করে।

আয়াত ২: "وَطُورِ سِينِينَ" (ওয়া তূরি সিনীন)

"আর সিনা পর্বতের শপথ।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়া তূরি (وَطُورِ):** "পর্বতের" — ওহির স্থান হিসেবে পরিচিত।
- **সিনীন (سِينِينَ):** "সিনাই" — এটি মরুভূমিতে অবস্থিত ঐতিহাসিক পর্বত, যেখানে মুসা (আ.) আল্লাহর কণ্ঠে ওহি লাভ করেন।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** আল্লাহ মুসা (আ.)-এর সাথে এখানেই সরাসরি কথা বলেন।
- **আল-কুরতুবি:** নবীদের সঙ্গে আল্লাহর চুক্তি ও দায়িত্ব স্মরণ করায়।
- **ইবন আশুর:** ওহি ও মানবজাতির প্রতি দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়।

- **আর-রাযি:** নির্দেশনা ও হিদায়াতের প্রতীক হিসেবে পর্বতের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
- **আল-আলূসী:** এটি আল্লাহর বিধান ও মানুষের সাথে চুক্তির স্মারক।

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** এই আয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের প্রতি ওহি এবং মানবজাতির দায়িত্ব স্মরণ করায়।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মানুষকে তাদের ঈমানী উত্তরাধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে।

জীবনে প্রভাব:

- আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং ঈমানের আলোকে জীবন পরিচালনার গুরুত্ব বোঝায়।

আয়াত ৩: "وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ" (ওয়া হা-যা আল-বালাদিল-আমীন)

“আর এই নিরাপদ নগরীর শপথ।”

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়া হা-যা (وَهَٰذَا):** “এই” — কাছের ও সুপরিচিত কিছু নির্দেশ করছে।
- **আল-বালাদ (الْبَلَدِ):** “নগরী” — মক্কাকে বোঝানো হয়েছে।
- **আল-আমীন (الْأَمِينِ):** “নিরাপদ” — মক্কার পবিত্রতা ও নিরাপত্তার দিক নির্দেশ করে।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** মক্কা হলো নিরাপদ নগরী, যেখানে কুরআন নাজিল হয়েছে এবং নবী (সা.) জন্মগ্রহণ করেছেন।
- **আল-কুরতুবি:** মক্কার পবিত্রতা ও ইসলামি ঐতিহ্যের সূচনাস্থল হিসেবে গৌরব তুলে ধরেন।
- **ইবন আশুর:** মক্কা শান্তির প্রতীক, যা আত্মিক প্রশান্তি ও ঈমানের মূলভিত্তি স্মরণ করায়।
- **আর-রাযি:** মক্কাকে আল্লাহর নিরাপত্তার ছায়াতলে একটি আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখান।
- **আল-আলূসী:** মক্কার মর্যাদা, পবিত্রতা ও শান্তির মূল্যবোধ স্মরণ করিয়ে দেন।

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** মক্কার গুরুত্ব ও পবিত্রতা আল্লাহর নির্ধারিত নিরাপত্তা দ্বারা প্রমাণিত।
- **আধ্যাত্মিকতা:** বিশ্বাসীদের ঈমান ও আত্মিক শান্তির উৎস হিসেবে মক্কার গুরুত্ব অনুধাবন করায়।

জীবনে প্রভাব:

- মুসলমানদের জন্য মক্কা একটি ঈমানের প্রতীক এবং তা ভালোবাসা ও সম্মান করার অনুপ্রেরণা জোগায়।

আয়াত ৪: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" (Laqad khalaqnal-insaana fee ahsani taqweem)

“নিশ্চয়ই, আমরা মানুষকে সেরা আকারে সৃষ্টি করেছি।”

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **লাকাদ (لَقَدْ):** “নিশ্চয়ই,” এটি গুরুত্ব এবং নিশ্চিততা নির্দেশ করে।
- **খালাকনা (خَلَقْنَا):** “আমরা সৃষ্টি করেছি,” এটি আল্লাহর সৃষ্টির ওপর পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে তুলে ধরে।
- **ফী আহসানী তক্বীম (فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ):** “সেরা আকারে,” মানবজাতির শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শূরত্বের প্রতীক।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই আয়াতটি মানব সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং পরিপূর্ণতা বর্ণনা করে, যা শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে উন্নত।
- **আল-কুরতুবী:** এটি আল্লাহর দয়া এবং মানুষের ওপর তাঁর অনুগ্রহের প্রতীক, যা তাদের সুপ্রিম গুণাবলী প্রদানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।
- **ইবন আশুর:** সেরা আকারের মধ্যে শুধু শারীরিক সৌন্দর্য নয়, বরং নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত।
- **আর-রাযী:** এই আয়াত মানবতার সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাতে তারা তাদের উচ্চতর উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে।
- **আল-আলূসী:** এটি আল্লাহর প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর যত্ন ও অনুগ্রহের প্রতীক।

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** আল্লাহ মানবজাতিকে সেরা আকারে সৃষ্টি করেছেন, যা তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মানুষকে তাদের অন্তর্নিহিত মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার দিকে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

জীবনে প্রভাব:

- মুসলমানদের উচিত তাদের সৃষ্টিকে প্রশংসা করা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্য চেষ্টা করা এবং আল্লাহ ও অন্যদের প্রতি তাদের দায়িত্বের দিকে মনোনিবেশ করা।

আয়াত ৫: "ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ" (Thumma radadnahu asfala safileen)

“তারপর আমরা তাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছি, সব থেকে নিকৃষ্ট অবস্থায়।”

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **থুম্মা (ثُمَّ):** "তারপর," এটি পরবর্তী ঘটনা বা বিকাশ নির্দেশ করে।
- **রদাদ্নাহু (رَدَدْنَاهُ):** "আমরা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি," এটি আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের প্রতীক।
- **আসফালা সাফিলিন (أَسْفَلَ سَافِلِينَ):** "সব থেকে নিকৃষ্ট অবস্থায়," এটি মানবের নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা শারীরিক অবনতির দিকে ইঙ্গিত করে।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এই আয়াতটি তাদের অবনতি এবং আত্মার নৈতিক পতন বর্ণনা করে যারা তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে।
- **আল-কুরতুবি:** যারা ঈমান ও সৎকর্ম পরিহার করে, তাদের জন্য এটি সতর্কবাণী, যা তাদের আধ্যাত্মিক পতন এবং দুঃখ-দুর্দশা নির্দেশ করে।
- **ইবন আশুর:** যারা তাদের উপহারগুলো অপব্যবহার করে এবং ন্যায় বিচারের পথ থেকে সরে যায়, তাদের জন্য এটি একটি সতর্কতা।
- **আর-রাযি:** এটি আল্লাহর হিদায়াত উপেক্ষা করার ফলস্বরূপ আত্মনির্ভরতার পতন এবং আত্মসংশোধনের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করায়।
- **আল-আলূসী:** এটি মানুষের মহান সৃষ্টির সাথে তুলনা করে তাদের পতনের কারণ হিসেবে তাদের আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ না করার পরিণতি তুলে ধরে।

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** আল্লাহর ন্যায়ভিত্তিক বিচার ও প্রতিকার মানুষের মর্যাদা রক্ষা করে, তবে তারা যদি তাদের আধ্যাত্মিক দায়িত্ব থেকে সরে যায়, তাহলে তাদের পতন নিশ্চিত।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের জন্য এটি একটি স্মরণমূলক তর্ক যে, তারা যেন তাদের আধ্যাত্মিক Integrity রক্ষা করে এবং পতন থেকে বাঁচে।

জীবনে প্রভাব:

- মুসলমানদের উচিত তাদের ঈমান এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি সতর্ক থাকা, যাতে তারা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক পতনে পতিত না হয়।

আয়াত ৬: "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" (Illa alladheena aamanoo wa ‘amilus-saalihaati falahum ajrun ghayru mamnoon)

"কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এক অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ইল্লা (إِلَّا):** "কিন্তু," এটি বিশেষ একটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে।
- **আল্লাদীনা আমেনু ওয়া আমিলুস-সালিহাত (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ):** "যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে," এটি সত্যিকারের মুক্তির শর্ত এবং আল্লাহর পুরস্কারের জন্য পদ্ধতি।

- **অজরুন ঘাইরু মামনুন (أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ):** "এক অবচ্ছিন্ন পুরস্কার," এটি পরকালীন অনন্ত পুরস্কারকে নির্দেশ করে, যা কখনো হ্রাস বা বন্ধ হবে না।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** যেসব মানুষ ঈমান এবং সৎকর্মের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করে, তাদের জন্য এক অবচ্ছিন্ন পুরস্কার প্রতিশ্রুত।
- **আল-কুরতুবি:** এটি সত্যিকারের ঈমান এবং সৎকর্মের শর্তে পরকালীন পুরস্কারের নিশ্চয়তা দেয়।
- **ইবন আশুর:** ঈমান এবং কর্ম একে অপরের সাথে পরিপূরক, এবং তাদের মিলিতে পরম শান্তি লাভ করা সম্ভব।
- **আর-রাযি:** সৎকর্ম সত্যিকারের ঈমানের প্রমাণ এবং এভাবেই সর্বোচ্চ পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করে।
- **আল-আলুসী:** এ আয়াতটি একান্তভাবে বিশ্বাস এবং সৎকর্মের মাধ্যমে জীবনের সার্থকতা অর্জন করার ওপর গুরুত্ব দেয়।

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** আল্লাহর রহমত এবং ন্যায় নিশ্চিত করে যে, যারা ঈমান ও সৎকর্মে লিপ্ত, তাদের পরকালীন পুরস্কার অবচ্ছিন্ন এবং অনন্ত।
- **আধ্যাত্মিকতা:** ঈমান এবং সৎকর্মকে একত্রিত করতে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন শান্তি লাভ করা যায়।

জীবনে প্রভাব:

- মুসলমানদের উচিত তাদের ঈমানকে সৎকর্মের সাথে একত্রিত করে জীবনযাপন করা, যা পরকালীন সফলতা ও অনন্ত পুরস্কারের পথে পরিচালিত করবে।

আয়াত ৭: "فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ" (Fama yukaththibuka ba'du bid-deen)

"তাহলে এরপর তোমাকে প্রতিশোধের দিনকে (অস্বীকার) কী কারণে অবিশ্বাসিত করছে?"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ফামা ইউকাথ্থিবুকা (فَمَا يُكَذِّبُكَ):** "তাহলে তোমাকে কী কারণে অবিশ্বাসিত করছে?" এটি একটি প্রশ্ন, যা কিয়ামতের অস্বীকারের অবস্থা চ্যালেঞ্জ করে।
- **বাদু (بَعْدُ):** "এরপর," এটি মানব সৃষ্টির মহানতা, মর্যাদা এবং তাদের দায়িত্বের পরে বলছে।
- **বিদ-দীন (بِالدِّينِ):** "প্রতিশোধ," এটি কিয়ামত এবং মানুষের হিসাব-নিকাশের দিনের প্রতি ইঙ্গিত করে।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এটি আল্লাহর ন্যায় এবং পরকালীন বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যা অস্বীকার করা যুক্তিহীন।

- **আল-কুরতুবি:** এটি স্পষ্ট আল্লাহর বিচার এবং ন্যায়ের আলামতের পরেও কিয়ামত অস্বীকার করা কতটা অবাস্তব তা তুলে ধরে।
- **ইবন আশুর:** এটি আল্লাহর সৃষ্টি এবং পথপ্রদর্শনের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করতে উত্সাহিত করে, যা কিয়ামতের অস্বীকার করার কারণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।
- **আর-রাযি:** এটি আল্লাহর ন্যায়ের স্পষ্ট আলামতের বিরুদ্ধে অস্বীকারকে অবাস্তব বলে বিবেচনা করে।
- **আল-আলুসী:** এটি কিয়ামত অস্বীকারকে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অবহেলা হিসেবে তুলে ধরে।

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** এটি পরকাল এবং আল্লাহর বিচারকে অস্বীকার করার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের পরকালীন হিসাব-নিকাশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, এবং সৎকর্মে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

জীবনে প্রভাব:

- মুসলমানদের পরকাল এবং কিয়ামতের দিনে তাদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হতে উৎসাহিত করা হয়, এবং তাদের জীবনকে আল্লাহর নির্দেশনায় পরিচালিত করতে বলা হয়।

আয়াত ৮: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" (Alaysa Allahu bi-ahkam il-haakimeen)

"আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বাধিক বিচারক নন?"

শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আলাইসা (أَلَيْسَ):** "কি নয়," এটি একটি রেটোরিকাল (প্রশ্ন) affirmation।
- **আল্লাহু (اللَّهُ):** "আল্লাহ," সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বোচ্চ বিচারক।
- **বি-আহকমি হাকিমিন (بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ):** "সর্বাধিক বিচারক," এটি আল্লাহর নিখুঁত ন্যায় এবং প্রজ্ঞাকে প্রকাশ করে।

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাসীর:** এটি আল্লাহর বিচারকে জোরদার করে, যা মানুষের অস্বীকারের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ।
- **আল-কুরতুবি:** মুমিনদের আল্লাহর সর্বোচ্চ বিচার এবং দয়া সম্পর্কে আশ্বস্ত করে।
- **ইবন আশুর:** এটি অত্যাচারের শিকার মুমিনদের জন্য সান্ত্বনার উৎস, জানাচ্ছে যে আল্লাহর বিচার সর্বোত্তম।
- **আর-রাযি:** এটি আল্লাহর নিখুঁত বিচার ক্ষমতা এবং প্রজ্ঞার প্রতি নজর দেয়।
- **আল-আলুসী:** এটি মুমিনদের আল্লাহর বিচারের প্রতি বিশ্বাস রাখতে উত্সাহিত করে, জানিয়ে যে তাঁর বিচার নিখুঁত এবং ন্যায়পূর্ণ।

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন:

- **আকীদাহ:** এটি আল্লাহর সর্বোচ্চ ন্যায় এবং বিচার ক্ষমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদেরকে আল্লাহর বিচার ক্ষমতা এবং প্রজ্ঞার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

জীবনে প্রভাব:

- এটি মুমিনদেরকে আল্লাহর বিচারের প্রতি বিশ্বাস রাখতে উৎসাহিত করে, যাতে তারা সৎকর্মে এবং ন্যায়পরায়ণতার পথে চলতে পারে, এবং তাঁর নিখুঁত বিচারকে অস্বীকার না করে।

৩.২১.৩ সারাংশ এবং সূরা আত্-তীন সংক্রান্ত সম্পর্ক

সূরা আত্-তীন সারাংশ:

সূরা আত্-তীন আল্লাহর অনুগ্রহ এবং মানুষের সৃষ্টির মহানত্বের কথা বলে, মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে এবং ঈমান এবং সৎকর্মের গুরুত্ব স্মরণ করায়। এটি মানবতার মর্যাদাকে তুলে ধরে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও দায়িত্বে অবহেলার ফলস্বরূপ পতনের শঙ্কা প্রদর্শন করে। যারা ঈমান ও সৎকর্মে অবিচল থাকে, আল্লাহ তাদের জন্য চিরকালীন পুরস্কার প্রতিশ্রুত করেছেন।

অন্যান্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক:

- **সূরা আল-বালাদ এবং সূরা আশ-শামসের সাথে সম্পর্ক:** সূরা আত্-তীনের মতো এই সূরাগুলিও মানুষের দায়িত্ব এবং নৈতিক নির্বাচনের ফলস্বরূপ পরিণতি নিয়ে আলোচনা করে।
- **সূরা আল-আসর এর সাথে সম্পর্ক:** সূরা আত্-তীন ঈমান এবং সৎকর্মের ওপর গুরুত্ব দেয়, যা সূরা আল-আসরেও উল্লেখিত। এই সূরাটি ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের গুরুত্বকে আরও জোরদার করে।

সূরা আত্-তীন আয়াতসমূহের মধ্যে সম্পর্ক:

সূরা আত্-তীন এক সুস্পষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে, যেখানে আল্লাহর অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয় (তীনের মাধ্যমে), এরপর মানবতার মহান সৃষ্টির কথা এবং নৈতিক পতনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সূরার শেষে অংশে ঈমান এবং সৎকর্মের প্রতিদান হিসেবে চিরস্থায়ী পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

৩.২১.৩ সূরা আত-তীন (Surah At-Tin)

সূরা আত-তীন-এর সারাংশ এবং থিম

সূরা আত-তীন-এর সারাংশ

সূরা আত-তীন আল্লাহর বিশেষ দয়া এবং মানবজাতির মর্যাদা ও সৃষ্টির গুণাবলীকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে। সূরাটি মানুষের সৃষ্টির উৎকর্ষ, তার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা এবং যখন সে আল্লাহর নির্দেশনা অবহেলা করে তখন তার পতন ও অবনতি নিয়ে আলোচনা করে। এটি মানুষের জন্য মহান দয়া এবং সৎ কাজের জন্য চিরন্তন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। সৎকর্ম এবং ঈমানের সাথে যারা আল্লাহর পথে চলবে তাদের জন্য রয়েছে অমলিন পুরস্কার এবং চিরস্থায়ী সুখ।

সূরা আত-তীন-এর থিম এবং অন্য সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরা আত-তীন মানবতার দায়িত্ব এবং নৈতিক সিদ্ধান্তের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে। এটি সূরা আল-বালাদ এবং সূরা আশ-শামসের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে মানুষের দায়িত্ব এবং নৈতিক সিদ্ধান্তের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও, সূরা আল-আসর-এর সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে ঈমান এবং সৎ কাজের গুরুত্ব, ধৈর্য এবং perseverance নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা আত-তীন-এর আয়াতের মধ্যে সম্পর্ক

সূরা আত-তীন-এর আয়াতগুলি একটি পরিষ্কার কাঠামো অনুসরণ করে, যেখানে প্রথমে আল্লাহর দয়া এবং মানবজাতির সৃষ্টির উৎকর্ষ তুলে ধরা হয়েছে, তারপর মানুষের পতন এবং অবনতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, যারা ঈমান এবং সৎকর্মে দৃঢ় থাকে তাদের জন্য চিরস্থায়ী পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করে।

৩.২২ সূরা আশ-শরহ (Surah Ash-Sharh)

সূরা আশ-শরহ-এর পরিচিতি

নাম এবং অর্থ

সূরা আশ-শরহ (অর্থ: "প্রসারণ" বা "খোলামেলা") নামটি নির্দেশ করে প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হৃদয়ের বিস্তার ও আল্লাহর তরফে তাঁকে উজ্জ্বল করার ঘটনা। সূরার প্রথম আয়াতে এই প্রসঙ্গের স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে নবীর হৃদয় খুলে দেয়া হয়েছে।

প্রকাশের স্থান ও সময়

সূরা আশ-শরহ একটি মক্কি সূরা, যা ঐ সময়কালেই নাযিল হয়েছিল যখন নবী (সাঃ) তাঁর মিশনের প্রাথমিক দিনগুলোতে বহু কষ্ট ও নির্যাতনার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এটি একটি সান্ত্বনা প্রদানকারী সূরা, যা নবীকে তার মিশনে ধৈর্য ধরে চলতে উৎসাহিত করেছিল।

নাযিল হওয়ার কারণ (অসাবান আন-নুযূল)

এই সূরা নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দিতে এবং আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তার প্রতি তার আস্থা বাড়াতে নাযিল হয়েছে। সূরা আশ-শরহ নবীকে তাঁর কঠিন সময়ে আশার আলো দেখায়, এটি একটি উদাহরণ যা প্রতিটি মুসলমানকে তাদের জীবনে কঠিন সময়ে সহানুভূতির সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য ও দয়ার উপর ভরসা রাখতে শেখায়।

সূরার মূল থিম ও বিষয়বস্তু

সূরা আশ-শরহ আল্লাহর সহায়তা এবং নবীর প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া ও প্রশস্ততার কথা উল্লেখ করে। এটি শিখায় যে, কষ্টের পর সহজতা আসবে এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে চেষ্টা করে, তার জন্য আল্লাহর সাহায্য নিঃসন্দেহে আসবে। এই সূরার মূল বিষয় হলো:

- আল্লাহর সাহায্য এবং শক্তি।
- কষ্টের পর সহজতা ও প্রশান্তি আসবে।
- ধৈর্য, সহনশীলতা, এবং আল্লাহর দয়ায় বিশ্বাস রাখা।
- কঠিন সময়ে আল্লাহর সাহায্য গ্রহণ করার জন্য আত্মবিশ্বাস এবং ধৈর্য।

৩.২২.১ সূরা আশ-শরহ-এর আয়াতসমূহ

আয়াত ১: "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ" (Alam nashrah laka sadrak)
"তোমার হৃদয় কি আমরা প্রসারিত করিনি?"

- **শব্দ বিশ্লেষণ:**
  - **Alam (أَلَمْ):** "কি," এখানে প্রশ্নবোধক রূপে ব্যবহৃত।
  - **Nashrah (نَشْرَحْ):** "প্রসারিত করা," অর্থাৎ কোনো কিছু খুলে দেওয়া বা সহজ করা।
  - **Sadrak (صَدْرَكَ):** "তোমার হৃদয়," যা নবীর মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্মুক্ততার প্রতীক।
- **ব্যাখ্যা:**
  - **ইবন কাসীর:** নবী (সাঃ)-এর জন্য আল্লাহ তাঁর হৃদয় প্রসারিত করেছেন, যা তাকে কষ্ট ও দুর্দশা সহ্য করতে সহায়তা করেছিল।
  - **আল-আরজী:** এখানে হৃদয়ের প্রসারণের মাধ্যমে আল্লাহ নবীকে দিকনির্দেশনা, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা প্রদান করেছেন।
- **আধ্যাত্মিক এবং তাত্ত্বিক প্রতিফলন:**
  - **আধ্যাত্মিকতা:** মুসলমানদেরকে যেকোনো সংকটের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করার এবং আল্লাহর সাহায্য গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়।
  - **তাত্ত্বিক:** এটা আল্লাহর সাহায্য ও দয়া প্রকাশ করছে যে, তাঁর প্রতিটি প্রিয় বান্দার জন্য আল্লাহ সাহায্য দেন।

আয়াত ২: "وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ" (Wa wadh'ana 'anka wizrak)
"এবং তোমার বোঝা আমরা তোমার কাছ থেকে হালকা করে দিয়েছি।"

- **শব্দ বিশ্লেষণ:**
  - **Wadh'ana (وَوَضَعْنَا):** "আমরা নামিয়ে দিয়েছি," বোঝানো হচ্ছে যে, কোনো ভার বা কঠিন বোঝা হালকা করা হয়েছে।
  - **Wizrak (وِزْرَكَ):** "তোমার বোঝা," এটি একটি মেটাফোর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা নবীর কষ্ট বা দুঃখের বোঝা বোঝায়।
- **ব্যাখ্যা:**
  - **ইবন কাসীর:** এই আয়াত নবীর কষ্ট ও প্রতিবন্ধকতাগুলির প্রতি আল্লাহর সহায়তা ও দয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা নবীকে সহ্য করার শক্তি দিয়েছে।
  - **আল-কুরতুবী:** এটি প্রতিস্থাপিত বা নতুন করে নির্ধারিত সহজতা বোঝায়, যেখানে আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়েছেন।
- **আধ্যাত্মিক এবং তাত্ত্বিক প্রতিফলন:**
  - **আধ্যাত্মিকতা:** মানুষের জীবনে আল্লাহর সহায়তা আসে যখন তারা প্রকৃতভাবে আত্মবিশ্বাসী ও বিশ্বাসী থাকে।
  - **তাত্ত্বিক:** এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সংকটের সময় সহজতা এবং সমাধান প্রদান করেন।

আয়াত ৩: "الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ" (Alladhī anqada zah'rak)
"যে তোমার পিঠকে ভার সরিয়ে দিয়েছে।"

- **শব্দ বিশ্লেষণ:**
  - **Anqada (أَنقَضَ):** "অফসেট করা," বা ভার হালকা করা।
  - **Zah'rak (ظَهْرَكَ):** "তোমার পিঠ," সাধারণভাবে বোঝানো হচ্ছে যে, এক সময়ের বড় চাপ বা কষ্ট নবী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।
- **ব্যাখ্যা:**
  - **ইবন কাসীর:** আল্লাহ নবী (সাঃ)-এর জন্য যে কঠিন পরিস্থিতি ছিল, তা আল্লাহ তাঁর সাহায্য এবং দয়ার মাধ্যমে দূর করেছেন।
- **আধ্যাত্মিক এবং তাত্ত্বিক প্রতিফলন:**
  - **আধ্যাত্মিকতা:** এটি জীবনভর আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ধৈর্যের গুরুত্ব বোঝায়।
  - **তাত্ত্বিক:** মুসলমানদের প্রতিটি চাপ বা কষ্টের পর আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখতে শিখায়।

আয়াত ৪: "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" (Wa rafa'na laka dhik'rak)
"এবং আমরা তোমার স্মরণ উঁচু করে দিয়েছি।"

- **শব্দ বিশ্লেষণ:**
  - **Rafa'na (وَرَفَعْنَا):** "উঁচু করা," অর্থাৎ আরো উন্নত করা বা প্রতিষ্ঠা করা।
  - **Dhik'rak (ذِكْرَكَ):** "তোমার স্মরণ," এটা নবী (সাঃ)-এর নাম বা উল্লেখের ব্যাপারে বোঝানো হয়েছে।
- **ব্যাখ্যা:**
  - **ইবন কাসীর:** নবী (সাঃ)-এর নাম ও স্মরণ আকাশে উঁচু হয়ে গিয়েছে, যা তার মহত্ত্বের পরিচায়ক।
  - **আল-কুরতুবী:** আল্লাহ নবীর নাম বিশ্বব্যাপী উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জাগ্রত হবে।
- **আধ্যাত্মিক এবং তাত্ত্বিক প্রতিফলন:**
  - **আধ্যাত্মিকতা:** এটি মুমিনদেরকে নবী (সাঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
  - **তাত্ত্বিক:** মুসলমানদের নবী (সাঃ)-এর প্রতি আরো বেশি সম্মান প্রদর্শন করার আহ্বান জানায়।

৩.২২.২ সূরা আশ-শরহ-এর আয়াতসমূহ

আয়াত ১: "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ" (Alam nashrah laka sadrak)

"হে নবী, আমি কি তোমার হৃদয় প্রসারিত করিনি?"

- **শব্দ বিশ্লেষণ:**

- **Alam (أَلَمْ):** "আমহি কি?" — এটি একটি তাত্পর্যপূর্ণ প্রশ্ন যা পক্ষে উত্তর নির্দেশ করে।
- **Nashrah (نَشْرَحْ):** "প্রসারতি করা" বা "খোলানো", যা অন্তরের এবং মনরে আলোকতি হওয়া বোঝায়।
- **Laka (لَكَ):** "তোমার জন্য", যা আল্লাহর বশিষে সহানুভূতরি প্রতীক।
- **Sadrak (صَدْرَكَ):** "তোমার হৃদয়", এখানে এটি অন্তররে গভীর অনুভূতি এবং আধ্যাত্মকি শান্তরি প্রতীক হসিবে ব্যবহার করা হয়ছে।

- **ব্যাখ্যা:**
  - **ইবন কাসীর:** এটি নবী (সাঃ)-এর আধ্যাত্মকি আলোকসামগ্রীর কথা বলে, যা তাঁকে নবুয়তরে চ্যালঞ্জেগুলো মোকাবলিা করতে সহায়তা করছে।
  - **আল-কুরতুবী:** হৃদয়রে প্রসারতি হওয়া আল্লাহর তরফে দানকৃত অন্তর্দৃষ্টি এবং শক্তি, যা নবী (সাঃ)-কে আধ্যাত্মকি শান্তি দয়িছে।
  - **ইবন 'আশূর:** এটি নবী (সাঃ)-কে তক্তিতা ও বপিদ থকেে উত্তরণে সক্ষম করার ক্ষমতা প্রকাশ কর।
  - **আর-রাজী:** এটি আধ্যাত্মকি আলোকসামগ্রীর প্রতীক, যা উদ্বগে এবং চন্তিা থকেে মুক্তি দয়ে।
  - **আল-আলুসী:** নবী (সাঃ)-এর অন্তররে প্রসারণ একটি আধ্যাত্মকি বরকত, যা তাঁকে ইসলাম প্রচার করার ক্ষত্রেে আত্মবশ্বিাস দয়িছে।
- **আধ্যাত্মকি ও তাত্ত্বকি প্রতফিলন:**
  - **আধ্যাত্মকিতা:** এই আয়াতটি মুসলমিদরে স্মরণ করয়িে দয়ে যে, আল্লাহ মানুষকে আধ্যাত্মকি শান্তি এবং দৃষ্টি দান করনে, বশিষেত যখন তারা দুর্দশার মধ্যে থাক।
  - **তাত্ত্বকি:** এই আয়াতটি মুসলমিদরেকে ধর্যৈ ধারণ করতে এবং আল্লাহর সাহায্য আশা করতে উত্সাহতি কর।
- **দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:**
  - মুসলমিদরেকে উদ্বগে বা বপিদরে সময় আল্লাহর উপর বশ্বিাস রাখতে বলা হয়ছে, কারণ আল্লাহ তাদরে শক্তি এবং আরাম দতিে পারনে।

আয়াত ২: "وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ" (Wa wada’na ‘anka wizrak)

"এবং আমরা তোমার বোঝা সহজ করে দয়িছে।"

- **শব্দ বশ্লিষেণ:**
  - **Wa wada’na (وَوَضَعْنَا):** "এবং আমরা নাময়িে দয়িছে", যা বোঝার বোঝা কমানো নর্দিশে কর।
  - **‘Anka (عَنْكَ):** "তোমার কাছ থকেে", যা আল্লাহর সরাসরি হস্তক্ষপেরে প্রতি ইঙ্গতি দয়ে।
  - **Wizrak (وِزْرَكَ):** "তোমার বোঝা", যা নবী (সাঃ)-এর দায়ত্বি ও চন্তিা বোঝায়।
- **ব্যাখ্যা:**
  - **ইবন কাসীর:** বোঝা বলতে এখানে নবুয়তরে বশিাল দায়ত্বি বোঝানো হয়ছে, যা আল্লাহর নর্দিশেনায় হালকা হয়ে গছে।
  - **আল-কুরতুবী:** এটি নবী (সাঃ)-এর মানসকি ও আধ্যাত্মকি চাপরে প্রতীক, যা আল্লাহ তাঁর সহায়তার মাধ্যমে হালকা করছেনে।
  - **ইবন 'আশূর:** নবী (সাঃ)-এর যে চ্যালঞ্জেগুলো ছলি, সগেুলো আল্লাহ সহজ করছেনে।

- **আর-রাজী:** আল্লাহ নবী (সাঃ)-কে শক্তি এবং স্পষ্টতা দিয়েছেন যাতে তিনি তাঁর দায়িত্ব সহজভাবে পালন করতে পারেন।
- **আল-আলুসী:** ইসলাম প্রচারের সময় নবী (সাঃ)-এর জন্য এই বোঝা সহজ করা ছিল ইসলামের শত্রুদের দ্বারা আক্রমণের মুখে নবী (সাঃ)-এর চাপ কমানো।

- **আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক প্রতিফলন:**
  - **আধ্যাত্মিকতা:** আল্লাহ কখনোই তাঁর বান্দাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না, বরং প্রয়োজনের সময় তাঁরা সাহায্য পান।
  - **তাত্ত্বিক:** এটি মুসলমানদেরকে এটি মনে রাখতে শেখায় যে আল্লাহ কখনোই কাউকে তাদের সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপান না এবং যেকোনো চ্যালেঞ্জে তিনি তাঁদের সহায়তা করেন।
- **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:**
  - জীবনের বোঝা বা সমস্যাগুলোর প্রতি আল্লাহর সহানুভূতি এবং তাঁর সহায়তা নেওয়ার মধ্যে মুসলিমরা আস্থা রাখতে শিখবে।

আয়াত ৩: "الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ" (Alladhi anqada zahrak)

"যা তোমার পিঠে ভারী হয়ে পড়েছিল।"

- **শব্দ বিশ্লেষণ:**
  - **Alladhi (الَّذِي):** "যা", পূর্ববর্তী বোঝার বোঝার প্রতি ইঙ্গিত করছে।
  - **Anqada (أَنقَضَ):** "ভারী হয়ে পড়া", যা বোঝায় যে বোঝা অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল।
  - **Zahrak (ظَهْرَكَ):** "তোমার পিঠ", যা নবী (সাঃ)-এর শারীরিক এবং মানসিক অবসাদ বোঝায়।
- **ব্যাখ্যা:**
  - **ইবন কাসীর:** এটি নবী (সাঃ)-এর দায়িত্বের ভার এবং আল্লাহর সাহায্য দ্বারা মুক্তির প্রতীক।
  - **আল-কুরতুবী:** এই আয়াত নবী (সাঃ)-এর দুর্দশা এবং কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
  - **ইবন 'আশূর:** এটি নবী (সাঃ)-এর জীবন ও মিশনের জন্য করা আত্মত্যাগের প্রতীক।
  - **আর-রাজী:** "পিঠ ভাঙা" একটি মেটাফোর, যা নবী (সাঃ)-এর মানসিক এবং আধ্যাত্মিক চ্যালেঞ্জের ভয়াবহতাকে প্রতিফলিত করে।
  - **আল-আলুসী:** এটি আল্লাহর সচেতনতা এবং নবী (সাঃ)-এর সংগ্রামের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের প্রতীক।
- **আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক প্রতিফলন:**
  - **আধ্যাত্মিকতা:** আল্লাহ মানুষের সংগ্রাম জানেন এবং তাঁর সাহায্য পাওয়া যায় যখন কেউ সত্যিই আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয়।
  - **তাত্ত্বিক:** মুসলিমদেরকে সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে আসতে এবং দুর্দশার সময়ে তাঁর সহায়তা খুঁজে পেতে উৎসাহিত করা।
- **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:**
  - মুসলমানরা জানতে পারে যে আল্লাহ তাদের সকল কষ্টের প্রতি সচেতন এবং তিনি সঠিক সময়ে সাহায্য দেন।

আয়াত ৪: "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" (Wa rafa’na laka dhikrak)

"এবং আমরা তোমার উল্লেখে উঁচু করে দিয়েছি।"

- **শব্দ বিশ্লেষণ:**
  - **Wa rafa’na (وَرَفَعْنَا):** "এবং আমরা উঁচু করে দিয়েছি," এটি আল্লাহর নবী (সাঃ)-কে সম্মানিত করার প্রতীক।
  - **Laka (لَكَ):** "তোমার জন্য," যা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহকে নির্দেশ করে।
  - **Dhikrak (ذِكْرَكَ):** "তোমার উল্লেখে," এটি নবী (সাঃ)-এর নাম এবং মর্যাদাকে বোঝায়।
- **ব্যাখ্যা:**
  - **ইবন কাসীর:** আল্লাহ নবী (সাঃ)-এর নাম উচ্চতর করেছেন, যেমন শাহাদাহ এবং আযানে তাঁর নাম আল্লাহর সাথে একত্রিত করা হয়েছে।
  - **আল-কুরতুবী:** এটি নবী (সাঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার প্রতি সম্মানের প্রতীক, যা প্রজন্মের পর প্রজন্মে বিস্তৃত।
  - **ইবন 'আশূর:** আল্লাহ নবী (সাঃ)-এর চিরস্থায়ী সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
  - **আর-রাজী:** নবী (সাঃ)-এর নামের উচ্চতা মানবজাতির মধ্যে তাঁর অনন্য অবস্থানকে চিহ্নিত করে।
  - **আল-আলুসী:** এটি নবী (সাঃ)-এর দুনিয়া ও পরকালীন উচ্চ মর্যাদাকে প্রতিফলিত করে।
- **আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক প্রতিফলন:**
  - **তাত্ত্বিক:** আল্লাহ নবী (সাঃ)-কে সম্মানিত করেছেন, যা তাঁর মিশন এবং চরিত্রের গুরুত্বকে তুলে ধরে।
  - **আধ্যাত্মিকতা:** মুসলিমদের জন্য এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, নবী (সাঃ)-এর অনুসরণে সৌভাগ্য এবং সম্মান রয়েছে।
- **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:**
  - মুসলমানরা নবী (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে এবং তাঁর বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে উৎসাহিত হবে।

আয়াত ৫-৬: "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا / إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" (Fa inna ma’al ‘usri yusra / Inna ma’al ‘usri yusra)

"অবশ্যই, কঠিনতার সাথে সহজতা আসে। নিশ্চিতভাবে, কঠিনতার সাথে সহজতা আসে।"

- **শব্দ বিশ্লেষণ:**
  - **Fa inna (فَإِنَّ):** "অবশ্যই," আল্লাহর প্রতিশ্রুতির নিশ্চিততা প্রদর্শন।
  - **Ma’al ‘usri yusra (مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا):** "কঠিনতার সাথে সহজতা আসে," এটি বোঝায় যে, কোনো কষ্টের সাথে শান্তি আসে।
  - **প্রতিলিপি:** আয়াতের এই প্রতিলিপি একটি নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেয় যে, প্রতিটি কঠিনতার পর সহজতা আসবেই।
- **ব্যাখ্যা:**

- **ইবন কাসীর:** এই আয়াতগুলো নবী (সাঃ) এবং মুসলিমদেরকে আশ্বস্ত করে যে কোনো কঠিনতা স্থায়ী নয় এবং আল্লাহর সাহায্য দ্রুত আসবে।
- **আল-কুরতুবী:** তিনি বলেন যে প্রতিটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, যেখানে প্রতিটি চ্যালেঞ্জের পর সহজতা আসবেই, একবার নয় বরং বারবার।
- **ইবন 'আশূর:** এই আয়াতগুলো ধৈর্য এবং প্রতিকূলতার প্রতি স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করে, যা পরীক্ষার অংশ হিসেবে এবং চিরস্থায়ী নয়।
- **আর-রাজী:** তিনি সহজতাকে পৃথিবীজীবনের সাহায্য এবং আখিরাতে আধ্যাত্মিক পুরস্কার হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।
- **আল-আলুসী:** জীবনে আল্লাহর নিখুঁত ভারসাম্য প্রকাশ পায়, যেখানে কষ্ট মানুষকে তাদের বিশ্বাস এবং চরিত্র গঠন করতে সাহায্য করে, এবং শেষে সহজতা আসে।

- **আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক প্রতিফলন:**
  - **তাত্ত্বিক:** এই আয়াতগুলো আল্লাহর দয়া এবং ন্যায়বিচারের প্রতীক, যা বলে যে কোনো কঠিনতার পর সহজতা আসবেই।
  - **আধ্যাত্মিকতা:** মুসলিমদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং আল্লাহর সাহায্য আশা করতে উৎসাহিত করে, বিশেষত বিপদের সময়ে।
- **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:**
  - এই আয়াতগুলো মুসলিমদের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা, ধৈর্য এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ায়, যা তাদের কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর সাহায্য খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।

আয়াত ৭: "فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ" (Fa idhaa faraghta fansab)

"তাহলে যখন তুমি তোমার কাজ শেষ করবে, তখন নিজেকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ইবাদতে নিবেদিত করো।"

- **শব্দ বিশ্লেষণ:**
  - **Fa idhaa faraghta (فَإِذَا فَرَغْتَ):** "তাহলে যখন তুমি শেষ করবে," যা একটি কার্যকলাপ থেকে অন্যটির দিকে স্থানান্তরের নির্দেশ করে।
  - **Fansab (فَانصَبْ):** "পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ইবাদত করো,", যা আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হওয়ার এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়।
- **ব্যাখ্যা:**
  - **ইবন কাসীর:** এই আয়াত নবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয় যে পৃথিবীজীবনের দায়িত্বগুলি শেষ করার পর তিনি তাঁর মনোযোগকে ইবাদতের দিকে নিবদ্ধ করবেন।
  - **আল-কুরতুবী:** তিনি বলেন, যে একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো দুনিয়ার কাজকর্মের পাশাপাশি আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী হওয়া।
  - **ইবন 'আশূর:** আয়াতটি মুসলমানদের নির্দেশ দেয় যাতে তারা দুনিয়াবি দায়িত্বগুলো শেষ করার পর একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সাথে সংযোগ রাখে।
  - **আর-রাজী:** এটি ইবাদতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি পুনর্গঠন করার গুরুত্ব তুলে ধরে।
  - **আল-আলুসী:** এই আয়াতটি শিখায় যে দুনিয়ার কাজগুলো শেষ করার পর মানুষের শক্তি আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করা উচিত।
- **আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক প্রতিফলন:**
  - **তাত্ত্বিক:** ইবাদত মুসলিম জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে অন্যান্য কর্তব্য শেষ করার পর পুরোপুরি তাঁকে ইবাদত করতে হবে।

- **আধ্যাত্মিকতা:** এই আয়াতটি মুসলিমদের মনে দুনিয়াবি দায়িত্বের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের গুরুত্ব বোঝায়।

- **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:**
  - মুসলমানদেরকে তাদের দৈনন্দিন কর্তব্য এবং ইবাদতের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে উৎসাহিত করা হয়, যাতে আল্লাহ তাদের জীবনের কেন্দ্রে থাকেন।

আয়াত ৮: "وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ" (Wa ilaa rabbika farghab)

"এবং তোমার প্রভুর প্রতি তোমার আকাঙ্ক্ষা পরিচালনা কর।"

- **শব্দ বিশ্লেষণ:**
  - **Wa ilaa rabbika (وَإِلَىٰ رَبِّكَ):** "এবং তোমার প্রভুর প্রতি," আল্লাহর প্রতি একাগ্র দৃষ্টি এবং মনোযোগ নির্দেশ করা হচ্ছে।
  - **Farghab (فَارْغَبْ):** "তোমার আকাঙ্ক্ষা পরিচালনা কর," এখানে মানে হলো আল্লাহর প্রতি ইচ্ছা, আশা এবং পূর্ণ নিবেদন।
- **ব্যাখ্যা:**
  - **ইবন কাসীর:** এই আয়াত নবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয় যে, তিনি তাঁর সকল নির্ভরতা, আশা এবং আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবিদ্ধ করবেন।
  - **আল-কুরতুবী:** এটি ইবাদতে সৎ উদ্দেশ্যের গুরুত্ব এবং আল্লাহর কাছে নৈকট্য অর্জনের তাগিদ দেয়।
  - **ইবন 'আশূর:** তিনি বলেন, এই আয়াতটি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ একাগ্রতা এবং তাঁর প্রতি সমস্ত চাহিদার মনোনিবেশের আহ্বান।
  - **আর-রাজী:** আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, চূড়ান্ত শান্তি এবং সন্তুষ্টি শুধু আল্লাহর কাছেই পাওয়া যায়।
  - **আল-আলুসী:** এটি দুনিয়াবি বস্তুগুলোর প্রতি আকাঙ্ক্ষার অর্থহীনতা তুলে ধরে এবং মুসলিমদের আল্লাহর প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা নিবিদ্ধ করতে আহ্বান জানায়।
- **আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক প্রতিফলন:**
  - **তাত্ত্বিক:** এই আয়াতটি আল্লাহকে একমাত্র প্রভু হিসেবে মনোনীত করে তাঁর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা এবং আকাঙ্ক্ষার উপর জোর দেয়।
  - **আধ্যাত্মিকতা:** মুসলমানদের উদ্দেশ্য হলো তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিবিদ্ধ করা, যাতে তারা তাঁর প্রতি নিবেদিত থাকতে পারে।
- **দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:**
  - মুসলমানদের জীবনে আল্লাহর প্রতি তাদের সম্পর্ককে পুনর্বিন্যাস করার আহ্বান জানানো হয়, যাতে তারা তাঁর সন্তুষ্টি এবং সমর্থনকে সবকিছুর উপরে রাখে।

৩.২২.৩ সারাংশ এবং সংযোগ

সুরা আশ-শরহ-এর সারাংশ:

সুরা আশ-শরহ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাঁর হৃদয়ের প্রশস্ততা, ভারমুক্তি এবং মর্যাদার উল্লেখিন। এটি নবীকে আশ্বস্ত করে যে, সমস্ত

কঠিনতা সাময়িক এবং তা সব সময় সহজতার সাথে যুক্ত থাকে। সুরাটি শেষ হয় আল্লাহর প্রতি একাগ্রতার আহ্বান দিয়ে, যা বলছে যে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা সাফল্য এবং আধ্যাত্মিক শান্তি এনে দেয়।

থিম্যাটিক সংযোগ এবং অন্যান্য সুরার সাথে সম্পর্ক:

- **সুরা আদ-দুহা এর সাথে সংযোগ:** উভয় সুরাই নবী (সাঃ)-কে কঠিন সময়ে শান্তি প্রদান করে, আল্লাহর সহায়তা এবং অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
- **সুরা আল-ইনশিরাহ এর সাথে সংযোগ:** সুরা আশ-শরহ-এর মতোই, এটি আশা, কষ্টের সাময়িকতা এবং আল্লাহর সদা উপস্থিতি দয়ার কথা তুলে ধরে।
- **সুরা আল-মুৎযাম্মিল এবং আল-মুদ্দাথির সাথে সংযোগ:** এই সুরাগুলোও একইভাবে অঙ্গীকার, ধৈর্য এবং পরীক্ষার মুখে অধ্যবসায় নিয়ে আলোচনা করে।

সুরা আশ-শরহ-এর আয়াতগুলোর মধ্যে সংযোগ:

এই সুরা আল্লাহর নবী (সাঃ)-এর উপর আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়, তাঁর দেওয়া শত্রুতা সহ্য করার শক্তি এবং ত্যাগের প্রতি সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে। এর পরবর্তী আয়াতগুলো কঠিনতার সাথে সহজতার আশ্বাস দিয়ে নবী এবং মুমিনদের জন্য আশা এবং উৎসাহ প্রদান করে। শেষের আয়াতগুলো কার্যক্রমের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে, যেখানে নবী এবং মুমিনদের আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নিবেদন এবং আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করার আহ্বান জানানো হয়। সব মিলিয়ে, আয়াতগুলো একত্রে আশা, কৃতজ্ঞতা, অধ্যবসায় এবং নিবেদনের একটি সংহত বার্তা তৈরি করে।

৩.২৩ সূরা আদ-দুহা
৩.২৩.১ সূরা আদ-দুহার পরিচিতি
নাম এবং অর্থ
নাম "আদ-দুহা" অর্থাৎ "সকাল" বা "প্রাতঃকালের আলো", যা সূরার প্রথম শব্দ থেকে উদ্ভূত। এটি সকাল বেলার সূর্যালোককে নির্দেশ করে, যা আলো, আশা, এবং পুনর্নবীকরণের প্রতীক।

মক্কী সূরা
সূরা আদ-দুহা একটি মক্কী সূরা, যা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য এক নিরবতা এবং পরীক্ষার সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি কিছুদিনের জন্য ওয়াহী (প্রকাশ) থেকে বিরত ছিলেন, যা তাকে উদ্বিগ্ন করেছিল এবং তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে আল্লাহ হয়তো তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

অবতীর্ণ হওয়ার কারণ (আসাব আন-নুজুল)
এটি নবী (সা.)-এর জন্য সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিতে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন কিছু সময়ের জন্য কোনো ওয়াহী আসেনি। তার চারপাশের লোকেরা ভাবতে শুরু করেছিল যে আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেছেন, যা তাকে দুঃখিত করেছিল। আল্লাহ এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন যাতে নবীকে আশ্বস্ত করা হয় যে আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তার ঈমান শক্তিশালী করার জন্য।

থিম এবং প্রধান বিষয়
সূরা আদ-দুহা সান্ত্বনা, আশা, এবং সমর্থনের একটি বার্তা দেয়। এতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সর্বদা নবীর সঙ্গে আছেন, কখনোই তাকে পরিত্যাগ করেন না, এবং প্রতিটি পরীক্ষার পরেই অনুগ্রহ আসে। এটি নবীকে তার অতীতের কঠিন সময়গুলো এবং আল্লাহ যে সমর্থন দিয়েছেন তা নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। সূরাটি নবীকে গরীব, অনাথ, এবং ভিক্ষুকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পরামর্শ দেয়।

৩.২৩.২ সূরা আদ-দুহার আয়াতসমূহ

আয়াত ১: "وَالضُّحَىٰ" (ওয়াদ-দুহা)
"সকালকে শপথ।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়া (وَ):** "শপথ", এটি একটি শপথ বা ঘোষণাকে নির্দেশ করে যা পরবর্তী বিষয়টির মূল্য এবং গুরুত্বকে প্রমাণিত করে।
- **আদ-দুহা (الضُّحَىٰ):** "সকাল", সেই সময়টিকে বোঝায় যখন আলো উজ্জ্বলভাবে ঝরে পড়ে, যা আশা, পুনর্নবীকরণ, এবং জীবন্ততার প্রতীক।

• আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাথির:** তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ সকালকে শপথ করেছেন, যা পুনর্নবীকরণের প্রতীক এবং আলো যা আশা নিয়ে আসে।
- **আল-কুরতুবি:** তিনি বলেন, সকাল আল্লাহর রহমতের একটি নিদর্শন এবং এটি আল্লাহর শক্তি এবং মহিমার প্রতিফলন।
- **ইবন আশুর:** তিনি ব্যাখ্যা করেন যে সকাল সৃষ্টির জাগরণের প্রতীক, যা নবীকে আল্লাহর দেওয়া আরাম এবং স্বস্তির চিত্র।
- **আর-রাযি:** তিনি বলেন, সকাল হলো একটি রূপক যা ওয়াহী দ্বারা আনা আলো এবং পথনির্দেশনার প্রতীক।
- **আল-আলুসি:** তিনি সকালকে এমন একটি মুহূর্ত হিসেবে দেখেন যা আশা এবং নতুন শুরু নিয়ে আসে, যেমন আল্লাহ নবীকে শক্তি এবং পথনির্দেশনা প্রদান করেন।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **ধর্মশাস্ত্র:** এই আয়াত আল্লাহর প্রাকৃতিক দুনিয়ার উপর শাসন এবং অন্ধকারের পর আলোর এবং আশা আনার ক্ষমতা প্রমাণিত করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের স্মরণ করানো হয় যে, প্রতিটি নতুন সকাল নতুন আশা এবং পুনর্নবীকরণের শক্তি নিয়ে আসে এবং আল্লাহর রহমতের উপর বিশ্বাস রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুমিনদের প্রতিটি নতুন দিনকে একটি পুনর্নবীকরণের সুযোগ হিসেবে দেখতে এবং বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করা হয় যে, প্রতিটি কষ্টের পর আশা এবং আরাম আসবে।

আয়াত ২: "وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ" (ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা)
"এবং রাতে যখন এটি স্থির হয়।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়াল-লাইল (وَاللَّيْلِ):** "এবং রাতে", বিশ্রাম এবং স্থিরতার সময়কে বোঝায়।
- **ইযা সাজা (إِذَا سَجَىٰ):** "যখন এটি স্থির হয়", রাতের শান্তি এবং শীতলতা নির্দেশ করে।

• আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাথির:** তিনি রাতে বিশ্রাম এবং শান্তির প্রতীক হিসেবে দেখেন, যখন সৃষ্টিরা দিনের চাপ থেকে মুক্তি পায়।
- **আল-কুরতুবি:** তিনি রাতকে আল্লাহর রহমতের সময় হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, যা মানুষকে বিশ্রাম এবং শক্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগ দেয়।
- **ইবন আশুর:** তিনি রাতের স্থিরতাকে আল্লাহর রহমতের একটি চিহ্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, যা মানুষের শান্তি পাওয়ার এবং শক্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগ দেয়।

- **আর-রাযী:** তিনি রাতের শান্তিকে নবীর আত্মার প্রশান্তির সাথে তুলনা করেন, যা ওয়াহী দ্বারা এসেছে।
- **আল-আলুসি:** তিনি রাতের স্থিরতাকে ওয়াহীর বিরতি হিসেবে দেখেন, যেখানে নবী আত্মবিশ্লেষণ করে এবং স্বস্তি পান।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **ধর্মশাস্ত্র:** এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রাতে এক রহমত সৃষ্টি করেছেন, যা নীরবতা এবং শান্তির মূল্যকে জোর দেয়।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের স্মরণ করানো হয় যে, শান্তি এবং নীরবতার গুরুত্ব রয়েছে এবং তাদের এই সময়গুলো ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয় যা তাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে এবং আত্মা পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করবে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুমিনদের বিশ্রাম এবং নীরবতার মূল্য বুঝতে এবং এই সময়গুলো ব্যবহার করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে উৎসাহিত করা হয়।

আয়াত ৩: "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ" (মা ওদদা'াকা রাব্বু'কা ওয়া মা কালা)
"তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি, এবং তিনি তোমাকে ঘৃণা করেননি।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **মা (مَا):** "নাই", আল্লাহর অবিচলিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য একটি নিগেশন।
- **ওদদা'াকা (وَدَّعَكَ):** "পরিত্যাগ করেছেন", নবীর উদ্বেগের প্রতিফলন যে আল্লাহ হয়তো তাকে পরিত্যাগ করেছেন।
- **ওয়া মা কালা (وَمَا قَلَىٰ):** "তিনি তোমাকে ঘৃণা করেননি", আল্লাহর ভালোবাসা এবং সমর্থন নিশ্চিত করে।

• আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাথির:** তিনি এই আয়াতটিকে নবী (সা.)-এর জন্য আশ্বস্ত করার একটি বার্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, নিশ্চিত করেছেন যে আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেননি।
- **আল-কুরতুবী:** তিনি এটিকে নবীর শত্রুদের অভিযোগের বিরুদ্ধে সরাসরি খণ্ডন হিসেবে দেখেন, যারা বলেছিল যে আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেছেন।
- **ইবন আশুর:** তিনি এই আয়াতটিকে আল্লাহর অবিচলিত ভালোবাসা এবং সমর্থন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
- **আর-রাযী:** তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, আল্লাহ নবীকে শান্তি দিয়েছেন, এবং ওয়াহীর বিরতি কখনও অবমাননা বা ঘৃণার চিহ্ন নয়।

- **আল-আলুসি:** তিনি এই আয়াতটিকে নবীর জন্য উৎসাহের একটি উৎস হিসেবে দেখেন, যা আল্লাহর অবিচলিত উপস্থিতি এবং সমর্থনকে জোর দেয়।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **ধর্মশাস্ত্র:** এই আয়াত আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি অবিচলিত নিকটতা নিশ্চিত করে, বিশেষত যখন তারা পরীক্ষার মধ্যে থাকে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের মনে করানো হয় যে আল্লাহ কখনোই তাদের পরিত্যাগ করেন না, এমনকি কষ্টের মুহূর্তগুলোতেও, এবং তিনি সর্বদা নিকটেই থাকেন।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুমিনদের উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা চ্যালেঞ্জের সময় আল্লাহর সমর্থন নিয়ে সন্দেহ না করেন এবং বিশ্বাস রাখেন যে তিনি সবসময় উপস্থিত আছেন, তাদের শক্তি এবং পথনির্দেশনা প্রদান করছেন।

আয়াত ৪: "وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ" (ওয়ালাল-আখিরাতু খাইরুন লাকা মিনাল-ওলা)
"এবং নিশ্চয় পরকালের জীবন তোমার জন্য প্রথম জীবনের তুলনায় অনেক ভালো।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়ালাল-আখিরাতু (وَلَلْآخِرَةُ):** "এবং পরকাল", যা আল্লাহর সাথে চিরস্থায়ী জীবনের দিকে ইঙ্গিত করে।
- **খাইরুন লাকা (خَيْرٌ لَّكَ):** "তোমার জন্য ভালো", পরকালীন জীবনকে পৃথিবীজীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করে।
- **মিনাল-ওলা (مِنَ الْأُولَىٰ):** "প্রথম জীবনের তুলনায়", পৃথিবীর সাময়িক জীবনের প্রতি ইঙ্গিত।

• আলিমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাথির:** তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এই আয়াত নবীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, চিরস্থায়ী জীবন এবং পরকালে তাকে অপেক্ষমাণ পুরস্কার পৃথিবীজীবনের পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ।
- **আল-কুরতুবি:** তিনি বলেন, পরকাল একজন মুমিনের জন্য সান্ত্বনা এবং আশ্বাসের উৎস, এবং নিশ্চিত করেন যে, নবীর ধৈর্য ও দৃঢ়তার পুরস্কৃত হবে।
- **ইবন আশুর:** তিনি বলেন, এই আয়াত নবীকে আশ্বস্ত করে যে, পৃথিবীতে যে সব প্রচেষ্টা করছেন, সেগুলি পরকালে পুরস্কৃত হবে।
- **আর-রাযি:** তিনি বলেন, নবী এবং মুমিনদের জন্য পরকালে পুরস্কার তাদের বর্তমান কষ্টের তুলনায় অনেক বড় হবে।

- **আল-আলুসি:** তিনি পরকালকে নবীর জন্য আশা এবং উৎসাহের উৎস হিসেবে দেখেন, যাতে তিনি তার দায়িত্ব অবিচলিতভাবে চালিয়ে যেতে পারেন।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **ধর্মশাস্ত্র:** এই আয়াত পরকালের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যে, মৃত্যুর পর একটি ভালো জীবন অপেক্ষা করছে তা নির্দেশ করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের পরকালকে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে দেখতে উৎসাহিত করা হয় এবং ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুমিনদের জীবনের সমস্যাগুলি দ্বারা discouraged না হতে বলা হয় এবং বিশ্বাস রাখতে উৎসাহিত করা হয় যে, আল্লাহ তাদের পরকালে ভালো জীবন দেবেন।

আয়াত ৫: "وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ" (ওয়া লাসওফা ইউ'তীকা রাব্বুকা ফা তরদা)
"এবং নিশ্চয়ই, তোমার রব তোমাকে দেবেন এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়া লাসওফা (وَلَسَوْفَ):** "এবং নিশ্চয়ই", আল্লাহর প্রতিশ্রুতির শক্তিশালী অভিপ্রায়।
- **ইউ'তীকা রাব্বুকা (يُعْطِيكَ رَبُّكَ):** "তোমার রব তোমাকে দেবেন", আল্লাহ নবীকে তার হৃদয়ের ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
- **ফা তরদা (فَتَرْضَىٰ):** "এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে", এটি নবীর পূর্ণ সন্তুষ্টি এবং শান্তির ইঙ্গিত দেয়।

• আলিমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাথির:** তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই আয়াত একটি প্রতিশ্রুতি যা বলে, আল্লাহ নবীকে এমন কিছু দেবেন যা তাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করবে।
- **আল-কুরতুবি:** তিনি এটিকে নিশ্চিত করেন যে, আল্লাহ নবীকে এমন বিশেষ বরকত দেবেন যা তার সুখ এবং সন্তুষ্টি নিয়ে আসবে।
- **ইবন আশুর:** তিনি বলেন, নবী শুধু এই জীবনে নয়, পরকালেও সন্তুষ্ট হবেন।
- **আর-রাযি:** তিনি বলেন, আল্লাহ নবীকে এমন পুরস্কার দেবেন যা তাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করবে।
- **আল-আলুসি:** তিনি এটিকে নবীর জন্য এক প্রতিশ্রুতি হিসেবে দেখেন, যাতে তার ধৈর্য এবং নিষ্ঠার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **ধর্মশাস্ত্র:** এই আয়াত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যে, তিনি তাঁর সেবকদের জন্য প্রচুর পুরস্কার দেবেন।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের আল্লাহর রহমত এবং তাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার দয়া স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, যে তিনি তাদের সন্তুষ্টি দেবেন।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- মুমিনদের উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা বিশ্বাস রাখেন যে আল্লাহ তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু দেবেন এবং তাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি আসবে।

আয়াত ৬: "أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ" (আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফা আওয়া)
"তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় খুঁজে পাননি এবং আশ্রয় দেননি?"
• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **আলাম (أَلَمْ):** "তিনি কি না?", এটি একটি প্রশ্ন যা একটি বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দেয়।
- **ইয়াজিদকা (يَجِدْكَ):** "তিনি তোমাকে খুঁজে পেয়েছেন", এটি আল্লাহর নবীকে দেখার এবং তার জন্য যত্ন নেওয়ার প্রতিফলন।
- **ইয়াতীমান (يَتِيمًا):** "এতিম", নবীর পিতামাতার মৃত্যুর পর তার অসহায় অবস্থাকে উল্লেখ করে।
- **ফা আওয়া (فَآوَىٰ):** "এবং আশ্রয় দিয়েছেন", এটি আল্লাহর ঐশী নিরাপত্তা এবং যত্ন বোঝায়, যা তার দাদা এবং চাচা দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

• আলিমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাথির:** তিনি এই আয়াতটিকে নবী (সা.)-কে আল্লাহর রহমত এবং যত্নের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার একটি উপায় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যখন তিনি অভিভাবকহীন ছিলেন।
- **আল-কুরতুবি:** তিনি এটি আল্লাহর হাতে নবীর অভিভাবকত্ব স্থাপনের একটি নিদর্শন হিসেবে দেখেন, যাতে তার প্রয়োজন মেটানো হয় এবং তাকে একটি সুরক্ষিত পরিবেশে পালন করা হয়।
- **ইবন আশুর:** তিনি এই আয়াতটিকে আল্লাহর দানে এবং নবীর জীবনের প্রাথমিক সময়গুলোতে আল্লাহর সহায়তার নিদর্শন হিসেবে দেখেন।
- **আর-রাযি:** এই আয়াত আল্লাহর অবিরাম যত্নের চিত্র হিসেবে দেখেন, যা নবীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তার অতীত অভিজ্ঞতা আল্লাহর সহায়তার প্রমাণ।
- **আল-আলুসি:** তিনি এই আয়াতটিকে নবীর জন্য একটি সান্ত্বনা হিসেবে দেখেন, যা বলে যে, আল্লাহ সর্বদা তার সাথে ছিলেন, এমনকি চ্যালেঞ্জিং সময়গুলোতেও।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **ধর্মশাস্ত্র:** এই আয়াত আল্লাহর কাছে তার সেবকদের যত্ন এবং সুরক্ষার প্রমাণ, বিশেষত যখন তারা প্রয়োজনের মুহূর্তে থাকে।

- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের স্মরণ করানো হয় যে, আল্লাহ সর্বদা তাদের সেরা অভিভাবক এবং গাইড, বিশেষত যখন তারা দুর্বল এবং বিপদের মধ্যে থাকে।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মুমিনদের আল্লাহর সুরক্ষা এবং যত্নের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে, বিশেষত জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলিতে, এবং আল্লাহর প্রProvidence-এ বিশ্বাস রাখতে শেখায়।

আয়াত ৭: "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" (ওয়া ওয়াজাদাকা দাল্লান ফাহদা)
"এবং তিনি তোমাকে পথহারা অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তোমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়া ওয়াজাদা (وَوَجَدَكَ):** "এবং তিনি তোমাকে খুঁজে পেয়েছেন", এটি আল্লাহর নবী (সা.)-এর অবস্থার প্রতি পূর্ণ জ্ঞানকে ইঙ্গিত করে।
- **দাল্লান (ضَالًّا):** "পথহারা", যা নির্দেশ করে যে, নবী (সা.) প্রকৃত সত্যের সন্ধানে ছিলেন এবং আল্লাহর রহমত ছাড়া কোন পরিষ্কার দিক না পেয়ে ছিলেন।
- **ফাহদা (فَهَدَىٰ):** "এবং পথপ্রদর্শন করেছেন", এটি আল্লাহর দিকনির্দেশের মাধ্যমে নবীকে পথ দেখানো।

• আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাথির:** "পথহারা" শব্দটি অর্থে অবগতহীনতার বা বিভ্রান্তির নয়, বরং সত্যের অনুসন্ধানের ইঙ্গিত দেয়। আল্লাহ নবীকে প্রকাশিত জ্ঞানের মাধ্যমে তার মিশন পূর্ণ করার জন্য পথপ্রদর্শন করেছিলেন।
- **আল-কুরতুবি:** এই আয়াতটি নবীকে আশ্বস্ত করে যে, আল্লাহর পথপ্রদর্শন ছিল তার সত্য জানার গভীর অনুসন্ধানের প্রতিফলন।
- **ইবন আশুর:** "পথহারা" অর্থে, তিনি বলেন, নবী (সা.) আল্লাহর সুস্পষ্ট মেসেজটি জানতেন না, তা শুধুমাত্র নবুওয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল।
- **আর-রাযি:** এই আয়াতটি নবী (সা.) এর বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর হস্তক্ষেপকে তুলে ধরে, যা তাকে চূড়ান্ত সত্যের পথে পরিচালিত করেছে।
- **আল-আলুসি:** তিনি এটিকে আল্লাহর পথপ্রদর্শনকে রহমত এবং বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে দেখেন, যা আল্লাহ তার নির্বাচিত মেসেঞ্জারকে দিয়েছেন।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **ধর্মশাস্ত্র:** এই আয়াত আল্লাহর ক্ষমতা এবং যারা আন্তরিকভাবে সত্যের সন্ধান করে তাদের জন্য আল্লাহর পথপ্রদর্শন প্রদান করার ক্ষমতা প্রকাশ করে।

- **আধ্যাত্মকিতা:** মুমনিদরে আল্লাহর পথপ্রদর্শনরে জন্য কৃতজ্ঞ হতে এবং তাঁর সাহায্য ও দকিনর্দিশেনার প্রতি বশ্বিাস রাখতে উৎসাহতি করা হয়।

• দনৈন্দনি জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মুমনিদরে আল্লাহর পথপ্রদর্শন ও রহমতরে জন্য কৃতজ্ঞ হতে এবং নজিদেরে জীবনে আল্লাহর প্রদত্ত আলো অনুসরণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

আয়াত ৮: "وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ" (ওয়া ওয়াজাদাকা আ'ইলান ফা-আঘনা)
"এবং তনিি তোমাকে দরদ্রি অবস্থায় খুঁজে পয়েছেলিনে এবং তোমাকে স্বাবলম্বী করছেনে।"
• শব্দ বশ্লিষেণ:

- **ওয়া ওয়াজাদা (وَوَجَدَكَ):** "এবং তনিি তোমাকে খুঁজে পয়েছেনে", আল্লাহর নবী (সা.)-এর পরস্থিতিরি প্রতি গভীর জ্ঞানকে ইঙ্গতি করে।
- **আ'ইলান (عَائِلًا):** "দরদ্রি", এটি নবী (সা.)-এর প্রাথমকি জীবনে আর্থকি এবং সামগ্রীক দীনতা নর্দিশে করে।
- **ফা-আঘনা (فَأَغْنَىٰ):** "এবং তোমাকে স্বাবলম্বী করছেনে", অর্থাৎ আল্লাহ নবীকে তার প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করতে এবং তার মর্যাদা বাড়াতে সহায়তা করছেনে।

• আলমিদরে ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাথরি:** আল্লাহ নবীকে নানা উপায়ে সহায়তা করছেনে, যার মধ্যে খাদজিার সাথে তার বয়িওে অন্তর্ভুক্ত, এবং তনিি সব সময় সহায়তা পয়েছেনে।
- **আল-কুরতুবি:** তনিি বলনে, "স্বাবলম্বী" বলতে আল্লাহ নবীকে ধন, সম্মান এবং মশিন পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকছিু প্রদান করছেনে।
- **ইবন আশুর:** তনিি বলছেনে, আল্লাহর যত্ন নবীকে দরদ্রি অবস্থায় থাকতে দনেনি, বরং তাকে স্বাধীনতা এবং মর্যাদা দয়িছেনে।
- **আর-রাযি:** এই আয়াতটি আল্লাহর ক্ষমতা এবং কষ্টকে সহজ এবং স্বাবলম্বী অবস্থায় পরণিত করার ক্ষমতাকে প্রতফিলতি করে।
- **আল-আলুসি:** তনিি এটকিে আশ্বস্ত করার জন্য দখেনে য, আল্লাহ নবীকে অতীতরে মতো আজও দান করবনে এবং রক্ষা করবনে।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মকি প্রতফিলন:

- **ধর্মশাস্ত্র:** আল্লাহ সর্বোচ্চ প্রদানকারী এবং রক্ষক, যারা তাদরে উদ্দশ্যে পূর্ণ করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা নশ্চিতি করে।
- **আধ্যাত্মকিতা:** মুমনিদরে স্মরণ করানো হয় য, আল্লাহ যকোনো পরস্থিতিি থকেে সহজতা এবং সুবধিা প্রদান করতে সক্ষম।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মুমিনদের আল্লাহর দানে বিশ্বাস রাখতে এবং তাঁর প্রদত্ত সম্পদ এবং সুযোগের জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে উৎসাহিত করে।

আয়াত ৯: "فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ" (ফা-অম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাখার)
"তাহলে এতিমের প্রতি কোনোরকম নির্যাতন করোনা।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ফা অম্মা (فَأَمَّا):** "তাহলে", এটি একটি নির্দিষ্ট নির্দেশনা উপস্থাপন করে।
- **আল-ইয়াতীমা (الْيَتِيمَ):** "এতিম", একটি দুর্বল ব্যক্তি, যার পিতামাতা নেই এবং সে সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত।
- **ফালা তাখার (فَلَا تَقْهَرْ):** "তাকে নির্যাতন করোনা", যার মানে হলো, তাকে অমানবিকভাবে ব্যাবহার করা, নিপীড়ন করা বা অন্যায়ভাবে আচরণ করা থেকে বিরত থাকা।

• আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবনে কাথির:** এই আয়াত নবী (সা.)-এর নিজের এতিম হওয়ার অভিজ্ঞতার স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং এতিমদের প্রতি দয়া এবং ন্যায়বিচারের গুরুত্ব তুলে ধরে।
- **আল-কুরতুবি:** তিনি বলেন, আল্লাহ নবীকে এতিম হিসাবে যত্ন ও সহায়তা দিয়েছেন, এবং তাই মুমিনদের উচিত অতিমদের প্রতি সহানুভূতি এবং দয়া প্রদর্শন করা।
- **ইবনে আশুর:** এটি একটি সরাসরি নির্দেশ যে, এতিমদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের ভাল থাকা নিশ্চিত করা, যা ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতিগুলি প্রতিফলিত করে।
- **আর-রাযি:** তিনি বলেন, এই আয়াতটি প্রাক-ইসলামিক সমাজে এতিমদের প্রতি নির্যাতন বিরোধী ইসলামের সংস্কারমূলক বার্তা তুলে ধরে।
- **আল-আলুসি:** এটি মুমিনদের সহানুভূতি দেখানোর এবং এতিমদের প্রাপ্য যত্ন এবং সুরক্ষা প্রদানের আহ্বান হিসেবে দেখা যায়।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **ধর্মশাস্ত্র:** আল্লাহ ন্যায় এবং দয়া প্রদানে নির্দেশ দেন, যা সামাজিক আচরণের মৌলিক নীতি।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের স্মরণ করানো হয় যে, এতিমদের প্রতি করুণা এবং সুরক্ষা ইসলামের মৌলিক মনোভাব।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মুমিনদের উৎসাহিত করে যাতে তারা এতিমদের অধিকার রক্ষা করে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, মর্যাদা এবং দয়া প্রদর্শন করে।

আয়াত ১০: "وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ" (ওয়া আম্মাস-সাঈলা ফালা তনহার)
"এবং যে সাহায্য চায়, তাকে উপেক্ষা করো না।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়া আম্মা (وَأَمَّا):** "এবং যা", এটি নির্দিষ্ট নির্দেশনার ধারাবাহিকতা।
- **আস-সাঈলা (السَّائِلَ):** "সাহায্যপ্রার্থী", এটি এমন একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যে কিছু চাচ্ছে, তা তাৎক্ষণিক বা অন্য কোন ধরনের সাহায্য হতে পারে।
- **ফালা তনহার (فَلَا تَنْهَرْ):** "তাকে উপেক্ষা করো না", এর অর্থ হল কাউকে ফিরিয়ে না দেওয়া, তাঁকে বিরক্ত না করা, বা তাঁর প্রয়োজনীয়তাকে অবজ্ঞা না করা।

• আলিমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাথির:** এই আয়াতটি সংকটাপন্নদের প্রতি ধৈর্য এবং সহানুভূতির আহ্বান জানায়, এবং বলা হয় যে, যদিও কেউ সাহায্য দিতে না পারে, তবুও তাকে তিক্তভাবে উত্তর না দেওয়া উচিত।
- **আল-কুরতুবি:** তিনি বলেন, "সাহায্যপ্রার্থী" এমন কেউ হতে পারে যে অর্থনৈতিক বা অন্য কোন বিষয়ে সাহায্য চাইছে অথবা জ্ঞান বা পরামর্শ চাচ্ছে, তাই তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।
- **ইবন আশুর:** এই নির্দেশনা আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা এবং সম্মানের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করে, অহংকার বা অবজ্ঞা নিরুৎসাহিত করে।
- **আর-রাযি:** এই আয়াতটি নৈতিক শৃঙ্খলা এবং যারা সাহায্য চায় তাদের মর্যাদা রক্ষা করার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।
- **আল-আলুসি:** তিনি বলেন, এটি নবী (সা.)-এর আদর্শ চরিত্রের অংশ, যা মুমিনদের তাঁর সহানুভূতি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **ধর্মশাস্ত্র:** আল্লাহ সবাইকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন, এবং মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা তাদের সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি সদয় এবং শ্রদ্ধাশীল আচরণ করে।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের স্মরণ করানো হয় যে, অন্যদের সাহায্য করা আল্লাহর কাছে ভালোবাসার পথ এবং সহানুভূতি তৈরির একটি উপায়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মুমিনদের উদারতা এবং ধৈর্য সহকারে আচরণ করতে উৎসাহিত করে, এবং স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যদি সাহায্য দিতে না পারা যায়, তবুও সদয় কথাবার্তা উপেক্ষার চেয়ে উত্তম।

আয়াত ১১: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ" (ওয়া আম্মা বিনিমাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিছ)
"তবে তোমার প্রভুর অনুগ্রহকে ঘোষণা কর।"
• শব্দ বিশ্লেষণ:

- **ওয়া আম্মা (وَأَمَّا):** "তবে", এটি একটি বিপরীত বা অতিরিক্ত নির্দেশনা।
- **বিনি'মতি রাব্বিকা (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ):** "তোমার প্রভুর অনুগ্রহ", আল্লাহর সমস্ত দান এবং অনুগ্রহ, যা হয় শারীরিক, আধ্যাত্মিক বা অন্য যে কোনো রকম।
- **ফাহাদ্দিছ (فَحَدِّثْ):** "ঘোষণা কর", এর মানে হল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং এটি প্রকাশ করা।

• আলেমদের ব্যাখ্যা:

- **ইবন কাথির:** এই আয়াতটি আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করে, এবং তা শুধু ভাষায় নয়, বরং কাজের মাধ্যমে যা দানগুলি আরও বাড়াতে সাহায্য করে।
- **আল-কুরতুবি:** তিনি বলেন, এটি আল্লাহর অনুগ্রহ অন্যদের সাথে শেয়ার করার আহ্বান, তা হতে পারে শিক্ষা, সাহায্য বা ইসলামের বার্তা প্রচার করা।
- **ইবন আশুর:** এই ঘোষণা ভাষাগত হতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বলা, অথবা তা কার্যকর হতে পারে, যেমন সেই অনুগ্রহকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যবহার করা।
- **আর-রাযি:** তিনি বলেন, আল্লাহর অনুগ্রহের ঘোষণা করা কৃতজ্ঞতার একটি প্রকাশ এবং এটি অন্যদেরও তাঁর অনুগ্রহ চিনতে এবং কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করে।
- **আল-আলুসি:** এটি একটি স্মরণিকা হিসেবে কাজ করে যে, কৃতজ্ঞতা ব্যক্তিগতভাবে হৃদয়ে এবং পাবলিকভাবে আচরণ ও ভাষায় প্রকাশ করা উচিত।

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন:

- **ধর্মশাস্ত্র:** এই আয়াতটি শোকর (কৃতজ্ঞতা) কে আল্লাহর কাছে পূর্ণ অধিকার হিসেবে উপস্থাপন করে, এবং তা পূর্ণ উপাসনা এবং দাসত্বের অংশ হিসেবে দেখা যায়।
- **আধ্যাত্মিকতা:** মুমিনদের তাদের দান এবং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে এবং সেই দানগুলো অন্যদের সাহায্য করার জন্য এবং আল্লাহকে মহিমান্বিত করার জন্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়।

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব:

- এই আয়াতটি মুমিনদের আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং একে সম্প্রদায়ে প্রচার করার জন্য উৎসাহিত করে, যাতে একে একটি কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার সংস্কৃতি তৈরি করা যায়।

৪. উপসংহার: ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মূলনীতি

৪.১ মূল ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক ধারণাগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

এই সূরাগুলির পাঠের মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মূলনীতি উঠে আসে, যা ইসলামী বিশ্বাস এবং চর্চার ভিত্তি গঠন করে:

১. আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর একমাত্র উপাসনা (তাওহীদ):
সূরা আল-ইখলাস এবং সূরা আল-ফাতিহা সহ বিভিন্ন সূরা আল্লাহর একক সত্ত্বা এবং একমাত্র তাঁর উপাসনার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করে। তাওহীদ, অর্থাৎ আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস, ইসলামী বিশ্বাসের মূলভিত্তি। আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বর্ণনা করা হয়, যিনি সকল প্রকারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত, চিরকালীন, এবং অপরিবর্তনীয়। মুমিনদের একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করতে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছু যুক্ত না করতে বারবার উৎসাহিত করা হয়।

২. আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা এবং তাঁর দয়া:
সূরা আদ-দু'হা এবং সূরা আশ-শরহের মতো সূরা গুলি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ সবসময় নিকটে আছেন, এমনকি কঠিন মুহূর্তগুলিতে। আল্লাহকে আরাম এবং প্রশান্তির উৎস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যিনি কখনো তাঁর বান্দাদের পরিত্যাগ করেন না। এই সূরাগুলি মুমিনদের আল্লাহর দয়ায় আস্থা রাখতে এবং বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে যে, প্রতিটি পরীক্ষার পর সহজতা আসবে, কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বোঝা হালকা করে দেন।

৩. আখিরাতের জন্য দায়িত্ব এবং প্রস্তুতি:
সূরা আজ-জালযালা, সূরা আল-ক্বারিয়াহ, এবং সূরা আল-আসর-এর মতো সূরা গুলি দায়িত্ব এবং আত্মপরকতার গুরুত্ব তুলে ধরে। মুমিনদের আখিরাতের দিন এবং তাদের সকল কাজের জন্য চূড়ান্ত হিসেবের কথা স্মরণ করানো হয়। এই সূরাগুলি স্পষ্ট করে যে, প্রতিটি কাজ, যত ছোটই হোক না কেন, গন্য হবে, এবং মানুষের উচিত আল্লাহ এবং তাঁর বিচার সম্পর্কে সচেতন থাকা। মুমিনদের সময় wisely ব্যবহার করতে এবং আখিরাতের জন্য সক্রিয়ভাবে প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানানো হয়।

৪. দৃঢ়তা এবং ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা:
সূরা আশ-শরহ এবং সূরা আল-'আলাক-এর মতো সূরা গুলি বিশ্বাসে ধৈর্য এবং দৃঢ়তার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, বিশেষত পরীক্ষার সময়ে। মুমিনদের আল্লাহর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা বজায় রাখতে এবং অহংকার, লোভ বা গর্বে পরিণত না হতে উৎসাহিত করা হয়। ধৈর্য, উভয় উপাসনা এবং কঠিন সময়ে, একটি বারবার আসা থিম যা মুমিনের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং বিকাশকে উৎসাহিত করে।

৫. সামাজিক দায়িত্ব এবং ন্যায়বিচার:
সূরা আল-মা'উন এবং সূরা আদ-দু'হা-এর মতো সূরা গুলি সামাজিক দায়িত্ব এবং সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেয়। মুমিনদের সততা, ন্যায় এবং দানশীলতার প্রতি উৎসাহিত করা হয়, বিশেষত যারা সাহায্যের প্রয়োজন তাদের প্রতি। এই সূরাগুলি সততা, ন্যায় এবং অন্যদের যত্ন নেওয়ার গুরুত্ব শেখায়, এবং মুমিনদের মনে করিয়ে দেয় যে, বিশ্বাস শুধুমাত্র অন্তরের বিষয় নয়, এটি দৃশ্যমান সৎ কর্মেরও একটি ব্যাপার।

৪.২ আলোচিত সূরাগুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং সংযোগ

পড়াশোনা করা সূরাগুলিতে একটি গভীর আন্তঃসংযোগ দেখা যায়, যেখানে উপাসনা, বিশ্বাস, দায়িত্ব এবং ধৈর্য এর মধ্যে একে অপরকে সমর্থন এবং সমৃদ্ধ করে। প্রধান কিছু সম্পর্ক নিম্নরূপ:

১. আরাম এবং সহিষ্ণুতার মধ্যে সম্পর্ক:

সূরা আদ-দু'হা এবং সূরা আশ-শরহ নবী এবং মুমিনদের জন্য আরাম প্রদান করে, নিশ্চিত করে যে আল্লাহ সবসময় নিকটে আছেন, এমনকি নিঃশব্দতা বা কষ্টের মুহূর্তে। এই সূরাগুলি সূরা আল-ফাতিহার থিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে আল্লাহকে একমাত্র পথপ্রদর্শক এবং সহায়ক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। একসাথে, তারা ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা এবং আল্লাহর সারা জীবনের পরীক্ষায় প্রতিটি পরীক্ষার পর সহজতা আনার নিশ্চয়তা প্রদর্শন করে।

২. অহংকারের বিরুদ্ধে সতর্কতা এবং আন্তরিকতার মূল্য:

সূরা আল-মাসাদ এবং সূরা আল-কাফিরূন অহংকার, গর্ব এবং বিশ্বাসের মধ্যে আপোষ এড়ানোর গুরুত্ব প্রদান করে। এই সূরাগুলি সূরা আল-ইখলাস দ্বারা সমর্থিত, যা আল্লাহর প্রতি আন্তরিক এবং বিশুদ্ধ উপাসনার আহ্বান জানায়। তারা গর্ব এবং প্রতিশ্রুতির অভাবের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে, মুমিনদের আল্লাহর প্রতি অটল নিষ্ঠা বজায় রাখার এবং কোনো আপোষ না করার জন্য উৎসাহিত করে।

৩. আখিরাতের প্রতি সচেতনতা গড়ে তোলার গুরুত্ব:

সূরা আজ-জালযালা, সূরা আল-ক্বারিয়াহ, সূরা আল-আসর, এবং সূরা আত-তাকাসুর একত্রে আখিরাতের দিনি প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এই সূরাগুলি জীবনের অস্থায়িত্ব, ভোগ-বিলাসের অসারতা এবং সৎ ও সত্য কর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে।

৪. আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার গুরুত্ব:

সূরা আল-ফাতিহা মানব এবং আল্লাহর সম্পর্কের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে, যা আন্তরিকতা এবং পূর্ণ নিষ্ঠার উপর কেন্দ্রীভূত। এই মূল্যবোধটি সূরা আন-নাস এবং সূরা আল-ফালাকে পুনরুদ্ধৃত হয়, যেখানে মুমিনরা শয়তানি প্রভাব থেকে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাদের দিকনির্দেশনা এবং সাহায্যের জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে উৎসাহিত হয়।

৫. সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আধ্যাত্মিক কর্তব্যের মধ্যে আন্তঃসংযোগ:

সূরা আল-মা'উন মুমিনদের সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচার এবং অভাবীদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। এই থিমটি সূরা আল-কাওসারের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়, যেখানে নবীকে উপাসনা এবং দানে মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আহ্বান জানানো হয়। এই বার্তা হল যে, আল্লাহর প্রতি প্রকৃত নিষ্ঠা স্বাভাবিকভাবেই অন্য মানুষের প্রতি যত্ন নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত।

এই সূরাগুলির আন্তঃসংযুক্ত থিমগুলি কুরআনের বার্তার ব্যাপক প্রকৃতিকে তুলে ধরে। প্রতিটি সূরা বিশ্বাসের, আধ্যাত্মিক আচরণ এবং সামাজিক দায়িত্বের বিষয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ উপলব্ধি প্রদান করে। আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, আখিরাতে হিসাবের ধারণা এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতির বারবার অভ্যর্থনা কুরআনের আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব জীবনের প্রতি সুষম দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে।

এই সূরাগুলি একত্রে মুমিনদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান করে, যা আল্লাহর প্রতি নিবেদিত, দায়িত্বশীল, এবং কৃতজ্ঞ জীবনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরি করে।

৫. সার্বিক পর্যালোচনা এবং উপসংহার
৫.১ সূরা ভিত্তিক মূল পয়েন্টস

১. সূরা আল-ফাতিহা (উদ্বোধন)

- কুরআনের একটি ব্যাপক পরিচিতি: সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে, উপাসনা, কৃতজ্ঞতা, এবং প্রার্থনার সারাংশ ধারণ করে।
- আল্লাহর গুণাবলীর আহ্বান: এই সূরাটি আল্লাহর দয়া, ন্যায় এবং নেতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরে।
- নির্দেশনা চাওয়া: সোজা পথের জন্য প্রার্থনা আস্থা রাখে যে মুমিনদের জীবনে আল্লাহর নির্দেশনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

২. সূরা আন-নাস (মানবজাতি)

- মন্দ থেকে সুরক্ষা: এই সূরাটি মুমিনদের আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেয়, দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে।
- আল্লাহকে প্রভু, রাজা এবং ইলাহ হিসেবে আহ্বান: আল্লাহর নামসমূহ তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং মানবজাতির ওপর রক্ষা প্রদর্শন করে।
- আভ্যন্তরীণ মন্দ থেকে মুক্তি: আল্লাহর কাছে ফিরে আসলে মুমিনিরা নেতিবাচক চিন্তা এবং অন্তরীণ প্রলোভনগুলি পরাস্ত করার সহায়তা পায়।

৩. সূরা আল-ফালাক (প্রভাত)

- বাহ্যিক মন্দ থেকে সুরক্ষা প্রার্থনা: সূরা শরীরিক ক্ষতি যেমন হিংসা এবং রাতের অন্ধকার থেকে আল্লাহর সুরক্ষা চাওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে।
- আল্লাহর রক্ষাকর্তৃত্বের স্মরণ: মুমিনদের আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে উৎসাহিত করা হয়।
- মন্দের সচেতনতা: সূরা এই দৃষ্টি তৈরি করে যে সৃষ্টিতে হানির জন্য প্রার্থনা করা জরুরি।

৪. সূরা আল-ইখলাস (বিশুদ্ধতা)

- আল্লাহর একত্বের প্রমাণ: সূরাটি আল্লাহর একত্ব এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।
- মূর্তিপূজা পরিহার: আল্লাহর অনন্যতার উপর গুরুত্বারোপ করে, এটি মুমিনদের একমাত্র আল্লাহকে উপাসনা করতে আহ্বান জানায়।
- সহজ কিন্তু শক্তিশালী বিশ্বাসের ঘোষণা: এটি মোনোথেইজমের একটি সংক্ষিপ্ত এবং শক্তিশালী সারাংশ প্রদান করে।

৫. সূরা আল-মাসাদ (তালের আঁশ)

- অহংকার এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সতর্কতা: সূরা গর্ব এবং নবীর বিরুদ্ধে বিরোধিতার পরিণতি বর্ণনা করে।

- ইসলামের শত্রুদের উদাহরণ: এটি মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ এবং তাঁর নবীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পরাজয়ের দিকে নিয়ে যায়।
- আল্লাহর বার্তা সম্মান করার আহ্বান: মুমিনদের অহংকার এবং কৃতজ্ঞতার অভাব থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়।

৬. সূরা আন-নাসর (ঈশ্বরিক সাহায্য)

- আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয়ের ঘোষণা: সূরাটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় এবং সফলতার আহ্বান জানায়।
- কৃতজ্ঞতা এবং ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান: বিজয়ের পরে মুমিনদের আল্লাহকে প্রশংসা এবং ক্ষমা চাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়।
- নবীর মিশনের পূর্ণতা এবং সফলতার প্রতীক: এই সূরা নবীর মিশনের সমাপ্তি এবং সফলতার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে।

৭. সূরা আল-কাফিরূন (কাফির)

- মূর্তিপূজা এবং বিশ্বাসের মধ্যে আপোষ পরিহার: সূরা আল্লাহর একমাত্র উপাসনার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে।
- ধর্মীয় বিশুদ্ধতা এবং দৃঢ়তা: মুমিনদের তাদের বিশ্বাসে আপোষ না করতে উৎসাহিত করা হয়।
- ধর্মীয় পার্থক্যের প্রতি শ্রদ্ধা: সূরা বিশ্বাসের বিষয়ে আপোষ না করেই সম্মানজনক সহাবস্থান স্থাপন করার আহ্বান জানায়।

৮. সূরা আল-কাওসার (অবাধতা)

- নবীর জন্য আরাম এবং উৎসাহ: আল্লাহ নবীকে অসীম আশীর্বাদ প্রদান করেন, যা আরাম এবং উৎসাহের উৎস।
- আল্লাহর প্রতি উপাসনা এবং ত্যাগের গুরুত্ব: সূরা নবী এবং মুমিনদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উপাসনা ও ত্যাগের আহ্বান জানায়।
- নবীর প্রতি শত্রুতা প্রত্যাখ্যান: আল্লাহ ঘোষণা করেন যে যারা নবীর প্রতি শত্রুতা দেখাবে, তারা নিজেদের ধ্বংস হবে।

৯. সূরা আল-মাউন (ছোট দান)

- প্রতারণা এবং অবহেলার সমালোচনা: সূরা মুমিনদের সততার সাথে বিশ্বাস প্রদর্শন না করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে।
- সামাজিক দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা: এটি অভাবীদের যত্ন নেওয়া এবং দানের কাজ সম্পাদন করার গুরুত্ব তুলে ধরে।
- আন্তরিক প্রার্থনার অভিপ্রায়ের মূল্য: এটি মুমিনদের তাদের প্রার্থনা সততা এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে করার জন্য উৎসাহিত করে।

১০. সূরা কুরায়শ (কুরায়শ)

- কুরায়শরে উপর আল্লাহর আশীর্বাদ স্মরণ: এটি কুরায়শরে জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা আয় এবং রক্ষার কথা তুলে ধরে।
- উপাসনা এবং কৃতজ্ঞতার আহ্বান: কুরায়শকে তাদরে সত্যকিাররে প্রভু হসিবে আল্লাহকে স্বীকার এবং তাঁর উপাসনা করতে আহ্বান জানানো হয়।
- শান্তি এবং সমৃদ্ধরি মূল্যায়ন আল্লাহর আশীর্বাদ হসিবে: সূরা স্থতিশীলতা এবং নরিাপত্তার মূল্য উল্লখে কর।

১১. সূরা আল-ফলি (হাতী)

- কাবা ঘররে আল্লাহর সুরক্ষার স্মরণ: এটি আল্লাহ কর্তৃক কাবা ঘররে প্রতরিক্ষা সম্পর্কতি একটি ঘটনার বর্ণনা কর।
- অহংকার এবং শত্রুতার বরিুদ্ধে সতর্কতা: সূরা আল্লাহর শক্তি প্রদর্শন করে যে তনিি তাঁর পবত্রি গৃহরে রক্ষা করনে।
- শত্রুদরে বরিুদ্ধে আল্লাহর শক্তরি ওপর আস্থা: মুমনিদরে আল্লাহর প্রতরিক্ষা ওপর আস্থা রাখতে উৎসাহতি করা হয়।

১২. সূরা আল-হুমাজাহ (পছেন থকেে গুজব রটানো)

- গুজব এবং পরনন্দিার বরিুদ্ধে সতর্কতা: সূরা পরনন্দিা এবং গুজব রটানোর শাস্তি তুলে ধর, গর্বরে বধ্বিংসী প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
- সম্পদ জমাতে obsesion সমালোচনা: আখরিাতরে জন্য ববিচেনা না করে সম্পদ জমানোর অভ্যাসকে নন্দিা করা হয়।
- আখরিাতে শাস্তরি বর্ণনা: সূরা মন্দ কাজরে জন্য আগুনে কঠোর শাস্তরি সতর্কতা প্রদান কর।

১৩. সূরা আল-আসর (সময়)

- সময় এবং পরশ্রিমরে মূল্য: সূরা মুমনিদরে সময় বুদ্ধমিানরে সাথে ব্যবহার করার গুরুত্ব স্মরণ করয়িে দয়ে।
- সফলতার জন্য চারটি মৌলকি বষিয়: বশ্বিাস, সৎ কাজ, সত্য এবং ধর্যকে সফলতার চাবকিাঠি হসিবে চহ্নিতি করা হয়।
- সঠকি পথ অনুসরণরে তাড়া: মুমনিদরে সতর্ক করা হয় যে সঠকি পথ পরহিার করলে অবশ্যম্ভাবী ক্ষতরি মুখোমুখি হতে হব।

১৪. সূরা আত-তাকাসুর (ধন সম্পদরে জন্য প্রতযিোগতিা)

- ভোগ-বলিাসরে প্রতি সতর্কতা: সূরা পৃথবিীজুড়ে সম্পদরে প্রতি অতি আগ্রহরে অসারতা তুলে ধর।
- আখরিাতরে স্মরণ: মুমনিদরে মৃত্যু এবং আধ্যাত্মকি প্রস্তুতরি কথা মনে করয়িে দয়ে।

- কাজের জন্য হিসাবদারি: সূরা সকল আশীর্বাদ এবং সম্পদের হিসাব দিতে হবে বলে সতর্ক করে।

১৫. সূরা আল-ক্বারিয়াহ (প্রলয়)

- আখিরাতের দিন বর্ণনা: সূরা আখিরাতের দিন এবং তার অপ্রত্যাশিততা এবং গুরুত্ব তুলে ধরে।
- ভালো কাজের গুরুত্ব: এক্ষেত্রে মানুষের কাজের মূল্য তার আখিরাতে ভাগ্য নির্ধারণ করে।
- প্রস্তুতির আহ্বান: মুমিনদের আখিরাতের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

১৬. সূরা আল-আদিয়াত (ধাবমান অশ্বসমূহ)

- ধাবমান ঘোড়ার গতি ও শক্তির বর্ণনা: সূরাটি ঘোড়ার তীব্র গতি ও শক্তির চিত্র তুলে ধরে, যা বার্তার তাৎপর্য ও তাগিদকে বোঝায়।
- অকৃতজ্ঞতা ও ভোগ-বিলাসের প্রতি সতর্কতা: সূরাটি মানবজাতির আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার অভাব এবং দুনিয়াবি সম্পদের প্রতি আসক্তিকে নিন্দা করে।
- কিয়ামতের দিনের স্মরণ: সূরাটি জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহ অন্তরের সকল কিছু জানেন এবং প্রত্যেকেই নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করবে।

১৭. সূরা যিলযাল (ভূমিকম্প)

- কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা: সূরাটি এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের বিবরণ দেয় যেদিন জমিন তার সব কিছু উগরে দেবে।
- প্রতিটি কাজের হিসাব: সবচেয়ে ছোট কাজও সেদিন প্রকাশিত হবে এবং বিচার হবে।
- দায়িত্বশীলতা ও আত্মপরিকল্পনার আহ্বান: মুমিনদের সচেতনভাবে জীবন যাপনের ও নিজেদের আমলের হিসাব রাখার তাগিদ দেওয়া হয়।

১৮. সূরা আল-বায়্যিনাহ (স্পষ্ট প্রমাণ)

- ইসলামের সত্য ও স্পষ্টতা: সূরাটি ইসলামের সত্যতা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উপর জোর দেয়।
- কুফরি বিভাজনের কারণ: সত্য আল্লাহর উপাসনায় ঐক্য আনলেও, অবিশ্বাস বিভাজন সৃষ্টি করে।
- সত্যিকার ঈমানদারদের পুরস্কার: যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, তাদের জন্য চিরস্থায়ী পুরস্কার রয়েছে।

১৯. সূরা আল-কদর (ভাগ্য রজনী)

- কদর রাতের মাহাত্ম্য: এই সূরাটি সেই বরকতময় রজনীর গুরুত্ব তুলে ধরে, যেদিন কুরআন নাজিল হয়।

- মাহাত্ম্য ও রহমত: কদর রাতকে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা শান্তি ও বরকতে পরিপূর্ণ।
- ফেরেশতা ও রূহের অবতরণ: সূরাটি আল্লাহর দয়ার নিদর্শন হিসেবে ফেরেশতা ও জিবরাইল (আ.)-এর অবতরণের কথা বলে।

২০. সূরা আল-আলাক (আলাকা বা জমাট রক্ত)

- জ্ঞান ও পাঠের গুরুত্ব: সূরাটি আল্লাহর নামে পাঠ করার মাধ্যমে জ্ঞানের মর্যাদা তুলে ধরে।
- অহংকারের বিরুদ্ধে সতর্কতা: মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা অহংকারী না হয় এবং আল্লাহকে ভুলে না যায়।
- বিনয় ও ইবাদতের আহ্বান: মুমিনদের বিনয়ী হয়ে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২১. সূরা আত-তীন (ডুমুর ফল)

- মানুষের উৎকৃষ্ট সৃষ্টির কথা: সূরাটি জানায়, আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছেন।
- নৈতিক অবনমনের সতর্কতা: মানুষ যদি সৎ আমল না করে, তবে তারা নিচু স্তরে পতিত হয়।
- ঈমান ও সৎকর্মের পুরস্কার: যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, তাদের জন্য চিরস্থায়ী পুরস্কার রয়েছে।

২২. সূরা আশ-শারহ (বক্ষ উদঘাটন)

- কষ্ট থেকে মুক্তি: সূরাটি নবী (সা.)-এর বোঝা হালকা করা ও তাকে সাহস দেওয়ার কথা বলে।
- কষ্টের পরে স্বস্তির প্রতিশ্রুতি: আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দেন যে, প্রতিটি কষ্টের পরে সহজতা আসে।
- একনিষ্ঠতা ও ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা: মুমিনদের আহ্বান জানানো হয় আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে।

২৩. সূরা আদ-দুহা (সকালবেলা)

- আল্লাহর উপস্থিতির নিশ্চয়তা: সূরাটি নবীকে (সা.) আশ্বস্ত করে যে, আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেননি।
- দুঃখের পর আশা ও সান্ত্বনা: ভবিষ্যৎ অতীতের চেয়ে উত্তম হবে — এই প্রতিশ্রুতিতে সান্ত্বনা দেওয়া হয়।
- দান ও কৃতজ্ঞতার শিক্ষা: মুমিনদের এতিম, অভাবী ও বিপদে থাকা ব্যক্তিদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা হয়।

চূড়ান্ত মন্তব্য

সূরা আল-ফাতিহা থেকে সূরা আদ-দুহা পর্যন্ত এই সংকলনটি কুরআনের মৌলিক বিষয়সমূহকে ধারণ করে, যা প্রতিটি মুমিনের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। এই সূরাগুলোর মাধ্যমে ইসলামের মূল নীতিগুলো বারবার প্রতিফলিত হয়: আন্তরিক ইবাদত, জ্ঞানের অনুসন্ধান, আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব।

প্রত্যেকটি সূরা জীবনের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষা দেয়—পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ, সান্ত্বনা লাভ, সঠিক পথের সন্ধান এবং আলোকপ্রাপ্তির প্রয়াস।

এই আয়াতগুলোর অধ্যয়নের মাধ্যমে পাঠকগণকে ঈমানের ওপর অবিচল থাকা, আল্লাহর দিকনির্দেশনা কামনা করা, বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং কৃতজ্ঞতা, ভরসা ও বিনয়ের সঙ্গে জীবনযাপন করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়।

আমাদের আশা, এই কর্মটি কুরআনের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক দৃঢ় করবে এবং তার বাস্তব দিকগুলোকে সামনে তুলে ধরে পাঠকদের জন্য একটি কার্যকর পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

এই অনুধাবন পাঠকদের অনুপ্রাণিত করুক এবং প্রতিদিনের জীবনে আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা ও ইবাদতের জন্য পথপ্রদর্শক হোক—এই কামনা করি। ভবিষ্যতে আমরা আরও সূরার গভীর ব্যাখ্যা উপস্থাপনের মাধ্যমে এই জ্ঞানভিত্তিক যাত্রা অব্যাহত রাখতে চাই, যেন কুরআনের মহিমান্বিত আয়াতসমূহের আরও ব্যাপক উপলব্ধি সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

মূল শব্দাবলীর ব্যাখ্যা (Glossary of Key Terms)

- **তাওহিদ (توحيد):**
  আল্লাহর একত্বের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ ধারণা। এটি ইসলামী আকিদার মূল ভিত্তি। তাওহিদ মানে — আল্লাহ একমাত্র উপাস্য, তাঁর কোনো শরিক নেই। কুরআনে বহুবার এর গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে এবং শিরককে সবচেয়ে বড় পাপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- **আসবাবুন নুযূল (أسباب النزول):**
  কুরআনের কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পেছনের কারণ বা প্রেক্ষাপট। এটি আয়াতের সঠিক অর্থ বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক।
- **শিরক (شرك):**
  আল্লাহর সঙ্গে শরিক স্থাপন করা বা অন্য কাউকে উপাস্য বানানো। এটি কুরআনে সবচেয়ে গুরুতর পাপ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর একত্ব অস্বীকার করে এমন চিন্তা বা আচরণ শিরকের অন্তর্ভুক্ত।
- **নাফস (نفس):**
  আত্মা বা নিজের অভ্যন্তরীণ সত্তা, যা কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির উৎস। নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করা একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির একটি অপরিহার্য অংশ।

তাফসিরবিদদের সংক্ষিপ্ত জীবনী (Biographies of Scholars)

- **ইবন কাসীর (Ibn Kathir):**
  ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত মুফাসসির ও ঐতিহাসিক। তাঁর "তাফসির আল-কুরআন আল-আজিম" কুরআনের অন্যতম জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থ। তিনি হাদীস এবং সাহাবিদের ব্যাখ্যার উপর গুরুত্বারোপ করতেন।
- **আল-কুরতুবী (Al-Qurtubi):**
  ১২১৪ খ্রিষ্টাব্দে আন্দালুসিয়ায় জন্ম নেওয়া একজন প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ। তাঁর তাফসির **"আল-জামি' লি-আহকাম আল-কুরআন"** ফিকহ ও কুরআনের যৌথ বিশ্লেষণ প্রদান করে। কুরআনের সামাজিক ও আইনী দিক নিয়ে তিনি ব্যাপক আলোচনা করেছেন।
- **ইবন 'আশূর (Ibn 'Ashur):**
  ২০তম শতাব্দীর একজন তিউনিসিয়ান ইসলামি চিন্তাবিদ ও মুফাসসির। তাঁর বিখ্যাত তাফসির "আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর" আধুনিক প্রেক্ষাপটে ভাষা ও সংস্কৃতির আলোকে কুরআন ব্যাখ্যা করে।
- **আর-রাযী (Ar-Razi):**
  ৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত দার্শনিক ও মুফাসসির। তাঁর "আত-তাফসির আল-কাবীর" যুক্তিভিত্তিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণে অনন্য। তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানকে কুরআনের তাফসিরে ব্যবহার করে আলোড়ন তুলেছিলেন।
- **আল-আলূসী (Al-Alusi):**
  ১৮০২ সালে ইরাকে জন্মগ্রহণকারী মুফাসসির। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "রূহ আল-মা'আনী" বিশদ বিশ্লেষণ ও পূর্ববর্তী তাফসিরবিদদের মতামতের সমন্বয়ে রচিত। এটি উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসির হিসেবে বিবেচিত।

তথ্যসূত্র (References)

প্রাথমিক উৎস:

- *তাফসির আল-কুরআন আল-আজিম* — ইবন কাসীর
- *আল-জামি' লি-আহকাম আল-কুরআন* — আল-কুরতুবী
- *আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর* — ইবন 'আশুর
- *আত-তাফসির আল-কাবীর* — আর-রাযী
- *রূহ আল-মা'আনী* — আল-আলূসী

দ্বিতীয়িক উৎস:

- *Theology of the Qur'an* — তাহা জাবরি আল-আলওয়ানী
- *The Study Quran: A New Translation and Commentary* — সাইয়্যিদে হোসেইন নাসর
- *Understanding the Qur'an: A Contemporary Approach* — মুহাম্মদ আবদেল হালিম
- *Journal of Quranic Studies* এবং অন্যান্য ইসলামিক গবেষণামূলক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গবেষণা।